নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা রাজেন্দ্র চোল্	দক্ষিণাপথাধিপতি
শঙ্কররাও	সেনাপতি
বীর রাঘব	মন্ত্রী।
মাণিক	সেনাপতির পার্শ্বচর।
বঙ্কলাল	মন্ত্রীর সহচর।
বিনায়ক	জনৈক মাতাল।
রঙ্গস্বামী	জনৈক বিলাসী যুবক।
কণ্ব, সুভানু	প্রহরীদ্বয়।
রামানুজাচার্য্য	বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক
পূর্ণাচার্য্য	ঐ গুরু।
কুরেশ, গোবিন্দ, হরিদাস, সুবল	বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সেবকগণ।

সৈন্যগণ, সেবকগণ, প্রহরীগণ,

স্ত্রীগণ।

পূর্ণা	পূর্ণাচার্য্যের পালিতা।
শ্রীরঙ্গমা	দাক্ষিণাপথাধিপতির অনুগৃহীতা রাণী।
বাসবি, চেন্ধি	শ্রীরঙ্গমার পরিচারিকাদ্বয়।
জানকী	রাজসভা-নর্ত্তকী।

নর্ত্তকীগণ, সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান রাজধানী ত্রিশিরাপল্লী; রাজপ্রাসাদ, সভাগৃহ।

সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজা এবং শ্রীরঙ্গমা।

মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদগণ উপস্থিত।

রাজা। মন্ত্রী আদেশ সর্ব্বত্র প্রচার ক'রেছ ?

মন্ত্রী আদেশ সর্ব্বত্র প্রচার হয়েছে। রাজধানীস্থ সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অচিরে সভায় উপস্থিত হবে।

শ্রীরঙ্গমা। দেখি, আজ রাজ প্রতিপত্তির অবমাননা ক'র্‌তে কে সাহস পায়। সেই উন্মাদকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে ?

রাজা। উন্মাদ ? সে কে ?

শ্রীরঙ্গমা। যে তোমার সাম্রাজ্যে তোমার মতবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ক'র্‌তে সাহসী হয়েছে; যে তোমার প্রজাগণকে বিদ্রোহী ক'রে তুলছে।

রাজা সে কে মন্ত্রী ?

মন্ত্রী যতিরাজ ব'লে পরিচয় দেয়, নাম রামানুজ হরিনাম প্রচার ক'রে শৈবধর্ম্ম লোপ ক'র্‌বে এরূপ অভিপ্রায় তার। সে বলে, যে অত্যাচারে ব্যভিচারে, ভোগলালসায়, সম্প্রতি সমাজ রসাতলে যাবার উপক্রম হয়েছে, তার প্রতিবিধান ক'র্‌বার ভার স্বয়ং শ্রীহরি তারই হাতে দিয়েছেন

রাজা বাতুল তার সর্ব্বনাশের পথ সে আপনি প্রসারণ ক'রছে

শ্রীরঙ্গমা রাজার প্রজা হ'য়ে সে অন্যধর্ম্ম প্রচার ক'রবে, এত স্পর্দ্ধা তার ? আজ এই সভায় প্রকাশ্যে তার স্বীকার ক'রে যেতে হবে, যে, সে রাজার অধীন—সর্ব্বতোভাবে। তা নইলে—মহারাজ ! তোমার কি অভিপ্রায় ?

রাজা। আমার অভিপ্রায় ? যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাকে বিনাশের পথে পাঠাতেই আমার আনন্দ, তুমি কি বল প্রিয়ে ?

শ্রীরঙ্গমা এই তো রাজোচিত ভাব। যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ ক'রবে, তার দণ্ড মৃত্যু ; "মন্ত্রীবর," এই আমাদের ইচ্ছা

মন্ত্রী মহারাজ, বহুদিন যাবৎ এ উন্মাদ হরিনাম প্রচার

ক'র্ছে রাজ্যের অর্দ্ধ পরিমাণ লোক তার অনুচর হয়েছে।

রাজা। বটে, বটে! তবে রাজ্যেশ্বর তার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রজাশূন্য হবে। এত স্পর্দ্ধা, এত শক্তি কিসের, এতদিন রাজশক্তি সুপ্ত ছিল তাই কি? আজ হ'তে দেখ্‌ব, এ সাম্রাজ্যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কে? সেনাপতি শঙ্কররাও যার দক্ষিণ হস্ত তার পক্ষে অসম্ভব কি?

শ্রীরঙ্গমা। তোমার শক্তি বজ্ররূপ ধারণ করুক, তোমার রোষানল প্রজ্জলিত হুতাশনের ন্যায় দগ্ধ করুক। যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌বে তাদের বিনাশ, বিনাশ স্থির, জানুক সকলে

রাজা ঠিক, ঠিক বলেছ প্রিয়ে! বিনাশের পথ উন্মুক্ত হোক্, তাণ্ডব নৃত্য চলুক, তাইতেই আমার আনন্দ।

(বন্দনা গাহিতে গাহিতে ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিত গণের প্রবেশ)।

ব্রাহ্মণগণ জয়োঽস্তু! জয়োঽস্তু রাজন্! দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে স্মরণ ক'রেছেন রাজ সভায়, আজ ধন্য কৃতার্থ আমরা, কি আদেশ রাজ অধিরাজ?

রাজা। আদেশের পূর্বে কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আমার সাম্রাজ্যে বাস করে যারা, তারা আমারই প্রজা ?

সভাসদ্‌গণ প্রজা, রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত প্রজা।

রাজা রাজার ধর্ম প্রজার ধর্ম এক ?

সভাসদ্‌গণ ধর্ম এক, অবশ্য এক

রামানুজ ধর্মে রাজ প্রজা এক, অধর্মে নয়

রাজা কে ও ?

মন্ত্রী এই সেই বিদ্রোহী উন্মাদ

রামানুজ বিদ্রোহী ? কিসের বিদ্রোহ ?

মন্ত্রী ধর্মদ্রোহী পাপাত্মা তুমি।

রামানুজ কোন্ ধর্মদ্রোহিতার পাপে পাপী আমি ?

মন্ত্রী রাজার ধর্ম, শৈব ধর্ম ; তারই বিরুদ্ধ ধর্ম প্রচার ক'রছ তুমি, সে কথা রাজার অবিদিত নেই।

রামানুজ রাজার ধর্ম শৈব ধর্ম—মূর্খ ! বর্বর ! যে ব্যভিচারের স্রোতে রাজ্য উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌ছে তাকে ধর্ম বল ? কোথায় ধর্মের জ্ঞান ! কোথায় আশ্রয় ? কোথায় শক্তি ? রাজাসনের সম্মান কোথায় ? রাজ সভাসদ দিবারাত্রি সুরাপানে উন্মত্ত, রাজ কর্মচারিগণ ভোগ-বিলাসে মত্ত ; প্রজাগণ সতত ভীত ত্রস্ত। এ তাণ্ডবনৃত্য

কোন্ ধর্ম্মের ? এই যদি শৈব ধর্ম্ম হয়, তো রসাতলে-রসাতলে যাক্ !

সভাসদ্‌গণ। হাঁ হাঁ, কি কর কি কর ব্রাহ্মণ! রাজ কোপানলে ভস্মীভূত হ'তে হবে।

রামানুজ রাজ কোপানলে ভীত যারা তারা সতর্ক হও।

রাজ। ওহে বাতুল! তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

রামানুজ হরিনামের কৃপায় সে ভয় নেই

শ্রীরঙ্গা মহারাজ! আজ এ কাজে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নাও আগে, তারপর—

রাজ ঠিক বলেছ। মন্ত্রী, উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণকে আমার ধর্ম্ম স্বীকার ক'রতে হবে। শোনো আমার আদেশ; সভাস্থ সকলের প্রত্যেকে আমার সিংহাসন তলে এসে ব'লে যাবে, "শিবাৎ পরতরং নাস্তি।"

শ্রীরঙ্গা। যে অস্বীকার ক'রবে সে বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে, তার দণ্ড মৃত্যু।

মন্ত্রী। সভাস্থ ভদ্রগণ! রাজ্যেশ্বরের আদেশ প্রতি পালন ক'রতে সত্বর প্রস্তুত হউন্, অন্যথা'য় মৃত্যু দণ্ড নিশ্চিত।

(কোলাহল—সভাস্থ সকলের উত্থান)

(উপবিষ্ট রামানুজস্বামীর প্রতি) ব্রাহ্মণ! কেন আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ক'রছ ?

রামানুজ। সর্ব্বনাশ কাকে বল মন্ত্রী? প্রাণভয়ে ধর্ম বিসর্জ্জন দিতে রামানুজ জানে না

রাজা তুমি রাজবাক্য অবহেলা ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছ, জান তার প্রায়শ্চিত্ত কি?

রামানুজ। জানি—অত্যাচার। কিন্তু রাজার রাজা যিনি, তিনি তাঁর প্রজাকে সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রবেন—তাও জানি।

মন্ত্রী শুধু অত্যাচার নয় মৃত্যু—তোমার মৃত্যু নিশ্চিত

রামানুজ মৃত্যু ভয় কি দেখাও তুমি, এই অনিত্য দেহ উৎসর্গ ক'র্‌লে তাঁর নাম [illegible] হয় যদি—একবার কেন—সহস্রবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে পারি।

শ্রীরঙ্গম। শুধু তোমার নয়, তোমার অনুচর যে যেখানে আছে সকলকার প্রাণদণ্ড হবে রাজ্য যদি প্রজা শূন্য হয় তাও স্বীকার যে হরিনাম ক'র্‌বে তার প্রাণদণ্ড হবে, এ আদেশ অনিবার্য্য

রামানুজ। তাই হোক্, দেখি হরিনামের মহিমা আছে কি না। আমিও আজ এই সভায় প্রকাশ্যে ব'ল্‌ছি, যদি আমার ধর্ম সত্য হয়—যদি ধর্ম্মাধীপ আমার সহায় থাকেন, তবে এ রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে, প্রত্যেক প্রজার মুখে মুখে হরিনাম ধ্বনিত হবে; মানব শক্তির অতীত যদি

কোনো শক্তি থাকে, তবে তোমাদের এ মিথ্যা শক্তি বালির বাঁধের মত ভেসে যাবে, সন্দেহ নাই

রাজা বন্দী কর—মন্ত্রী! বন্দী কর দাম্ভিক দুরাত্মাকে।

রামানুজ। তোমাদের সাধ্য নাই। শ্রীহরির জয়!! জয় ভক্তবৎসলের জয়!

(দ্বার উদঘাটন এবং বাহিরে দণ্ডায়মান জনতার সমস্বরে যোগদান)

(রামানুজস্বামীর পলায়ন)

নেপথ্যে (সমস্বরে) জয় শ্রীহরির জয়! জয় ভক্তবৎসলের জয়।

রাজা। সকল দ্বার রুদ্ধ কর, দেখি আর কে আছে উদ্ধত বর্ব্বর। বল রাজার ধর্ম্ম—শৈব ধর্ম্মের জয়। বল জয় শিব শঙ্কর জয়!

গোবিন্দ রাজন্! ভীতিগ্রস্ত দুর্ব্বল চিত্ত যাদের, তাদের মুখের জয়ধ্বনিতে রাজার সম্মান বৃদ্ধি হবে কতটা। যিনি নেতা তিনি যতদিন অস্বীকার ক'রবেন, ততদিন জনসাধারণ মুখে যাই বলুক, তাদের চিত্ত বিরুদ্ধ থাক্‌বে।

শ্রীরঙ্গা। মহারাজ! তবে আদেশ প্রচার কর, ওই বিদ্রোহী বৈষ্ণবকে জীবিত কি মৃত, যে এনে দিতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে আর এ রাজ্যে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ক'রবে সে বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে, তার দণ্ড মৃত্যু

মন্ত্রী। এ বিদ্রোহ দমনের ভার সুযোগ্য সেনাপতি শঙ্কররাওয়ের হাতেই দেওয়া যাক্

রাজা। তাই হবে। মন্ত্রী। অবিলম্বে সেনাপতির নিকট আমার আদেশ লিপি পাঠাও দেখি কত শক্তি ধরে, স্পর্দ্ধিত কুক্কুরের দল।

মন্ত্রী। যে আদেশ মহারাজ।

রাজা। পথে পথে প্রহরী থাক্‌বে, হরিনাম ক'র্‌বে যে কেহ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, কি বালিকা ; সব বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ ক'র্‌বে—তারপর বিচার ক'র্‌ব আমি। দেখি কণ্ঠ নিষ্পেষণ ক'রে হরিনামের জয়ধ্বনি নিবারণ ক'র্‌তে পারি কি না আমার অনুগ্রহে প্রতিপালিত যে যেখানে আছে, সকলে জানুক, আমার আদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড—মৃত্যু।

সভাসদ্‌গণ জয়, জয় শিব শঙ্কর।
জয়, [illegible] শিব শঙ্কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী ত্রিশিরাপল্লী-রাজপথ।
সোপানোপরি উপবিষ্ট প্রহরীদ্বয়।
একটী বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক জনৈক
পুরুষের প্রবেশ; পশ্চাতে প্রহার
করিতে উদ্যত জনৈক
রাজসৈন্য।

সৈন্য। মার, মার বেটা বোষ্টমকে।

পুরুষ তোমার তো কোনো অনিষ্ট করিনি বাপু! তবে এ অত্যাচার কেন?

সৈন্য। চুপ, চুপ, বিদ্রোহী বোষ্টম।

বালক ওগো তোমার পায় পড়ি আর মেরো না, আমার দাদা বুড়ো হয়েছে, মরে যাবে যে?

সৈন্য। জয় দিয়ে তোকেও সঙ্গে পাঠান যাবে

পুরুষ। কিছু বোলো না বাছা! চুপ ক'রে থাক দীননাথ কি দিন দেবেন না?

সৈন্য । যেবেন বইকি   চল, এখন শ্রীঘরে চল, সেখানে ব'সে ব'সে তোর দীননাথকে ডাকিস্‌ । (পুনঃ প্রহার)

পুরুষ কোথায় যেতে হবে ?

সৈন্য এই যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি ।

[সৈন্যদ্বয় পুরুষকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া প্রস্থান ।]

স্বভাজু । হায় ! হায় ! কি দুর্ভাগ্য

কপ্লু । দুর্ভাগ্য কি রে ? ও যে বোষ্টম ।

স্বভাজু । তা বটে, বোষ্টমের প্রাণের আর মূল্য কি ?

কপ্লু । আরে ভাই ! লোকটাকে বোষ্টম সন্দেহ ক'রে অনেক দিন চোখে চোখে রেখেছিলাম, শেষটা কিন ও বেটা ধ'রে ফেলে ? আমার দুশো টাকা মারা গেল ।

স্বভাজু । বলিস্‌ কি ? একদম দুশো টাকা গেল । হায়রে দুনিয়ার থাকৃতি ! সহজে মিলে যাবার পথও আছে দেখছি ।

কপ্লু । আছে বই কি, একটু যোগাড়ে থাকলেই হোলো । বুঝলে না দাদা ! এ সব কি চোখ উল্টে ব'সে থাকবার কাজ ? আজ কাল খুব বেশী চেষ্টাও ক'রতে হয় না, একটা বোষ্টম ধ'রে দিতে পারলেই হোলো । আর বোষ্টম না হ'লেই বা কি, ব'লে দিলেই হোলো যে এটা

রামা পাগলার চেলা। দাদা! এইবার একটু চোখ কাণ খুলে রাখ দেখি, গান গাইতে গাইতে কারা এই দিকেই আসছে, একটু আড়ালে ঢুকে পড় যাক্

(জনৈক শিষ্যসহ গান গাহিতে গাহিতে
পূর্ণাচার্য্যের প্রবেশ।)

গীত

যে নাম গানে রস বহে প্রাণে,
মন আমার কর সেই
নামের রটন।
খুলিয়ে জ্ঞান আঁখি,
চাহিয়ে দেখ দেখি,
এ জগতে এক বিনা
কে আছে আপনা
ধন জন মান বিষয় বাসনা,
সকলি অসার মায়ার ছলনা
এক সংসারে সার
অভয় চরণ তাঁর,
দিবানিশি কর সেই
চরণ সাধনা॥

(বিপরীত দিক্ হইতে হরিদাসের প্রবেশ

ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শন।)

পূর্ণাচার্য্য। (স্বগতঃ) চক্রচিহ্ন দেখছি যে। সাঙ্কেতিক চিহ্ন বটে, কিন্তু যে দিন কাল পড়েছে কাউকে বিশ্বাস ক'র্‌তে সাহস হয় না, যাক্ ভরসা আছেন প্রভু (আগন্তুকের প্রতি) কার আদেশ?

হরিদাস। প্রভু।

পূর্ণাচার্য্য। নাম?

হরিদাস। সেবক।

পূর্ণাচার্য্য। বাস?

হরিদাস। বিশ্ব মন্দিরে।

পূর্ণাচার্য্য। বন্ধু! প্রণাম।

হরিদাস। প্রণাম—প্রণাম হে ভক্তরাজ।

(উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ।)

পূর্ণাচার্য্য। কি সংবাদ?

হরিদাস। রঘুনাথের মঠ থেকে আসছি, যতিরাজ পাঠিয়েছেন—

পূর্ণাচার্য্য। সাবধানে কথা কও, রাজধানীতে আজ কাল পথের ধূলারও কাণ আছে, তুমি কি কাজে এসেছ?

হরিদাস। সেবকদের উপর ভীষণ অত্যাচার হবার সম্ভাবনা আছে

মনে ক'রে যতিরাজ পাঠালেন আপনাকে ব'লতে যে, তিনি মনে করেন দিন কতক রাজধানী ত্যাগ ক'রে রঙ্গনাথের আশ্রয় নেওয়া কর্ত্তব্য

পূর্ণাচার্য্য তাই হবে, আজ সেবকের একত্রিত হবে, তুমিও আজ অতিথি

হরিদাস সেবার সময়?

পূর্ণাচার্য্য। রাত্রি দশটা, এখন অন্যত্র যাও আমার সঙ্গে থাকা সঙ্গত নয়

হরিদাস যথা অভিরুচি

(প্রহরীদিগের ক্রমে নিকট আগমন এবং প্রস্থানোদ্যত আগন্তুকের হস্তধারণ)

কপ্প্‌। এত চট্‌পট্‌ স'রে পড়্‌বার চেষ্টা কেন দাদা! একটু দাঁড়াও, দুটো ভাল মন্দ আলাপ করি

হরিদাস। কাজ আছে ভাই

মুত্তাণ্ডু। কোথায় থাকা হয়?

পূর্ণাচার্য্য তোমার তাতে কি প্রয়োজন?

কপ্প্‌। প্রয়োজন আছে ব'লেই ব'ল্‌ছি, তোমার এই বন্ধুটী অনেক দূর থেকে আস্‌ছে—খবর টবর নিয়ে হবে, একে পথশ্রমে বড় কাতর মনে হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি আরও কত দূর যেতে হবে?

হরিদাস। বহুদূর থেকে আ'স্‌ছি, আরও অনেক দূরে যেতে হবে।

কণ্ব। এত তাড়া কেন?

পূর্ণাচার্য্য। আপনার কাজে। তোমার তাতে হানি কি বাপু?

কণ্ব। হানি কি? তা তুমি কি বুঝ্‌বে দাদা। (সুভাজুর প্রতি) আরে ভাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখ্‌ছিস্‌ কি? তেষ্টায় এর গলা শুকিয়ে গেছে একটু কারণ করান যাক্‌ গলা ভিজবে।

হরিদাস। পথে কাবেরীর জল পান ক'রে সব তৃষ্ণা মিটে গেছে ভাই তোমার আতিথ্যে পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌লাম, কিন্তু প্রতিদান স্বরূপ কিছু ক'র্‌বার অবসর আজ নেই

কণ্ব। রাজধানীতে এসে রাজার আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে ফিরে যায় এমন লোক খুব কমই আছে, বিশেষতঃ বৌদ্ধগ-দের উপর রাজার অশেষ অনুগ্রহ, তাদের বিশ্রাম ক'র্‌বার স্থান, কাল সব যোগাড় ক'রে দেন।

পূর্ণাচার্য্য। আমরা সে সংবাদ অবগত আছি।

কণ্ব। তাই ব'লছি, রাজার অতিথিশালায় তোমাদেরও স্থান হ'তে পারে তো?

পূর্ণাচার্য্য। আমাদের কাজ শেষ হ'য়ে গেলে যে ডাক্‌বে তারই আশ্রয়ে বিশ্রাম ক'র্‌ব, তাতে কোনো আপত্তি নেই।

সুভাজু। কাজটা কি রকমের শুনি?

পূর্ণাচার্য্য প্রভুর কাজ।

বঙ্কু। সে বেটা কে?

পূর্ণাচার্য্য। অনন্তকালের আশ্রয় যিনি।

[সঙ্গীগণসহ প্রস্থান

কঙ্কু গেল যে রে? এ কি ধোকা দিয়ে পালালো?

সুভানু যাক্ যাক্, দেখছিস্ না, সন্ন্যাসীর চেহারা?

কঙ্কু। আজ কাল অমন সন্ন্যাসী ঢের দেখা যায় কিন্তু কি বল্লেরে? অনন্তকাল—আশ্রয়—তুই কিছু বুঝ্লি?

সুভানু। কিছু কি বুঝিনি? তবে সবটা বোঝে সাধ্য কার?

কঙ্কু তোর হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথা বল। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কি চিহ্ন দিয়ে দেখালে কি সব বল্লে, মোদ্দা কথা এ বেটারা বোষ্টম

সুভানু হোলোই বা বোষ্টম?

কঙ্কু। হোলোই ব? বাঃ রে দাদা বাঃ। এতক্ষণ ধ'রে তোকে কি বোঝালাম?

সুভানু। আমি সাদা সিধে মানুষ, বোঝালেই বা বুঝি কই।

কঙ্কু। আচ্ছা, তবে তুমি আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাক আমি চল্লাম। আমার কথা রূপচাঁদ পাওয়া—যেন তেন প্রকারেণ—বুঝ্লে? রূপচাঁদ, রূপচাঁদ।

[প্রস্থান।

সুভাড়ু। হোলোকি। হে ভগবান্। কোথায় সে সব হিন্দু রাজত্ব? যার ধর্মছত্রতলে সুবিচারে প্রজারা নির্বিবাদে বিচরণ ক'রত — পাষণ্ড, স্ত্রৈণ, কাপুরুষের হাতে পড়ে আজ একি হোলো? হরিহে! তোমারই ইচ্ছা। একি ব'লছি? শিব শম্ভু শিব শম্ভু.. নাক মলা। বড়ু বেটার হাত ছেড়ে বেঁচেছি

[প্রস্থান

(কতিপয় নর্ত্তকীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ, পশ্চাতে বিনায়ক এবং রঙ্গস্বামী)

গীত।

প্রাণ যদি সই সঁপতে হয়
অপ্রেমিকের হাতে নয়।
নারীর জীবন, শয়ন স্বপন,
অশন, বসন, প্রেমময়।
প্রেমের শশী, প্রেমের তপন,
প্রেমের আলোয় উজল গগন;
প্রেমে ভরা সকল ধরায়
প্রেমের মলয় পবন বয়।

প্রেম-পরশে পাষাণ টুটে
শুষ্ক প্রাণে উৎস ছোটে,
নীরস হৃদয় সরস ক'রে
জীবন করে সুধাময়॥

(পরিচারিকাগণ সহ জানকীবাইর বাতায়নে আগমন)

জানকী। আহ গানের সঙ্গে মন যে উধাও হ'য়ে ছুটতে চায়। প্রেমিকের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ ক'র্‌তে ব্যাকুল কে নয়? কিন্তু সে প্রেমিক কোথায়?

[পুরস্কার প্রদান ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

রঙ্গস্বামী। এই যে উপস্থিত, সুন্দরি! আমাদের উপরও অনুগ্রহ হোক্

জানকী। কি অনুগ্রহ চাই?

রঙ্গস্বামী। আজ তোমার আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌ব সাধ হয়েছে, অতিথির প্রতি বিমুখ হোয়ো না।

বিনায়ক। শুধু মুখ, বিমুখে আমার চলবেনা সুন্দরি, আমার আরও কিছু চাই।

জানকী। চাই, চাই বই কি? নাচ, গাও আমোদ কর, এইতো চাই। যেদিন থেকে শ্রীরঙ্গমা সিংহাসনে বসেছে, সে দিন

থেকে আমাদের রাজা যে সব প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু খুড়ে। আপাততঃ তোমার আমোদ যথেষ্ট হয়েছে দেখছি যে

বিনায়ক। যথেষ্ট? যথেষ্ট হয়েছে? সুন্দরি! একি কখনো যথেষ্ট হয়? এযে আমার শরীরের রক্ত, আমার সুখ বল, দুঃখ বল, আহার বল, নিদ্রা বল, স্ত্রী পরিবার যা বল—এই তো সর্ব্বস্ব হা-হা-হা-হা—আঃ হা হা-হা-হা—আপাততঃ আমার পায়ের উপর ভর করেছে, উঃ—দেখছ না সুন্দরি দুটোপায়ে কেমন লড়াই লেগে গেছে; একটা যদি ডাইনে যাবে তো আর একটা বলে দূর্ বেটা বাঁয়ে চল হা-হা-হা-হা!

রঙ্গস্বামী। আমি বলি সোজা চল, এই বাড়ীতে ঢুকে পড়া যাক্, তোমার আরও কিছু মিলবে

বিনায়ক চুপ, চুপ, অনধিকারে প্রবেশ? ছো! দেখ পা দুটোকে জব্দ করি। (উপবেশন) ব্যস্, দেখি বেটারা কেমন লড়াই করে

জানকী। সন্ধ্যা না লাগ্‌তেই এই অবস্থা, এর পর কি হবে খুড়ো?

বিনায়ক। আরে ছোঃ ছোঃ, সন্ধ্যায় কাজ কি সুন্দরী! সেনাপতির বাড়ির সেই ভোজ মনে পড়ে? কি ভোজ!

কি নাচ! সেইদিন থেকে পা দুটো নাচতেই লেগেছে, বুঝলে সুন্দরি! সেইদিন থেকে! আমাদের সেনাপতি—বেঁচে থাক্ বাবা!—যেমন খাওয়ায় তেমনি নাচায়, হা-হা-হা

জানকী ঠিক বলেছ খুড়ো! সেনাপতি বোঝে সব, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া দায়, আমাদের আপ্‌শোষ তাইত

রঙ্গস্বামী ঠিক, ঠিক, মদে তাকে টলাতে পারে না—দেদে প্রচুর আপনি তফাৎ! স্ত্রীলোক তাকে ভোলাতে পারে না—হৃদয় যেন পাষাণ! ভাল, ভাল, তা নইলে আমরা চুনোপুঁটি মারা যাই যে।

বিনায়ক। ওরে বাবা! লোহাও ভাঙে, পাষাণও গলে, তবে তেমন তেমন অস্ত্র চাই।

রঙ্গস্বামী। না খুড়ো, সেনাপতি তেমন পাত্রই নয়

জানকী তা নইলে আজকালকার দিনে স্ত্রীলোকের দুটি অনায়াসে হজম করে? বাহাদুরী আছে যা হোক্।

বিনায়ক আরে শোনো শোনো, এই বয়স অনেক দেখেছে; আজ তিন কুড়ি পাঁচ বছর এমনি টলমল ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এমন পুরুষ কখনো দেখিনি বাবা! যে তেমন তেমন জায়গায় না পট্‌কেছে হা-হা-হা-হা-উব্—

বনস্বামী। যাহ বল খুড়ো! শঙ্কররাও সে ধাঁচার লোকই নয়। এত সম্পদ ঐশ্বর্য্য, এত প্রতিপত্তি, ইচ্ছা ক'র্‌লে কি না ক'র্‌তে পারে কিন্তু রাজার কাজই তার ধ্যান, তাইতেই তার আনন্দ, যুদ্ধ বিগ্রহ পেলে আর কিছু চায় না, তাইতেই রাজাকে হাতের মুঠোয় ক'রে রেখেছে, রাজা বেশ জানে, যে দিন সেনাপতি সর্‌বে সে দিন রাজার রাজত্ব ওল্‌টাবে

জানকী তাই তার এত অহঙ্কার, এত শক্তি

বিনায়ক আমি বলি বাবা! শ্রী শক্তির কাছে কোনো শক্তি নয় চোখ্ কাণ খুলে র'খ—দেখ কি হয়

(নেপথ্যে) ওরে রামা বোষ্টমের চেলা—মার মার বেটাকে

(পূর্ণাচার্য্যের প্রবেশ—কপ্পু ও অন্য প্রহরীদ্বয় প্রহার করিতে করিতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ ; জানকীর অন্তরালে প্রস্থান।)

বিনায়ক। এ বুড়ো তোমাদের কি করেছে বাবা, এর উপর এত চোট্ বাঃ—

কপ্পু। বিদ্রোহী, বিদ্রোহী, এর মাথার দাম আছে খুড়ো!

বিনায়ক। তাই বল, তাই বল, বিদ্রোহ ফিদ্রোহফক্কুরি।

কপ্পু। মার না, মার বেটাকে।

(প্রহার করিতে উদ্যত—পূর্ণার প্রবেশ ও
পূর্ণাচার্য্যকে বাহুবেষ্টনে গ্রহণ)

পূর্ণা। পশু। পশুর দল! এই পবিত্র দেহ ও শুভ্র কেশেও কি তোমাদের মনে করুণার সঞ্চার করে না।

(পূর্ণাচার্য্যকে ভূমিতল হইতে উত্তোলন)

গুরুদেব! বড় লেগেছে কি?

পূর্ণাচার্য্য। না মা! ব্যথা আর নেই

পূর্ণা। একি! কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে যে দেখ—দেখ চেয়ে, একি নিষ্ঠুরতা।

বিনায়ক। বা! বা, কি চেহারা, কি তেজ।

পূর্ণা। চলুন গুরুদেব! ঘরে নিয়ে যাই

কল্প। আরে দাঁড়া, দাঁড়া, এত চটপট কেন? ওহে ভাই সকল, এই চাঁদ পানা মুখ দেখে সব ভুলে রইলে যে।

প্রহরীগণ। না, না, যাবে কোথায়। ধর বিদ্রোহী বেটাকে।

পূর্ণা। বিদ্রোহী! কে বিদ্রোহী! ধিক্, ধিক্ তোমাদের, এতটুকু বিচার নেই? ওই মুখে, ওই চোখে, ওই দেহের জ্যোতিতে, কোনো বিদ্রোহের চিহ্ন আছে কি? আমার অনুরোধ রাখ, আজ ক্লিষ্ট বৃদ্ধকে নিরাপদে যেতে দাও। ইনি কখনো কারু অনিষ্ট চিন্তা করেন না, আপন

মন্দিরে, আপন মনে, আপন প্রভুর আদেশ পালন করেন। দরিদ্রকে দয়া করা, অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, আতুরের সেবা করা, তাকে কি বিদ্রোহ বল ? বল — বল তোমরা

কন্নু। এযে বোষ্টম, বোষ্টম —নিশ্চয় বিদ্রোহী —মার —মার বেটাকে।

(প্রহরীগণের প্রহার করিতে উ দ্যত

(দলবলসহ সেনাপতির প্রবেশ)

(বিনায়ক ও রাজস্বামীর অন্তরালে প্রস্থান)

সেনাপতি। রাখ, রাখ, সব হাত নাবাও, এই মুহূর্ত্তে এ বৃদ্ধ তোমাদের কি ক'রেছে।

কন্নু। এ বিদ্রোহী !

সেনাপতি কিসের বিদ্রোহ ?

কন্নু। এ বোষ্টম রাজার চেলা, এদের আড্ডায়—

সেনাপতি। মাণিক। বন্ধ কর এর মুখ।

কন্নু। দোহাই সেনাপতি মশাই ! রাজার হুকুম, আমার দোষ নেই।

সেনাপতি (মাণিকের প্রতি) তফাৎ কর সকলকে। (পূর্ণার প্রতি) তোমার নাম কি ?

পূর্ণা। পূর্ণা।

সেনাপতি। সার্থক নাম। ওই মুখে, ওই দেহে, এ কি জ্যোতিঃ, কি শক্তি, বৃদ্ধ! তোমার নাম?

পূর্ণাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য।

সেনাপতি। এ কি তোমারি কন্যা?

পূর্ণাচার্য্য। না, না

(সেনাপতির দৃষ্টির অন্তরাল করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ণাকে বাহু বেষ্টনে গ্রহণ)

সেনাপতি। তোমার কোনো আত্মীয়া হবে?

পূর্ণাচার্য্য না।

পূর্ণা। আমার কেউ নেই, আমি সংসারে একা, আশ্রয় শুধু প্রভু, দীননাথ

সেনাপতি। বৃদ্ধ! এ তোমার আত্মীয়া নয়, তবে তোমার সঙ্গে কেন?

পূর্ণাচার্য্য বিপদ্ দেখে, জননী এসেছেন রক্ষা ক'রতে, কেন? তা জননীই জানেন।

সেনাপতি। তোমাকে রক্ষা ক'রতে এসেছে এই রমণী? বৃক্ষকে ধারণ করেছে ক্ষীণ লতা! কি সুন্দর! কি অনুপম দৃশ্য! (পূর্ণার প্রতি) শোভনে! এ বৃদ্ধ তোমার কে?

পূর্ণা। আমার গুরুদেব।

সেনাপতি তাই বল, কিসের গুরু?

পূর্ণা। দীক্ষা গুরু, সেবার গুরু

সেনাপতি কিসের দীক্ষা—কোন মন্ত্র?

পূর্ণাচার্য্য আমরা সেবক, অনাথকে আশ্রয় দান করি—আতুরের সেবা করি, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাদের আনন্দ নিকেতন, সর্ব্বত্র অবাধগতি; প্রভুর আদেশ প্রাণপণে পালন ক'রে ধন্য হই, সকল ধার্ম্মিক আমাদের গুরু

(নেপথ্যে) ওরে রামা পাগ্‌লার চেলা—মার—মার—

সেনাপতি। সৈনিক। দূর ক'রে দাও—হিংস্র পশুর দলকে।

(পূর্ণাচার্য্যের প্রতি) আদেশ কে জানায়?

পূর্ণাচার্য্য। স্বয়ং প্রভু! অন্তরে অন্তর্যামীরূপে নিয়ত জাগ্রত আছেন; আনন্দে তাঁর আদেশ পাই, আনন্দে সে আদেশ পালন করি—আনন্দেই তা সার্থক হয়। যারা আনন্দের জন্য লালায়িত তারাই জানে এ আনন্দ কি—অপরকে বুঝাবার চেষ্টা বৃথা।

সেনাপতি। ধন্য তুমি যদি সত্যই এ আনন্দ পেয়ে থাক, এ জগতে নির্ম্মল আনন্দ বড় দুর্লভ (পূর্ণার প্রতি) তুমিও এঁদেরই আশ্রিতা?

পূর্ণা সকলেরই আশ্রয় সেই এক অনাদি আনন্দময়

সেনাপতি। ভাল, কিন্তু ভোগলালসা নিশ্চল আ॰দের প্রতিদ্বন্দ্বী; যদি কখনো বিপদাপন্ন হও আমার কাছে এস, আশ্রয় পাবে

পূর্ণাচার্য্য। খাদ্য খাদকে যে সম্বন্ধ সে আশ্রয়ের নয়

সেনাপতি খাদকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না কি? বৃদ্ধ! চেয়ে দেখ দেখি, আমায় কি তেমন ক্রূর, কঠিন দৃষ্টি?

পূর্ণাচার্য্য। নীচ বাসনার দাস যে, তুমি তারই সেনাপতি, সম্পদ-শালী, বিলাসী যুবক

সেনাপতি। আমি দক্ষিণাপথাধিপতির সেনাপতি সত্য, যুবকও বটে এবং সম্পদশালী, তাতে ক্ষতি কি?

পূর্ণাচার্য্য। যে সাম্রাজ্যে—সুরাপানে, ব্যভিচারে, ভোগলালসায় —সমস্ত পবিত্রতা লুপ্তপ্রায়, সে সাম্রাজ্যের সেনাপতি রমণীর সম্মান রক্ষা ক'রতে জানে, আশা করা যায় কি?

সেনাপতি সম্প্রতি এ সাম্রাজ্যে পবিত্রতা দুর্লভ, কিন্তু সেনাপতি শঙ্কররাও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে

পূর্ণাচার্য্য তুমি আমাদের রক্ষা ক'রে তার প্রমাণ দিয়েছ, সকল মহৎকার্য্যের পুরস্কার যেখানে সঞ্চিত হয়, সেই [illegible] লোকের অক্ষয়ভাণ্ডারে তোমার এ পুণ্য সঞ্চিত হবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তার উপর বাসনার ছায়া পড়্‌তে

দিও না ; একে যথাস্থানে নিরাপদে যেতে দাও, আপনার মনে আপনার কাজ করতে দাও

সেনাপতি তোমার কথায় আজ মন পবিত্র হোলো, যাও বৃদ্ধ ! তোমার অমূল্য রত্ন নিয়ে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ কর, আমি দেখ্‌বো তোমাদের কোন বিপদ্ না ঘটে।

পূর্ণাচার্য। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

[পূর্ণাসহ প্রস্থান।

সেনাপতি মাণিক ! এদের পিছনে যাও, অনুসন্ধান ক'রে দেখ এরা কোথায় থাকে এবং এ রমণী কে, শীঘ্র যাও, সব সংবাদ নিয়ে আসবে।

মাণিক। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সেনাপতি। কি সুন্দর। কি পবিত্র। কি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ! সংসারে কেউ নেই ? এই বিপদ সঙ্কুল রাজধানীতে বিচরণ ক'রছে একা কী, নির্ভয়ে ; কিসের বলে ? এমন দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।

(বিনায়ক সহ জানকীবাইর প্রবেশ)

জানকী। সেনাপতি ! অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সেনাপতি। কি চাও ?

জানকী। অনুগ্রহ, গরীবের কুটীরে একবার পদার্পণ করুন, জানকী ধন্য হোক্।

সেনাপতি। আজ নয়, আজ নয় সুন্দরি! ক্ষমা কর। সেনাপতির কাজের অন্ত নেই; কঠিন কর্ত্তব্য সব চেয়ে বড়, তাতে আমোদ প্রমোদের অবসর দেয় না।

বিনায়ক। কাজ! শুধু কাজ! ফাঁকা কথা বাবা। আমোদও চাই একটু আধটু

জানকী। সহসা আমোদ প্রমোদে এত বিরাগ কেন সেনাপতি মহাশয়। ভয়ের কারণ কিছু আছে কি? তা নইলে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর যে গৃহে পদার্পণ ক'রতে কুণ্ঠিত হয় না, সে গৃহে প্রবেশ ক'রতে আপনার এত আপত্তি।

সেনাপতি। তার একমাত্র কারণ, দক্ষিণাপথাধিপতি শঙ্কররাও নয়, এবং শঙ্কররাও দক্ষিণপথাধিপতি নয়। তা ছাড়া ভয়ের কি কারণ?

জানকী। কোনো বিশেষ স্ত্রীলোকের শাসন।

সেনাপতি। কোনো স্ত্রীলোকের শাসন অথবা সোহাগকে শঙ্কররাও [illegible] ক'রতে জানে না।

বিনায়ক। ঠিক বলেছ বাবা। ভয় কোরো না, সব কারণে ডুবিয়ে দাও—বাস্, আমি বলি সহজ কথা।

সেনাপতি। তুমিও সার বুঝেছ, ভাবনা নেই, ভয় নেই, দিবানিশি নৃত্য ক'রছ—মহা আনন্দে

জানকী। রাজধানীর গুজব, সেনাপতির মন হরণ ক'রেছে এক বৈষ্ণব স্ত্রীলোক ?

সেনাপতি। রাজধানীর অশেষ অনুগ্রহ

জানকী শুনেছি মন্ত্রী মহাশয়ও সেই স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ, তিনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী—শুধু রাজ অনুগ্রহের নয়।

সেনাপতি। সেনাপতির তাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আর কিছু ব'লবার আছে ?

জানকী। মন্ত্রী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নয়, তাতে রাজ্যেশ্বর ঘোরতর বৈষ্ণব বিরোধী, আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা অনেক। সামান্য স্ত্রীলোক অনেকের অনেক মত পরিবর্তন ক'রতে পারে তার প্রমাণ স্বয়ং রাজাধিরাজ আজ শ্রীরঙ্গার চরণে বিক্রীত; সুতরাং আমরাও উপেক্ষার পাত্রী নই, মনে রাখ্‌বেন।

[প্রস্থান।

বিনায়ক সেনাপতি! বাবা! তবে শিব শম্ভু ব'লে ঝুলে পড়, জানকীবাইকে ছেড়না, এই বুড়োর কথা শোনো। আজ কাল গুণের খাতির নেই বাপ! নজর—কেবল

স্ত্রীলোকের নজর চাই—বুঝলে ? কোনো বেটাকে ধর্‌তে ছুঁতে দিও না—এক দম হাত ক'রে নাও।

সেনাপতি। কেন ?

বিনায়ক কেন ? হা—হা—হা—হা বাবা এই টুকু বুঝলে না ? রাজার অনুগ্রহ বজায় রাখ্‌তে ; স্ত্রী জাতির হিংসা, নিয়ত ছিদ্র অনুসন্ধান ক'র্‌বে, রাজাকে হাত ক'র্‌তে।

সেনাপতি জানকীবাইর শরণাপন্ন হ'তে হবে, রাজার অনুগ্রহ বজায় রাখ্‌তে ? আঃ বিনায়ক খুড়ো

বিনায়ক। এই বুড়োর কথা শোনো বাবা ভাল চাও তো জানকীকে ঘাঁটিও না।

সেনাপতি শোনো বিনায়ক, জীবনে অনেক দুষ্কার্য্য করেছি—কিন্তু স্ত্রীলোকের করুণা ভিক্ষা ক'র্‌ব রাজার অনুগ্রহ বজায় রাখ্‌তে ? ধিক্ এই বাহুবলে—শতধিক্ আমার মনুষ্যত্বে। যাক্ খুড়ো ! রাত্রের ভোজ্‌টা ভুলোনা।

বিনায়ক ভুলব ? না বাবা, সে কি ভোলবার জিনিষ ? তবে কি জান, এই পা দুটো যদি বেঁকে না বসে তো ঠিক হাজির হব। কি রোস্‌নাই, কি নাচ্ গান ! বাহবা ! বাহবা !

[প্রস্থান।

সেনাপতি   নাচ, গান, আর নয়, আর নয়, তাতে আনন্দ কোথায়? অশ্বত্থামা জানেন সব ভোগের চিহ্ন মুছে গেছে   এই জ্যোতির্ময়ী রমণীর পবিত্র মূর্তি, মনে পবিত্রতার উৎস খুলে দিয়েছে, মন নির্মল আনন্দের জন্য পিপাসিত হয়েছে

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, মন্ত্রীর গৃহ

মন্ত্রী উপস্থিত।

মন্ত্রী। এত চক্রান্ত সব বুঝি ব পণ্ড হয়। ভেবেছিলাম কৌশলে শ্রীরঙ্গমাকে সিংহাসনে বসিয়ে অপদার্থ রাজাটাকে হাত ক'রে, ক্রমে রাজ্য দখল করা যাবে; কিন্তু শ্রীরঙ্গমার দৃষ্টি যে রকম সেনাপতির উপর প'ড়েছে, তাতে কে যে রাজ্য দখল ক'র্‌বে ত বলা যায় না তাইতো! একটা উপায় স্থির ক'র্‌তে হবে—দেখা যাক্ বঙ্ক কি সংবাদ আনে

(বঙ্কর প্রবেশ)

বঙ্ক। ঘরে ব'সে একদিক্ বজায় রাখ্‌তে অন্য দিক ভেসে যায় যে দাদা।

মন্ত্রী কোন্ দিক্?

বঙ্ক নতুন টান যে দিকে একটাকে তো সিংহাসনে বসালে,

৩৩

অন্যটীকে যে সেনাপতি মশায় দখল ক'র্‌বার চেষ্টায় আছেন, তার খোঁজ রাখ। তোমার যেই শূন্য, সেই শূন্য।

মন্ত্রী। খুলে বলইনা ভাই, তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না

ষং। সেই যে সুন্দরী, যার সন্ধানে আমাকে লাগিয়েছ, তার সন্ধান সেনাপতি পেয়েছে, আজ পথের মাঝখানে সাক্ষাৎ হ'য়ে গেছে। আমার কথামত প্রহরীরা সেই বুড়োটাকে শুদ্ধ মেয়েটাকে ধরবার চেষ্টায় ছিল, সহসা সেনাপতি এসে পড়ে প্রহরীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। সেনাপতি মশাইয়ের মুখ চোখের ভাব ভাল দেখলাম না দাদা! তাই বলি তোমার একূল ওকূল দুকূল না যায়

মন্ত্রী। বটে! তাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। বোসো—চট ক'রে মাথায় একটা ফন্দী এসেছে। রাজার আদেশ-লিপি এখনো সেনাপতিকে দেওয়া হয়নি, এই ঠিক সময়—সে স্ত্রীলোকটা নিশ্চয় বৈষ্ণব মঠের।

ষং। তা নইলে আর অমন সাধু!

মন্ত্রী। তা হ'লে তো কথাই নেই! সেনাপতি রাজার আদেশ লঙ্ঘন ক'রতে পারবে না, দলবল শুদ্ধ ধ'রে দিতে হবে।

বঙ্ক তোমার তাতে লাভ কি ?

মন্ত্রী লাভ অনেকখানি — না ভেবে চিন্তেই কি ব'লছি ? শ্রীরঙ্গমার কাছে থেকে স্ত্রীলোকটাকে আদায় ক'রে নেওয়া যাবে ; এই সূত্রে আরও অনেক কাজ হবে

বঙ্ক কি রকম শুনি ?

মন্ত্রী। শ্রীরঙ্গমার কাছে সেনাপতিকে খাটো ক'রতে হবে, তার সুনজরের অভাবই সেনাপতির প্রতিপত্তির হানি তার-পর আমার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, বুঝ্‌লে ?

বঙ্ক বুঝ্‌ছি—ক্রমে—তব একটু সময় লাগবে, আর একটু ভাল ক'রে বোঝাও তে দাদ ।

মন্ত্রী শোনো—শ্রীরঙ্গমার নজর সেনাপতির উপর পড়াতে আমার অনেক ক্ষতি।

বঙ্ক। বুঝ্‌লাম

মন্ত্রী সেনাপতি অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত শুন্‌লে শ্রীরঙ্গমার ঈর্ষার উৎপত্তি হবার সম্ভাবন

বঙ্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নইলে স্ত্রীলোক কেন ?

মন্ত্রী। সেই সুযোগে শ্রীরঙ্গমাকে দিয়ে সেনাপতির হাত থেকে নিয়ে, স্ত্রীলোকটাকে আদায় করা যাবে

বঙ্ক।। বাঃ রে দাদা, বাঃ—একি পরিষ্কার মাথা

মন্ত্রী। সেনাপতি কারু কথায় আপনার [illegible] ত্যাগ ক'র্‌বার পাত্র নয় জানতো?

বঙ্ক। ও আর জানি নে? বাবে! দেমাকে ভরপুর, কারু দিকে নজরই পড়ে না, ওই মাথা হেঁট ক'র্‌তে পার যদি, বুঝলে দাদা — তবেই বাপ বাহাদুর।

মন্ত্রী ঠিক হবে

বঙ্ক বল কি?

মন্ত্রী। শোনো—যদি সত্যি সেনাপতি ওই স্ত্রীলোকে আসক্ত হ'য়ে থাকে, তো প্রাণপাত ক'রে শ্রীরঙ্গমার সঙ্গে লড়্‌বে, শ্রীরঙ্গমাও উপেক্ষা হজম ক'র্‌বার পাত্রী নয়, বেশ জানি।

বঙ্ক। তোমার পাথরে পাঁচ কিল—ঠিক সময় আমাকে ভুলবে না তো?

মন্ত্রী। এখন যা বলি তাই কর; সব কাজ হাসিল হ'লে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে

বঙ্ক কথা যেন ঠিক থাকে—একবার মন্ত্রী হ'তে পার্‌লে দেখিয়ে দেব মজা কাকে বলে। গোঁপে চাড়া দিয়ে হুকুম চালাব দেদার—চাই কি রাজা বেটাকে না হয় ব'লে দেব—সর—সর স'রে দাঁড়া—আমিই রাজাধিরাজ!

মন্ত্রী বটে?

বঙ্ক না, না—ওটা [illegible] ক'রে বেরিয়ে গেছে দাদা আনন্দে

মুখের আঁট্ খসে গেছে। তুমি রাজা হ'লে তোমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাব দাদা। (পরোক্ষে) এই যেমন তুমি গড়াগড়ি যাচ্ছ।

মন্ত্রী। আপাততঃ প্রথম কাজ সেনাপতির হাতে বাজার আদেশ-লিপি দেওয়া।

রক্ত। এখুনি—বিলম্ব কর্‌বার কথা নয়।

মন্ত্রী। দ্বিতীয়তঃ—সেনাপতির সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটাকে ধ'রে ফেলা।

রক্ত। সে দিক্‌টা ত তবে তুমিই দ'ও, ও'তে অনেক ঝ্যাট, চাইকি দু এক ঘা পিঠে পড়তেও পারে।

মন্ত্রী। তার পর কৌশলে শ্রীরঙ্গমার কানে এ সব কথা তোলা।

রক্ত। সে ভারও তোমার দাদা। বাঘ রাঙ্গড়ার পায়ায় পড়ে প্রাণটা দিতে রাজী নই।

মন্ত্রী। সে বিষয় একটু চিন্তা ক'রবার আছে। একেবারে শ্রীরঙ্গ-মার কাছে এ কথা নিয়ে উপস্থিত হ'লেই সন্দেহ হবে, তার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; স্ত্রীলোক দ্বারা স্ত্রীলোকের ঈর্ষা উৎপন্ন ক'র্‌তে হবে—দেখি, কতদূর কি হয়।

রক্ত। তবে আমি এখন স'রে পড়ি, তুমি ব'সে ব'সে ভাব।

মন্ত্রী। চল, আমিও যাচ্ছি, আদেশলিপিখানা পৌঁছতে হবে।

তুমি দু চার জনাকে নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটার সন্ধানে যাও, দেখা পেলেই আমাকে খবর পাঠাবে

রক্ষ। ঠিক খবর পাঠাব সে বিষয়ে সন্দেহ রেখনা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। উপায় কি হবে না ? একটু সহজ হ'য়ে এসেছে যখন, তখন পথ পাওয়া যাবে, রাজা একেবারে সেনাপতির হাতের মুঠোয়, এমন বিশ্বাস, এমন ভক্তি দূর করা কঠিন। তবে ভরসা, শ্রীরঙ্গা, স্ত্রৈণ অপদার্থ, কতক্ষণ শ্রীরঙ্গার কথা উপেক্ষা ক'র্‌বে, এখন প্রধান কাজ শ্রীরঙ্গাকে ঈর্ষাপন্ন করা—সেই একমাত্র উপায়—নিশ্চিতও বটে একবার শ্রীরঙ্গার ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হ'লে—হা হা হা ঃ এইবার তবে লেগে পড় যাক্; জয় শিব শম্ভু !

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, রাজপথের অন্যতম অংশ।

উপস্থিত— সেনাপতি।

সেনাপতি। (চঞ্চল ভাবে পরিক্রমণে রত) এ অদ্ভুত চিত্ত-চাঞ্চল্য কেন? এ জীবনে বহু স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসেছি—কখনো মুখ পানেও চাই'নি; কত অনুনয় বিনয়, কত আগ্রহ, কত কাতরক্রন্দন, অনায়াসে উপেক্ষা করেছি, কিন্তু একি শান্তসৌন্দর্য্য, কি অপরূপ শোভা দেখ্‌লাম, দুটী নয়নের গভীর দৃষ্টিতে কি ব'লে গেল—সেই থেকে কি যেন খুঁজ্‌ছি।

(মাণিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ মাণিক? তাদের কোথায় ছেড়ে এলে?

মাণিক। প্রায় দুই ক্রোশ তফাৎ একটা বনের ভিতর ঢুক্‌লো।

সেনাপতি। সেখানে বাড়ী ঘর কিছু দেখ্‌লে?

মাণিক। আজ্ঞে না, তবে শুন্‌তে পাই বাড়ী আছে।

সেনাপতি তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

মাণিক। মন্ত্রী মহাশয়ের এই স্ত্রীলোকটীর উপর নজর আছে—তাঁর দলের লোক প্রায়ই এই দিকে যাতায়াত করে।

সেনাপতি। দলে কে কে আছে?

মাণিক। বক্‌লাল প্রধান।

সেনাপতি। বটে। পশু, পশু সে, মানুষ নয়। মাণিক ওদের হাত থেকে এ রমণীকে রক্ষা ক'রতে হবে যেমন ক'রে হোক, বুঝ্‌লে? মন্ত্রী আর বক্‌লালের দৃষ্টি যদি পড়ে থাকে, যে উপায়ে হোক ব্যর্থ ক'রবে। মাণিক তুমি যাও—মন্ত্রীর দলের সঙ্গে মিশে খবর নাও, যদি কোনো রকম অত্যাচারের আভাস পাও—তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে এই আমার আদেশ—বাস্তবিক যদি আমার বন্ধু হও—প্রাণপণে পালন ক'রবে।

মাণিক। এ দাসকে বিশ্বাস ক'রতে পারেন।

সেনাপতি। ভাল—যাও তবে।

[মাণিকের প্রস্থান।

মন্ত্রী আর বক্‌লাল বাসনায় উন্মত্ত পশুর তুল্য, দুটী সমান, সে পশুর নখকবল থেকে হরিণীকে রক্ষা ক'রতে হবে—দেখি পারি কি না। পূর্ণা! পূর্ণা! আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। কি শক্তিময়ী মূর্ত্তি! অটল বিশ্বাসের বলে গর্ব্বিত, উন্নত, অথচ নম্র, কোমল,

অচল শান্তদৃষ্টি—আনন্দে পূর্ণ রমণীর রূপ এ কঠিন মনকে বিচলিত ক'র্‌বে স্বপ্নেও ভাবিনি; শঙ্করদাস। এ কি অধঃপতন! না, না, পূর্ণার পরিপূর্ণ শক্তিতে আমাকে তুলে ধ'র্‌বে, অধঃপতন কেন? তার নামের সঙ্গীতে, দেহের জ্যোতিতে, নয়নের দিব্য বিভায়, আমার মন প্রাণ পূর্ণ ক'রেছে—সব মলিনতা দূরে গেছে।

(দলবল সহ মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। সেনাপতি! অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সেনাপতি। স্বাগত হে মন্ত্রিবর! এত লোক জন সহ এত ব্যস্ত কোন্ কাজে?

মন্ত্রী। রাজ কার্য্যে—রাজাদেশে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, তাই এত লোক সমাগম, এ আদেশ লিপি আপনারই জন্য।

সেনাপতি। এ কি এতই আবশ্যকীয় যে পথের মাঝখানে রাজার আদেশ লিপি নিতে হবে?

মন্ত্রী। পড়ে দেখুন, আমার বিবেচনায় অতি আবশ্যকীয়, বিলম্বে রাজকার্য্যের হানি হবার সম্ভাবনা।

সেনাপতি। (লিপি গ্রহণান্তর পাঠে প্রবৃত্ত)

বক্কলাল। (মন্ত্রীর প্রতি) সেনাপতি মহাশয়কে কিঞ্চিৎ বিচলিত দেখ্‌ছি।

মন্ত্রী বিচলিত হবার কারণ আছে যে; রাজার আদেশ হ'য়েছে, কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সব ধ'রে বেঁধে ফেল্‌তে হবে। সেনাপতির হাতেই সে কাজের ভার দেওয় হয়েছে।

বক্ক। এবার বাছাধন বুঝ্‌বেন মজা।

মন্ত্রী। রাজার আদেশ পালন না ক'র্‌লে তারও দণ্ড মৃত্যু।

পাগী সে তো আরও ভাল—তোমার পথ একেবারে পরিষ্কার, কি বল?

মন্ত্রী। চুপ, চুপ, বক্কর।

সেনাপতি মন্ত্রী মহাশয়! রাজাধিরাজের আদেশ শিরোধার্য।

মন্ত্রী যথাবিধি আদেশ পালন হবে?

সেনাপতি। সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

[দলবল [illegible] প্রস্থান।

সেনাপতি যতদিন সেনাপতির পদে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছি, রাজার আদেশ শিরোধার্য্য ক'র্‌তেই হবে; কিন্তু কি কঠিন আদেশ! কি অসম্ভব নিষ্ঠুরতা!

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

আবালবৃদ্ধবণিতার মৃত্যু। আমার ক্ষমতা অপরিসীম, তাই আমারই উপর এ কার্য্যের ভার অর্পণ করা হয়েছে এতে শক্তির আবশ্যক কোথায়? মনুষ্যত্ব ত্যাগ ক'রতে হবে, পশুর মত পাশব অত্যাচার—মহারাজাধিরাজ। অপাত্রে এ ভার অর্পণ ক'রেছ। আদেশ পালনের অন্যথায়—দণ্ড মৃত্যু তাতে ভয় কি? কিন্তু—এ রমণী কি—

(মাণিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

মাণিক। ধর্ম্মাবতার! আপনার আদেশানুসারে সেই বনের দিকেই যাচ্ছিলাম, পথে একটী বালকের সঙ্গে সেই রমণীকে দেখ্‌তে পেয়ে—পাছে কোনো বিপদ্ ঘটে মনে ক'রে—অলক্ষিতে সঙ্গ ধর্‌লাম। এই দিকেই আস্‌ছে দেখে, ছুটে আপনাকে সংবাদ দিতে এলাম।

সেনাপতি। ভালই ক'রেছ—একটু অন্তরালে থাকা যাক্

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(সুবল সহ পূর্ণার প্রবেশ)

পূর্ণা। আর কোনো ভয় নেই সুবল! এবার তুমি মঠে ফিরে যাও। বাকী পথ টুকু আমি একাই যেতে পারব। কাজ শেষ হ'লে অন্য লোক নিয়ে মঠে ফির্‌ব।

সুবল না, মা ! তোমাকে ঠিক জায়গায় না পৌঁছে আমি যাব না, এপথ তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

(অন্তরাল হইতে সেনাপতি ও মাণিকের বাহিরে আগমন)

সেনাপতি। ঠিক বলেছ বালক। এ পথ তোমার পক্ষেও নিরাপদ নয়

সুবল। আমার জন্য ভয় করিনে— তবে মাকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

সেনাপতি কে রক্ষা ক'র্‌বে, তুমি ?

পূর্ণা চল, চল সুবল বৃথা কথায় কাজ কি ?

সেনাপতি। বৃথা কথা নয়, এ সময়, এ পথে, এই বালক যথেষ্ট আশ্রয় নয়, অনুমতি ক'রে আমি যথাস্থানে পৌঁছেদি।

পূর্ণা। আপনার সাহায্য নেবার আবশ্যক নেই।

সেনাপতি। আমাকে এত ভয় কেন ?

পূর্ণা আপনার কাছে থেকে তফাৎ থাক্‌বার আদেশ আছে।

সেনাপতি। কার আদেশ ?

পূর্ণা। গুরুদেবের আদেশ।

সেনাপতি হবে, হবে, আমার অখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শপথ ক'রে বল্‌তে পারি সে অখ্যাতি অমূলক। কামনার ধন হাতের কাছে পেলে দূরে রাখ্‌তে পারতাম কিনা জানিনা—সে পরীক্ষা জীবনে কখনো আসেনি। তবে আজ কি জানি কেন মনে হচ্ছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক জন

আছে, যে সত্য আমার জন্ম জন্মান্তরের কামনার ধন ;
দেবি ! স্বীকার করি সে আমার দুর্ব্বলতা, তবু ক্ষমার
যোগ্য নই কি ?

পূর্ণা অনুগ্রহ ক'রে পথ ছেড়ে দিন—কাজের বিঘ্ন হবে—
আমি যাই।

সেনাপতি। তবে সঙ্গে যাবার অনুমতি দাও, এ রত্ন রাজধানীর
পথে নিরাপদ নয়, জেনে শুনে কোন্‌ প্রাণে অসহায়
ছেড়ে দি

(মন্ত্রী ও প্রহরীর প্রবেশ)

পূর্ণা আমি একাই যাব—আমার সহায় আছেন প্রভু।

কপ্পু ধর্ম্মাবতার এই সেই স্ত্রীলোক

মন্ত্রী। সেনাপতি, এ স্ত্রীলোক কে ?

সেনাপতি। নাম পূর্ণা, অন্য পরিচয় নাই।

মন্ত্রী। এই প্রহরী ব'ল্‌ছে একে বৈষ্ণব মঠে দেখেছে—রামানু-
জের পালিতা ত যদি হয় তো আপনার কর্ত্তব্য
এখুনি একে বন্দী করা

সেনাপতি আমার কর্ত্তব্য কি তা আমি জানি মন্ত্রীবর ;
মাণিক ! এদের সঙ্গে যাও, দেখো কোনো বিপদ্‌
না ঘটে।

মন্ত্রী। সেনাপতি! বাঙ্গালাদেশ শাসন করা যে সে কথা নয়

সেনাপতি। (মাণিকের প্রতি) এ রমণী ও এই বালকের ভার তোমার উপর দিলাম মাণিক যথাস্থানে পৌঁছে দেবে; তোমার জীবন পণ রইলো, যাও। (সসম্ভ্রমে পূর্ণার প্রতি) দেবি! বিদায়।

(পূর্ণা ও প্রবল সহ মাণিকের প্রস্থান)

(গমনোদ্যত মন্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেনাপতির প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।
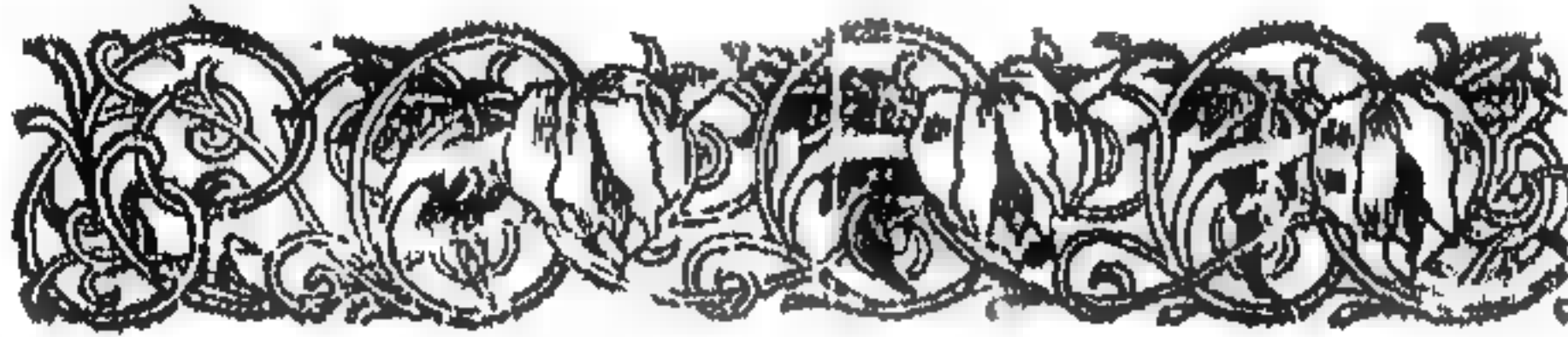
প্রথম দৃশ্য।

স্থান ত্রিশিরাপল্লী, বৈষ্ণবমঠের অভ্যন্তর।

উপস্থিত পূর্ণাচার্য্য এবং রামানুজ।

রামানুজ। এ অত্যাচার ত আর সহ্য করা যায় না সহর ত্যাগ ক'র্‌তেও পারি না, কারণ অসহায় পীড়িত যারা, তাদের আশ্রয় দেওয়া আমাদেরই কর্ত্তব্য, ত ছাড়া প্রাণভয়ে পলায়ন ক'র্‌লে প্রভুর নামের অপমান করা হয়।

পূর্ণাচার্য্য বৎস, আজ পর্য্যন্ত কোন্ ধর্ম্ম অত্যাচার সহ্য না ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সত্য যা—তা দুঃখ, দৈন্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন, এই সকলের মধ্যেই প্রমাণ হয়, যেমন অগ্নি-স্পর্শেই—সোণার দোষ গুণ বিচার হয়।

রামানুজ। বুঝলম, কিন্তু অবোধ অজ্ঞান যারা তারা কি বুঝবে ? প্রাণভয়ে সতত কাতর যার তাদের উপায় কি ?

পূর্ণাচার্য। উপায় শ্রীহরি স্বয়ং, তাঁর কাজ তিনিই উদ্ধার ক'রবেন।

(সুবলের প্রবেশ ও প্রণামান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান)

কি সংবাদ সুবল ? মা যথাস্থানে পৌচেছেন ?

সুবল। সেনাপতির কৃপায় মাকে যথাস্থানে রেখে এসেছি।

রামানুজ সেনাপতির কৃপায় ? সে কি কথা ?

সুবল। পথে একদল সৈন্য আমাদের আক্রমণ করে, সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন, তাঁরই অনুগ্রহে সেই দুরাত্মাদের হাত থেকে উদ্ধার পাই ; সেনাপতি তাঁর বিশ্বস্ত সহচরকে দিয়ে আমাদের যথাস্থানে পৌছে দেন।

পূর্ণাচার্য। মার সঙ্গে সেনাপতির কোনো কথা হয়েছিল ?

সুবল। সামান্য দুই একটা

রামানুজ তুমি শুনেছিলে ?

সুবল আজ্ঞে হাঁ। রাজধানীর পথ নিরাপদ নয় ব'লে তিনি আপনি সঙ্গে যাবার অনুমতি চান, মা তাতে আপত্তি করেন

রামানুজ আর কিছু নয় ঠিক জান ?

সুবল ঠিক জানি

পূর্ণাচার্য্য তুমি বালক, ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি মাকে ভালবাস ?

সুবল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি গুরুদেব !

পূর্ণাচার্য্য নেই, তবে শোনো সুবল সম্প্রতি মা বড় বিপদাপন্ন, সেনাপতি তাঁকে হস্তগত করবার চেষ্টা ক'র্‌ছে, তার সন্ধান পাবার জন্য খুব সম্ভবতঃ তোমাকেও পীড়ন ক'র্‌বে

সুবল গুরুদেব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমা দ্বারা কোনো অনিষ্ট হবে না

পূর্ণাচার্য্য তুমি সেবক

সুবল আমি সেবক ?

পূর্ণাচার্য্য। হরি নামের মহিমা অবগত আছ ?

সুবল হঁ গুরুদেব

পূর্ণাচার্য্য বল একবার শুনি।

সুবল (গান)

হরিনাম অবহেলি বল,
সে নাম নিদানের সম্বল ;

নামের মাঝে আছে মানব জীবন
হয় যে রে সফল
যে জন ভক্তিভরে সে নাম করে,
তার না কি রয় মরণে ভয়।
(হরি নামের গুণেতে ভাই)
(হরি বল, হরি বল মন)

পূর্ণাচার্য্য এ নামের অপমান ক'রবে না

সুবল। যত দিন এ দেহে প্রাণ আছে, নামের সম্মান রক্ষা ক'রব

পূর্ণাচার্য্য। (সুবলের মস্তকে হস্তস্থাপন) তবে যাও বৎস! কুরেশকে সংবাদ দিয়ে এস, কাল রাত্রি দশটার সময় সেবকেরা রঙ্গনাথের মন্দিরে একত্রিত হবে। সাবধান, যেন অন্য কেউ সন্ধান না পায়।

সুবল। (প্রণামান্তে) গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান

পূর্ণাচার্য্য। ভক্তবৎসল! তোমার ভক্তকে রক্ষা কোরো।

রামানুজ। ভক্ত বটে, কিন্তু নিতান্ত বালক। একে আর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পূর্ণাচার্য্য। অন্য কাউকে এ কার্য্যের ভার দিতে হবে, আজকের দিনটা থাক।

(বেগে পূর্ণার প্রবেশ।)

রামানুজ একি, পূর্ণা যে!

পূর্ণাচার্য্য অসময়ে তুমি এখানে কেন মা?

পূর্ণা শীঘ্র দ্বার বন্ধ করুন, আমাকে একজন কে অনুসরণ করেছে

রামানুজ অনুসরণ করেছে? কে?

পূর্ণা। কে জানিনে, একটা বিশেষ সংবাদ নিয়ে আসছিলাম, একজন লোক কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গাছের আড়ালে ব'সেছিল, আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, আমি ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম, মনে হোলো যেন সেও ছুটছে?

রামানুজ তোমাকে মঠে প্রবেশ ক'র্‌তে দেখেছে?

পূর্ণা জানিনে, আমি ভয়েতে অভিভূত হ'য়ে পিছন ফিরে দেখ্‌তে সাহস পাইনি

রামানুজ একি শোচনীয় অবস্থা পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, প্রভেদ কিছু নেই; বিদ্রোহের দোহাই দিয়ে অত্যাচার ক'র্‌ছে; কিন্তু বিদ্রোহী কে তা অনুসন্ধান কর্‌বার কেউ নেই দলে দলে নরনারীদের কারাগারে আবদ্ধ ক'র্‌ছে—কারু পরিণাম অগ্নিকুণ্ড, কারু জীবন্ত সমাধি

পূর্ণা। সকলি কল্যাণময়ের লীলা এই ভীষণ অত্যাচারে

তাঁর আসন যখন টল্‌বে, তখন সত্যকে কেউ আর উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। দুর্জ্জয় বিনাশের যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব মিথ্যা নয়; এই এক যুগ।

রামানুজ। ধন্য তাঁর মহিমা! সেবকের হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌ছে, হরিনাম যে নিধনের সম্বল, মৃত্যু যাতনার মধ্যেও মন প্রাণ খুলে সেই নাম ক'রে তার প্রমাণ দিচ্ছে, হরি! ধন্য হরি ভক্তবৎসল!

পূর্ণাচার্য্য। ধন্য হরি, ধন্য তাঁর নামের মহিমা! সময় এলে আমরাও যেন সেই নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিনা ক্লেশে প্রাণ দিতে পারি, লোকমুখে যুগে যুগে হরিনাম অক্ষয় অমর হোক্।

রামানুজ। এ সকল অত্যাচার আমারই জন্য ভেবে মাঝে মাঝে মন কাতর হয়; আমি প্রাণ দিলে অনেক নির্দ্দোষীর প্রাণ রক্ষা হয়।

পূর্ণাচার্য্য। তোমার বেঁচে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা না ক'রেই কি তোমাকে আপনার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রেছি? অনেক কাজ বাকী, তোমার দ্বারা সে সকল কাজ সম্পন্ন হবে।

(দ্বারে করাঘাত)

পূর্ণা। কেও? (সভয়ে পূর্ণাচার্য্যের পশ্চাতে গমন)

পূর্ণাচার্য। কে তুমি ?

নেপথ্যে দ্বার খুলে একবার দেখ্‌লে ভাল হয়

রামানুজ বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ব'লে মনে হয়

পূর্ণাচার্য্য তুমি কি চাও ?

নেপথ্যে। স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

পূর্ণাচার্য্য। তুমি তার পরিচিত ?

নেপথ্যে দ্বার খুলে প্রমাণ নিন্‌ পরিচিত কিন , নির্ভয়ে দ্বার খুল্‌তে পারেন, বন্ধু আমি

রামানুজ কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হচ্ছে ?

পূর্ণ। মনে হয় যেন পরিচিত—যেন—

পূর্ণাচার্য্য। দ্বার খোলা যাক্‌। (পূর্ণার প্রতি) মা। তুমি অন্তরালে যাও

(পূর্ণার অন্তরালে গমন—পূর্ণাচার্য্যের দ্বার উন্মোচন—সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

কে তুমি ?

আগন্তুক। আমি আগে জানতে চাই উনি কে ?

পূর্ণাচার্য। বলুন

আগন্তুক। আমার বক্তব্য যা কিছু আছে অসঙ্কোচে ব'ল্তে পারি?

পূর্ণাচার্য। এত সঙ্কোচ কেন?

আগন্তুক। ব'ল্তে পারি কিনা? বৃথা সময় অতিবাহিত ক'র্তে আমি প্রস্তুত নই।

পূর্ণাচার্য। যা বল্বার আছে অসঙ্কোচে ব'ল্তে পার, কিন্তু তুমি কে?

আগন্তুক। আমি শম্ভুদাস, রাজধানীতে বাস করি।

পূর্ণাচার্য। তোমাকে পথশ্রমে কাতর দেখ্ছি, একটু বিশ্রাম কর।

আগন্তুক। (উপবেশনানন্তর) আপনার উপর আজ পথে অত্যা-চার হ'য়েছিল কেন তার কারণ কিছু জানেন?

পূর্ণাচার্য। তুমি কি ক'রে জান্লে? তোমার তাতে স্বার্থই বা কি?

আগন্তুক। আমার স্বার্থ কিছু নেই।

পূর্ণাচার্য। তবে এ প্রশ্ন কেন?

আগন্তুক। আপনাদের উপকারের জন্য।

পূর্ণাচার্য। তোমা দ্বারা আমাদের কি উপকার সম্ভব?

আগন্তুক। সম্ভব ব'লেই এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে এতদূর এসেছি, যারা এই সাম্রাজ্যে সম্প্রতি উচ্চপদ অধিকার ক'রে আছে, যারা প্রভূত শক্তিশালী, যাদের কথার উপর প্রজা-

দের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে, এমন লোকের উপর আমার কিঞ্চিৎ আধিপত্য আছে ; আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ?

পূর্ণাচার্য্য একটু হচ্ছি বইকি

আগন্তুক তবে আরও শুনুন এই উচ্ছৃঙ্খল সাম্রাজ্যে নানা অবিচার ও অত্যাচারের মধ্যেও এমন লোক আছে, যে অসহায় পীড়িত যারা তাদের প্রাণপণে রক্ষা ক'রতে উৎসুক।

পূর্ণাচার্য্য। ত হবে।

আগন্তুক। তবে অনেক সময় তাকে অনিচ্ছা সত্বেও রাজার আদেশ পালন ক'রতে হয়

পূর্ণাচার্য্য সে কে ?

আগন্তুক আছে, আছে, আপাততঃ সে জানতে চায়, বৈষ্ণব ধর্মে এমন কি আছে যার প্রচারে রাজাকে পশুবৎ ক'রে তুলেছে, এবং যার জন্য শত শত নর নারী অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে।

পূর্ণাচার্য্য। আমি যতদূর জানি, তাতে ভয়ের অথবা ঘৃণার কিছু নাই। তাতে [illegible] প্রাণকে সরস করে, কঠিন প্রাণে ভক্তির সঞ্চার করে, প্রেমের ভিতর দিয়ে পার্থক্য ঘুচিয়ে সকলকে এক ক'রে দেয়।

শক্তি

আগন্তুক। এত রসময় কোন্ দেবতা?

পূর্ণাচার্য্য। তিনিই নিখিল জগতের প্রাণরূপী দেবতা, যিনি সর্ব্ব চরাচরে এক হ'য়ে আছেন। যাঁর রূপ অখণ্ড মণ্ডলাকারে সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত, স্পর্শ যাঁর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি, রস যাঁর জীব মাত্রেরই প্রাণে অনন্তকাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, যাঁর প্রেম বিশ্বভুবনকে নিয়ত বুকে টানছে, সেই এক অনাদি আনন্দময়কেই আমরা প্রভু ব'লে জানি কি শাক্ত কি শৈব সকলের ভিতর একই পরমাত্মা রূপে বিরাজ ক'রছেন। সকল ধর্ম্মের আদি তিনি, সকল ধর্ম্মের অন্ত তাঁতেই, কর্ম্মের সূত্র তিনি, কর্ম্মের লয় তাঁতেই, বাসনার ক্ষেত্র তিনি, বাসনার লয় তাঁরি মধ্যে; যাঁকে অতিক্রম ক'রে কিছু নেই, সব ধারণ করেন যিনি, তিনিই হরি দয়াময়

আগন্তুক। তবে পার্থক্য কোথায়?

পূর্ণাচার্য্য। আমি জানি পার্থক্য নেই। তাঁকে ত্যাগ ক'রে, তাঁকে অতিক্রম ক'রে যেখানে আপনাকে দেখি, আপনার শক্তির গর্ব্ব করি, সেখানেই পার্থক্য। তাই তোমাদের রাজা যিনি, তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দেবতাকে উপেক্ষা ক'রে আপনার শক্তির গর্ব্বে, অসহায় দীন দুর্ব্বল যারা, তাদের উপর অত্যাচার ক'রছেন।

কিন্তু সকল সাম্রাজ্যের অধিপতি যিনি তাঁর বিচারের দিন যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের রাজাতে আর আমাতে কোনো প্রভেদ থাক্‌বে কি?

আগন্তুক   সাবধান। সাবধান বৃদ্ধ   একথা আর কেউ শুন্‌লে শুধু আপনার নয়, আশে পাশে আপনার সঙ্গী যে যেখানে আছে সকলেরই সর্ব্বনাশ হবে।

পূর্ণাচার্য্য   সর্ব্বনাশ হয় হোক্; হরিনামের কৃপায় বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করি   কিন্তু পথিক, তোমার বক্তব্য কি?

আগন্তুক   আমি আপনাদের সাবধান ক'র্‌তে এসেছি   আপনাদের মধ্যে রামানুজ নাম যার, তার সমূহ বিপদ, রাজার আদেশ জীবিত কি মৃত যে তাকে ধ'রে দেবে সে পুরস্কার পাবে

পূর্ণাচার্য্য   আমরা সে সংবাদ অবগত আছি

আগন্তুক।   শুধু তাও নয়, আপনার শিষ্যার উপর কতিপয় মানবরূপী পশুর দৃষ্টি আছে, তাকে হস্তগত ক'রবার জন্ম আপনাদের বারংবার উৎপীড়ন ক'র্‌বে। আমি বলি তাকে সরিয়ে দিন্। আপনি বৃদ্ধ, আপনার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে, আপনার মৃত্যুতে হানি নেই, কিন্তু সে রমণী জীবনের সার্থকতা লাভ করেনি, তাকে বাঁচতে দিন

পূর্ণাচার্য্য জীবনের সার্থকতা ? তার অর্থ জান কি ?

(পূর্ণার প্রতি) এদিকে এসো মা!

(পূর্ণার প্রবেশ ও সঙ্কুচিতভাবে পূর্ণাচার্য্যের পশ্চাতে দণ্ডায়মান)।

শোনো মা, এই বৃদ্ধ ব'লছে তোমার আমাকে ত্যাগ ক'রতে হবে

পূর্ণা কেন গুরুদেব ?

পূর্ণাচার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, আমার সঙ্গে থাকলে তোমার জীবনের আশঙ্কা থেকে যাবে মা!

পূর্ণা না গুরুদেব, মৃত্যুতে আমার ভয় কি ?

পূর্ণাচার্য্য। এ ব'লছে তোমার বাসনা সব অপূর্ণ আছে, সুখ সম্ভোগের সময় আছে, বেঁচে থাকলে জীবনের সার্থকতা লাভ ক'রবে।

পূর্ণা। গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন, যে সেবা ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, তাতেই যেন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করি। (মৃদুস্বরে) এই লোকই আমার অনুসরণ করেছিল, এ—

পূর্ণাচার্য্য। তুমি এ রমণীর অনুসরণ করেছিলে কেন শঙ্খদাস ?

আগন্তুক। মঠের সন্ধানে

পুণা। (সচকিতে) শম্ভুদাস — না, না, এযে সেনাপতি শঙ্কররাও

রামানুজ। সেনাপতি শঙ্কররাও ?

পুণাচার্য্য। এই সেনাপতি—

পুণা। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সেনাপতি শঙ্কররাও কখনো মিথ্যা ব'ল্বেন না

আগন্তুক। সেনাপতি শঙ্কররাও কখনো মিথ্যা বলবে না, (ছদ্মবেশত্যাগ) ঠিক বলেছ, কল্যাণি ওই চক্ষু দুটি যেমন সুন্দর তেমনি তীব্র।

রামানুজ। আমি শুনেছিলাম, অসহায়, দুর্ব্বল যারা তাদের পীড়ন করবার জন্য অর্থ দ্বারা বশ ক'রে, রাজা কতগুলি পশু নিযুক্ত করেছেন। তারাই যে রাজার সুযোগ্য কর্ম্মচারী তা জানতাম না

সেনাপতি। তোমার বচন অতি তীব্র, তাও আজ উপেক্ষা ক'রতে প্রস্তুত আছি অনেক কর্ম্মচারী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজার দোহাই দিয়ে অনেক অত্যাচার করে, কিন্তু শঙ্কররাও সে দলের নয়। আমার উপর রাজার আদেশ আছে বিদ্রোহ দমন ক'র্ত্তে হবে, বিদ্রোহীদের বন্দী ক'রে কঠিন শাস্তি বিধান ক'র্ত্তে হবে, স্ত্রীলোক, পুরুষে প্রভেদ করবার অধিকারও আমার

নেক দেবি। তোমার জন্য অনেক করবার ইচ্ছা, কিন্তু যতদিন রাজার বেতনভোগী কর্মচারী আছি ততদিন রাজাদেশ পালন ক'রতে বাধ্য। আমি যত-দিন বিদ্রোহ প্রমাণ না ক'রব, ততদিন এ মঠ নিরাপদ; তবু বন্ধুভাবে ব'লছি, সাবধান! বিশেষতঃ মন্ত্রী বীর-রাঘব এবং তার দলবলের দৃষ্টি থেকে সাবধান

(দ্বারে করাঘাত)

রামানুজ। আবার কে দ্বারে আঘাত করে?

নেপথ্যে। সেবক—শীঘ্র খুলুন—সংবাদ শুভ নয়!

(দ্বার উন্মোচন, কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ সর্বনাশ হ'য়েছে, সুবলকে ধ'রে নিয়ে গেছে

পূর্ণা সুবল! সুবলকে ধ'রেছে?

কুরেশ হ্যাঁ মা! সুবলকে ধ'রেছে। একে? এযে—

সেনাপতি। সেনাপতি শঙ্কর রাও

কুরেশ। এ মঠে সেনাপতির কি প্রয়োজন?

সেনাপতি তোমার কাছে সে কথার উত্তর দেবার কোনো আবশ্যক নেই! (পূর্ণার প্রতি) সুবল কে? যে বালক তোমার সঙ্গে ছিল?

পূর্ণা। সেই বটে, সে যে বালক, তাকে ধ'রেছে কোন্ অপরাধে?

সেনাপতি কখন ধ'রেছে ?

কুরেশ এইমাত্র নিয়ে গেল।

সেনাপতি কে ধ'রেছে ব'লতে পার ?

কুরেশ তোমার কাছে সে কথ—

সেনাপতি যা জান শীঘ্র ব'লে ফেল, এখন ইতস্ততঃ করবার সময় নয়, তোমার কথার উপর সে বালকের জীবন নির্ভর ক'রছে, বল কে ধ'রেছে

কুরেশ। মন্ত্রীর লোক

সেনাপতি কোথায় নিয়ে গেল ?

কুরেশ বোধ হয় নূতন কারাগারে।

সেনাপতি। আর ব'লতে হবে না,—সেখানে অশেষ রকমে পীড়ন করবার বন্দোবস্ত আছে। (পূর্ণার প্রতি) আমি চল্লাম, যদি পারি প্রাণ দিয়ে বালককে রক্ষা ক'রব। এ মঠের বিরুদ্ধে তার কিছু বলবার থাকে যদি, এ মঠ তোমাদের ত্যাগ করাই শ্রেয়—যত সত্বর সম্ভব, কারণ তারা যথাসাধ্য যাতন দিয়ে, তার কাছে থেকে কথা আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রবে বিদায়। বিদায় দেবি আমাকে বন্ধু ব'লে মনে রেখো।

[প্রস্থান

পুণ্য। গুরুদেব! গুরুদেব! আমার বুকের মধ্যে যে কেমন ক'রছে তাকে রক্ষা করবার কি কোনো উপায় নেই?

পুণ্যাচার্য। উপায় দীনবন্ধু আমাদের সম্বল শুধু সেই নাম। একবার গাওতো মা!

(সমস্বরে গান)

হরি! হরি! বলরে মন, বল তাঁর দয়াময়!
হরিনাম সুখে দুঃখে বিপদকালে
অনন্ত মহিমাময়!
এ ভবে সকলি অসার, শুধু হরি নামটী সার,
হরিনাম স্মরিলে হয়রে জীবের, আনন্দ অপার
সে যে ভক্তজন প্রাণ হরি,
হেরি দয়াল হরি জগন্ময় ॥
(দয়ার সীমা নাইরে ভাই) (হরি বল হরি বল মন) ॥
হরি নাম অবহেলি বল, সে নাম নিরাপদের সম্বল,
নামের ধ্যানে জ্ঞানে মানব জীবন হয়রে সফল।
যে জন ভক্তিভরে সে নাম করে,
তার নাহি রয় মরণে ভয়।
(হরি নামের গুণেরে ভাই) (হরি বল হরি বল মন) ॥

পূর্ণাচার্য্য চল মা! তোমার যে অনেক কাজ আছে, অতিথি সেবা এখনো হয়নি; এখন শক্তি পেয়েছ?

পূর্ণা পেয়েছি!

পূর্ণাচার্য্য আর ভয় নেই?

পূর্ণা। না গুরুদেব! আর ভয় নেই; যে ব্রত নিয়েছি প্রাণপণে পালন ক'রব

পূর্ণাচার্য্য যদি পথে মৃত্যুভয় থাকে?

পূর্ণা। ক্ষতি নেই।

পূর্ণাচার্য্য। তবে চল মা!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী কারাগারের অভ্যন্তর।

উপস্থিত মন্ত্রী, বঙ্ক, এবং কম্বু।

মন্ত্রী। (কম্বুর প্রতি) তুমি ধরেছ?

কম্বু। ধর্ম্মাবতার, আমিই ধরেছি

মন্ত্রী। বিদ্রোহী জানলে কি ক'রে?

কম্বু। সেই বৈরিগি স্ত্রীলোকটার সঙ্গে একে দেখেছিলাম

মন্ত্রী। ওঃ সেই ছোকরা! তাই বল—তারপর?

কম্বু। সেই থেকে তাকে তাকে ছিলাম কাল সন্ধ্যার পর দেখি—চুপি চুপি গাছের আড়ালে চ'লছে! আমার সন্দেহ হোলো, আমিও সঙ্গ ধ'রলাম। একখানা ছোটো খোড়ো ঘরের দরজায় টোকা মারতেই একটা [illegible] ষণ্ডা পুরুষ বেরিয়ে এল, তার সঙ্গে অনেক কথা হোলো। আমি শুধু এই টুকু শুনতে পেলাম, "কাল রাত্তির দশটায় সেবকেরা—" ভাল ক'রে শোনবার ইচ্ছায় আরও কাছে স'রে যেতেই টের পেয়ে চুপ ক'রে গেল, আমি অমনি খপ ক'রে গলা চেপে ধ'রলাম, ধাড়িটা পালিয়ে গেল

মন্ত্রী আচ্ছা যাও, ছোকরাকে এখানে নিয়ে এস

কঞ্চু যে আজ্ঞে

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। যাক্, এবার স্ত্রীলোকটাকে হাত ক'রবার স্থবিধে হবে। ছোক্‌রাকে আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে দিলেই সব ব'লে ফেলবে

বঙ্ক তোমার কপাল ভাল দাদ। কপাল ভাল; শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেছিলে তা নইলে চটাপট সব মেনে দিচ্ছ? আমি তোমাকে দেখেই স্থখী আচ্ছ দাদা। বৈরিগি হজম ক'রতে পারবে তে?

মন্ত্রী। সত্যি বৈরিগি কিনা কে জানে

বঙ্ক তবে বিদ্রোহী কিসের?

মন্ত্রী ব'লে দিলেই হোলো আজ পর্য্যন্ত যত লোক ধরা গেছে সবই কি বিদ্রোহী? তবে যত কারাগার বোঝাই হয়, রাজা ততই খুসী, আমাদেরও কাজ হাসিল। এবার আর রাজার খাতির নয়।

বঙ্ক। হুঁ, তাকি আর আমি জানিনে। কিন্তু দাদা। সেনাপতির নজর থেকে বাঁচাবে কদিন?

মন্ত্রী। রাখতে না পারি আগুনকে দেব, তবু সেনাপতির হাতে দিচ্ছি না।

বঙ্ক। উচিৎ শিক্ষা হবে, কি দেখাক, বাবা! রাজা বেটাকে হাতের মুঠোয় রেখে উনিই যেন রাজাধিরাজ।

মন্ত্রী। এত প্রতিপত্তি কেন জান না বুঝি? রাজাতো শ্রীরক্ষণার দাস, এদিকে শ্রীরক্ষণার খোস নজর পড়েছে সেনাপতির উপর, কাজেই সেনাপতি সবার ওপর

বঙ্ক ওর মাথা হেঁট ক'রতে ন পারলে আর চলেন। চোখ রাঙিয়ে হুকুম চালায় যখন—অসহ্য—একেবারে অসহ্য

মন্ত্রী এইবার অধঃপতনের পথ পরিষ্কার হ'য়ে আসছে। রাজার আদেশ যে রকম লঙ্ঘন ক'রছে, একবার গুছিয়ে লাগাতে পারলে সব প্রতিপত্তি উল্টে যাবে

(সুবলকে লইয়া প্রহরীগণে প্রবেশ)

(সুবলের প্রতি) তোর নাম কি?

সুবল। সুবল।

মন্ত্রী। তুই বোষ্টম দলে না?

সুবল। আমি সেবক।

মন্ত্রী। তোদের দলের আড্ডা কোথায় বল দেখি?

সুবল। প্রভুর দক্ষিণ মুখ যে দিকে

মন্ত্রী। তোর হেঁয়ালি ছাড়, বেয়াড়া ছোক্‌রা। কথায় সহজ উত্তর দে, তুই বোষ্টম কিনা ঠিক বল্।

সুবল। (নিরুত্তর)

মন্ত্রী আমার কথা শুনছিস ? বল তুই হরিনাম প্রচার করিস্ কি না।

সুবল। আমি প্রভুর সেবক এই মাত্র জানি

মন্ত্রী কার সেবক ? (প্রহার) বল্, বল্ তোর হরির পুজো করিস্ কিনা।

সুবল অস্বীকার ক'র্ব্ব কেন ? সত্যি আমি হরির দাস

মন্ত্রী *এতক্ষণে পথে এস* এই লোক শুনেছে তুই একজনাকে ব'লছিলি আজ রাত্রি দশটায় সময় কি একটা হবে তোদের আড্ডাটা কোথায় ?

সুবল আমি ব'ল্ব না।

মন্ত্রী তুমি ব'লবে না। তোমার ঘাড়ে ব'লবে, বল্ তোদের আড্ডায় কি হয় ?

সুবল তাও ব'ল্ব না।

মন্ত্রী তুই জানিস্ ?

সুবল জানি।

মন্ত্রী। তবে বল্ সে আড্ডা কোথায় ?

সুবল আমি ব'ল্ব না—কিছুতেই না।

বঙ্ক ও বাব ! এক রত্তি পিঁপড়ে তার কামড় কত, আর

একবার শান্ দাও না দাদা! তেড়িয়া মেজাজ সোজা হ'য়ে আসবে।

[প্রহার]

সুবল। ওঃ প্রভু দীননাথ!

মন্ত্রী। দেখি তোর দীননাথ কি ক'রে আজ তোকে রক্ষা করে; বল্, বল্ শিগ্‌গির, নইলে খুন ক'রে ফেলব, পাজি, নচ্ছার!

সুবল। তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি প্রাণ নিতে পার, কিন্তু মন আমার।

বঙ্ক। বটে! লম্বা চওড়া কথা যে। দাদা! চু ফাঁক ক'রে মনটা একবার দেখা যাক্, কি বল?

মন্ত্রী। কেন প্রাণটা দিবি, ব'লে ফেল, তোর কোনো ভয় নেই।

সুবল। প্রাণ তো তুচ্ছ জিনিস, তার জন্য ভয় করিনে।

মন্ত্রী। এদের সহ্য ক'র্‌বার ক্ষমতা দেখলে মাঝে মাঝে অবাক্ হ'তে হয়।

বঙ্ক। একবার আগুন ঠেসে ধর দেখি, সহ্যগুণ বেরিয়ে যাবে; আনব?

মন্ত্রী। দাঁড়াও, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। ওরে! ভাল কথায় বুঝিয়ে ব'লছি শোন্, তোদের দলের কে

কোথায় থাকে, তার আড্ডাটা কোথায় ব'লে দে ; কোনো গোলমাল হবে না, তোকে ক্ষমা করা যাবে— বুঝলি ?

সুবল আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বে তুমি, কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ক'র্‌তে ব'লছ, তার পাপ ক্ষয় হবে কিসে ?

বঙ্ক তবে ব'ল্‌বিনে ?

সুবল। না, একশবার না।

মন্ত্রী বঙ্ক ! নিয়ে এস, একবার দগ্ধে দেখ ফল হয় কি না

(বঙ্কের প্রস্থান)

(প্রহরীগণ সুবলকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত) আঃ একবার সেনাপতিকে এই রকম ক'রে বেঁধে দগ্ধাতে পারি, তবেই মনের ক্ষোভ মিটে যায়

(বঙ্কলালের অগ্নিকুণ্ড লইয়া প্রবেশ)

বঙ্ক। দেখ্‌ছিস্‌ ? এক এক খানা চাকা আগুন গায়ে ঠেসে ধ'র্‌ব, জ্বলুনির চোটে যখন প্রাণ যাই যাই ক'রবে, তখন বাপ বাপ্‌ ক'য়ে সব ব'ল্‌তে হবে

মন্ত্রী এখনো সময় আছে, কেন জ্বলে মর্‌বি ?

সুবল। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর, আমি ব'ল্‌তে পারব না।

বঙ্ক। পারবে না ? আচ্ছা।

(পদদ্বয়ে অগ্নি স্থাপন)

সুবল। ওঃ—ওঃ—প্রভু ! শক্তি দাও।

বঙ্ক। শক্তিতে কুলোবে না বাবা !

মন্ত্রী। এইবার ব'লে ফেল।

সুবল। না, না।

(পাঁজে অগ্নি স্থাপন)

বঙ্ক। এইবার দেখা যাক্

সুবল। এযে অসহ্য—অসহ্য—দীননাথ, দয়া কর—দয়া কর—ওঃ—

মন্ত্রী। বল্ তবে আড্ডা কোথায় ?

সুবল। পারব না—ব'ল্‌তে পারব না। হরি ! অবলের বল তুমি নিদানের সম্বল।

বঙ্ক। ওতে হচ্ছেনা দাদা ! একবার আসুরিক চিকিৎসা করা যাক্।

(সুবলের হস্ত অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন)

মন্ত্রী কি কর, দেখছো না—অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। জল—চোখে মুখে জল দাও দেখি, হাঁ। এইবার জ্ঞান হচ্ছে।

সুবল। রক্ষা কর, রক্ষা কর, বড় যাতনা—অসহ্য।

মন্ত্রী। বল্ তবে আড্ডা কোথায় ?

সুবল ব'ল্‌ব ? না, না, বলা হবে না। উঃ, প্রাণ যায় যে !

বঙ্ক। ওষুধ ধরেছে, এইবার মুখ ফুটবে

মন্ত্রী শিগ্‌গির বল্‌, এখনো সময় আছে

সুবল গুরুদেব! ক্ষম কর—ক্ষমা—বড় যাতনা।

মন্ত্রী বল্‌ আড্ডা কোথায়?

সুবল কাবেরীর পরপারে—রঙ্গনাথের মন্দিরে

মন্ত্রী রাত্রি দশটায় কি হবে?

সুবল। সেবকেরা মিলিত হবে

মন্ত্রী। কেন? তারা কি করে?

সুবল নাম কীর্ত্তন

মন্ত্রী যে স্ত্রীলোকটাকে তোর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল, তাকে সেখানে পাওয়া যাবে?

সুবল জানিনে

মন্ত্রী সে কোথায় থাকে, কার আশ্রয়ে?

সুবল তা ব'লতে পারব না—পারব না—আমায় ছেড়ে দাও

মন্ত্রী। পারবিনে? দেখি পারিস্‌ কিন

সুবল আমাকে মেরে ফেল—ওগো দয়া ক'রে মেরে ফেল!

বঙ্ক মেরে ফেলে কি হবে বাবা, মরা তো কথা কয় না? তোর কাছে থেকে যে অনেক খবর আদায় ক'রতে হবে।

মন্ত্রী এখন বল্‌ দেখি সে স্ত্রীলোক কোথায় থাকে, তাহ'লে এখুনি ছেড়ে দেব।

সুবল। আমি ব'লব না। যা বলেছি অনেক—তার চেয়ে বেশী আর কিছু ব'লতে পারব না।

মন্ত্রী বটে! তবে একবার আগুনের ফুণ্ডটি বুকে তুলে দাও, দেখি বলে কিনা।

(দলবলসহ সেনাপতির প্রবেশ)।

সেনাপতি। এই শিশুর জন্য অগ্নিকুণ্ড? পশু! পশুর অধম তোমরা! প্রহরীগণ, বালকের বন্ধন মোচন কর, সেনাপতির আদেশ।

মন্ত্রী। আমার আদেশে এ বালককে বন্ধন করেছে।

সেনাপতি। তবে আমার আদেশে বন্ধন মোচন ক'রবে। মন্ত্রী-বর, সৈন্যমাত্র আমার অধীন, বিস্মৃত হবেন না।

মন্ত্রী তবে আমার আদেশের কোনো মূল্য নাই?

সেনাপতি। এ স্থলে নাই রাজদরবারে তুমি রাজার অধীন, কিন্তু তার বাইরে সর্বত্র তুমি আমার অধীন, বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে তুমি আমার আদেশ পালন ক'রতে বাধ্য, নচেৎ তোমাকে রসাতলে পাঠাতে পারি আমি।

(প্রহরীগণ সুবলের বন্ধন মোচন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান)

মন্ত্রী। রাজার আদেশ সেনাপতি এইরূপে পালন করেন? ভাল, রাজাদেশের এত অপমান?

সেনপেতি। আমার উপর রাজার য কিছু আদেশ আছে, তার জন্য আমি দায়ী রাজার কাছে, তোমার কাছে নয়

বঙ্ক। সেনাপতি মশায়। বিদ্রোহী বৈরিগিদের পক্ষ সমর্থন করা কি বিদ্রোহ নয়? রাজা যখন শুনবেন, তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি বিদ্রোহী, তখন বড় খুসী হ'য়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন—কেমন?

সেনাপতি এঁকি স্পর্দ্ধা কথ ফেরাও—ফেরাও ব'ল্‌ছি, ক্ষমা চাও, নইলে তোমার জিহ্বা টেনে খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুরকে খাওয়াব, এই খানে, এই মুহূর্ত্তে, এত শক্তি আছে আমার চাও ক্ষমা

(গ্রীবা ধারণ)

মন্ত্রী মূর্খ, বর্ব্বর, অবিবেচনায় কথা ব'লে ফেলেছে, ওকে ক্ষমা করুন

সেনাপতি। চুপ, চুপ, আমি তোমার কথা শুনতে চাইনে। (বঙ্কর প্রতি) ক্ষমা চাও, নইলে তোমার মুক্তি নেই—কিছুতেই মুক্তি নেই, স্পর্দ্ধিত কুক্কুর!

মন্ত্রী। (মৃদুস্বরে বঙ্কর প্রতি) ব'লে ফেল, ও দিকে অনেক কাজ আছে। দেরী হ'লে হাত ছাড়া হ'য়ে যাবে যে

রঙ্গস্বামী সেনাপতি মশায়। ক্ষমা ক'রবেন—আমি———

সেনাপতি চলে যাও! ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো—তোমার স্থান

আমার অনেক নীচে, আরও মনে রেখো দক্ষিণা-
পথাধিপতির সেনাপতি তার পদমর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে
জানে

মন্ত্রী। চল বন্দ , আমাদের অন্য কাজ আছে। এখানে আর বিলম্ব
নয় সেনাপতি মহাশয় বিদায়

সেনাপতি (সুবলের অচেতন দেহ ক্রোড়ে করিয়া) মাণিক।
দেখ এখানে জল পাও কিনা।

মাণিক জল আছে ধর্ম্মাবতার

সেনাপতি। শীঘ্র দাও। আহা। শিশু-দেহ কি যাতনা ভোগ
করেছে, মোহ যেন বন্ধুরূপে এসে যাতনার লাঘব ক'রে
দিয়েছে ; এখন জাগাতে ভয় হচ্ছে

মাণিক। হাত, পা, সর্ব্বত্র দগ্ধ হ'য়েছে।

সেনাপতি হিংস্র পশুর দল।

(মুখে জল সিঞ্চন, সুবলকে অর্দ্ধ জ্ঞানপ্রাপ্ত
দেখিয়া তাহার প্রতি)

একটু জল খাও দেখি ?

সুবল যাতনা—ওঃ অসহ্য যাতনা

সেনাপতি জানি, যাতনা কমবার উপায় যথাসাধ্য ক'র্‌ব।

সুবল আমাকে দয়া ক'র্‌বেন না—ম'র্‌তে দিন—আমার মৃত্যু
ভাল—আমি যে সর্ব্বনাশ করেছি।

সেনাপতি। কি করেছ ?

স্থবল। মঠের সর্ব্বনাশ। ওগো! আমার শরীর সহ্য ক'র্তে পারেনি তাই জিহ্বা অসাড় হ'য়ে ব'লে ফেলেছে ; কিন্তু আমার মন—প্রভু জানেন—মন বিশ্বাসঘাতক হয়নি।

সেনাপতি। তুমি কি বলেছ বল দেখি ?

স্থবল। আপনাকে ব'ল্‌তেও যে সাহস হয় না—তবে যদি তাকে রক্ষা ক'র্তে পারেন—মাকে।

সেনাপতি মা ? মা কে ? পূর্ণা নয় তো ?

স্থবল। তাকেই—তাকে রক্ষা করুন।

সেনাপতি। তার কথা কি বলেছ ?

স্থবল মঠের সন্ধান ; মা আজ মঠে উপস্থিত থাক্‌বেন। ওঃ যাতনা—প্রভু, কি ক'র্‌লাম ? প্রায়শ্চিত্ত কিসে ?

সেনাপতি। মন্ত্রী জানে পূর্ণা আজ মঠে উপস্থিত থাক্‌বে ?

স্থবল সে কথা বলিনি, কিন্তু এরা আজই মঠ আক্রমণ ক'র্‌বে

সেনাপতি। তুমি জান পূর্ণা আজ মঠে উপস্থিত থাক্‌বে—ঠিক জান ?

স্থবল। জানি জানি—তাই যাতনা আরো বেশী। আমাকে ম'র্‌তে দিন্—সকলের মা, দেবী, করুণাময়ী, তাকে

রক্ষা করুন, আমাকে ফেলে যান—সময় নষ্ট ক'র্‌বেন না

সেনাপতি। মাণিক। সৈন্যগণ। ভাই সকল! তোমাদের সেনা-পতিকে কত ভালবাস এইবার তার প্রমাণ হ'বে।

সকলে। তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারি, পরীক্ষা করুন, কি আদেশ!

সেনাপতি তবে যাও সকলে মাণিক! সব সৈন্য নিয়ে যত শীঘ্র পার শ্রীরঙ্গমে—রঙ্গনাথের মঠে হাজির হও; আমি এ বালকের বন্দোবস্ত ক'রে আসছি। পশুর গ্রাস থেকে নিরপরাধীদের রক্ষা ক'র্‌তে হবে; বল জয় শিব শঙ্কর!

সকলে জয় শিব শঙ্কর জয় শিব শঙ্কর!

(সৈন্যগণের প্রস্থান।)

সেনাপতি। (সুবলকে ক্রোড়ে তুলিয়া) পূর্ণা! পূর্ণা! আমি আসছি, তোমার ভয় নেই—আমি তোমাকে রক্ষা ক'র্‌ব—প্রাণ পণ

(সুবলকে লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান শ্রীরঙ্গম্ রঙ্গনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ।

উপস্থিত—সমবেত সেবক স্ত্রী-পুরুষগণ।

গীত।

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে;
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে,
ধন্য হরি! ধন্য হরি!
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে,
ধন্য হরি! ধন্য হরি!
আত্মজনের কোলে বুকে,

ধন্য হরি। হাসিমুখে।
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।

নেপথ্যে হর হর হর ব্যোম ব্যোম।

পূর্ণা। ওকি! ও কিসের কোলাহল হরিদাস!

হরিদাস। ভয় নেই মা! বোধ হয় কোনো যুদ্ধ জয় ক'রে সৈন্যেরা রাজধানীতে ফিরছে।

পূর্ণা। আমার মনে হচ্ছে, সৈন্যরা আমাদের যমদূতরূপে আসছে।

(পূর্ণাচার্য্যে নিকট গমন)

গুরুদেব সৈন্যদের কোলাহল শুনছেন?

পূর্ণাচার্য্য। শুনছি, তার জন্য ভয় কি মা?

পূর্ণা। ভয় আমার জন্য নয়, আপনি বৃদ্ধ, অক্ষম, যদি সৈন্যদল এসে পড়ে তো আপনাকে রক্ষা ক'রব কি ক'রে?

পূর্ণাচার্য্য। তবে কি প্রাণভয়ে নাম কীর্ত্তন করা ছেড়ে পালাতে হবে? এই কি সেবকের ধর্ম্ম! বল মা?

পূর্ণা ক্ষমা করুন গুরুদেব! আমার ভুল হয়েছিল, কেন মনে হচ্ছে আজ কি একটা অঘটন ঘটবে।

পূর্ণাচার্য্য (সেবকগণের প্রতি) ভাই সকল! মা আমাদের ভাবী অমঙ্গল স্মরণ ক'রে ব্যাকুল হ'য়েছেন, হ'তে পারে

বিপদ্ ঘটবে, তাই অন্তর্য্যামীর কৃপায় মার অন্তর অনুভব ক'রছে ; মৃত্যু একদিন আসবেই—আজ না হয় কাল, হরিনাম কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে যদি প্রাণ যায় তে হানি কি ?

নেপথ্যে হর, হর, হর, জয় শঙ্কর

পূর্ণাচার্য্য ওই শোনে সৈন্যগণের কোলাহল, খুব সম্ভবতঃ এই দিকেই আসছে ; এখনে সময় আছে, কেউ যদি পালাতে চাও তে পালাতে পার

স্ত্রী, পুরুষগণ না, না,—পালাব কেন, আমাদের কোনো অপরাধ নেই, অন্তর্য্যামী হরি জানেন

পূর্ণাচার্য্য। তবে আর একবার সমস্বরে বল ধন্য হরি ! ধন্য হরি .

সমস্বরে গান :—

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি
স্বধা দিয়ে মাতান যখন,
ধন্য হরি, [illegible] হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন,
ধন্য হরি, ধন্য হরি

(বেগে কূরেশের প্রবেশ)

কূরেশ . গুরুদেব ! গুরুদেব ! সমূহ বিপদ উপস্থিত, যতিরাজ

কোথায় ? তাঁর জন্য আজ রাজসৈন্য উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে আসছে ।

পূর্ণাচার্য্য । (মন্দির দ্বারে আঘাত—রামানুজের বাহিরে আগমন) বৎস ! তোমার এখনি এ মঠ ত্যাগ ক'রতে হবে ।

রামানুজ । কেন গুরুদেব !

পূর্ণাচার্য্য । রাজ সৈন্য আসছে তোমাকে বন্দী ক'রতে ।

রামানুজ । শুধু আমি যাব ? আর সকলের কি হবে ?

পূর্ণাচার্য্য । রঙ্গনাথ জানেন

রামানুজ । তবে আমি যাই কেন ?

পূর্ণাচার্য্য । সেও রঙ্গনাথের আদেশ, আমি উপলক্ষ্য হ'য়ে তোমাকে জানাচ্ছি, প্রস্তুত হও

কুরেশ । যতিরাজ ! ও বস্ত্র ত্যাগ ক'রে শ্বেতবস্ত্র গ্রহণ করুন ।

পূর্ণাচার্য্য । তাই কর আর বিলম্ব নয় ।

রামানুজ । যে আদেশ গুরুদেব !

(প্রস্থান, বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তে পুনঃপ্রবেশ রঙ্গনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণামান্তে পূর্ণাচার্য্যের নিকট আগমন)

পূর্ণাচার্য্য । রঙ্গনাথ তোমার সহায় আছেন, তুমি সত্য ধর্ম্ম প্রচার ক'রবে আমার সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ দেখা, বৎস ! কাতর হোয়োনা—তোমার আর গুরুর দরকার নেই, আমারো কাজ শেষ হয়েছে ।

নেপথ্যে   হর, হর, হর জয় শঙ্কর

পূর্ণাচার্য্য   ওই শোনো কোলাহল, সৈন্যদল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হচ্ছে ; যাও বৎস ! আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে সর্ব্ব-বিঘ্ন হ'তে রক্ষা ক'রবে

[রামানুজের প্রস্থান

কুরেশ   মা জননি , তোমাকে কি ক'রে রক্ষা করি ?

পূর্ণাচার্য্য   মাকে রক্ষা ক'রবেন স্বয়ং শ্রীহরি   মার দ্বারা তাঁর কার্য্য সাধন হবে, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মা আমাদের, তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না

পূর্ণা   গুরুদেব   আপনার সম্বন্ধে কি আদেশ ?

পূর্ণাচার্য্য   এ দাস পালাতে জানে না মা ! রঙ্গনাথের ইচ্ছা পূর্ণ হোক

পূর্ণা   তবে তাই হোক। সকলে দাঁড়াও প্রাণভ'রে নাম কর, যদি মৃত্যু আসে, বুক্ পেতে তাঁরই ইচ্ছা ব'লে গ্রহণ কর, সেবকের জীবন সার্থক হোক্ ।

সকলে   জয় মা, জয় মা

গীত ।

সুধা দিয়ে মাতাল যখন,
ধন্য হরি, ধন্য হরি ।

ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন,

ধন্য হরি, ধন্য হরি

ধন্য হরি জলে স্থলে

ধন্য হরি ফুলে ফলে,

ধন্য হৃদয় পদ্ম দলে,

চরণ আলোয় ধন্য করি ;

বল ভাই ধন্য হরি ।

নেপথ্যে । জয়, হর, হর জয় শঙ্কর ।

(সৈন্যগণ সহ মন্ত্রী ও বঙ্কলালের প্রবেশ)

মন্ত্রী । মার, মার, সব নেড়ে, বোষ্টমকে, কাউকে ছাড়িস্ নে ।

(সেবকগণের নৃত্য ও গীত)

বাঁচান বাঁচি মারেন যদি

বল ভাই ধন্য হরি ।

বল ধন্য হরি, ধন্য হরি

বল ভাই ধন্য হরি ॥

(বহু সেবকের অস্ত্রাঘাতে পতন । পূর্ণাচার্যের অভিমুখে মন্ত্রীর গমন)

পূর্ণা । সাবধান ! সাবধান , এ অঙ্গে কেউ পদক্ষেপ কোরো না ।

(গুরুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া পূর্ণার দণ্ডায়মান)

বঙ্ক এটাকে শুদ্ধ সাবাড় ক'রে দেয় যাক্‌, কি বল দাদা।

মন্ত্রী ওর গায়ে কেউ হাত তুলতে পারবে না সুন্দরি। তোমার কোনো ভয় নেই।

(হস্তধারণ করিতে অগ্রসর, পূর্ণার পশ্চাদ্‌গমন ইত্যবসরে পূর্ণাচার্য্যের অস্ত্রাঘাতে ভূতলে পতন) (দলবল সহ সেনাপতির প্রবেশ এবং পূর্ণার অভিমুখে ধাবমান মন্ত্রীর গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পূর্ণাকে আচ্ছাদন করিয়া দণ্ডায়মান)

* মন্ত্রী। (উত্থান পূর্ব্বক) আহম্মকের ▬। সব দাঁড়িয়ে কেন? আমার আদেশ কিছু নয়?

সেনাপতি সব অস্ত্র ত্যাগ কর—সকলে—যে কেউ আমার আদেশ বিনা অস্ত্রধারণ ক'রবে তাকে জীবন্ত সমাধি দেব

মন্ত্রী এই সব বিদ্রোহীর তবে নিষ্কৃতি পাবে, এই বিচার?

সেনাপতি মন্ত্রণার যেখানে আবশ্যক সেখানে তোমার কাজ মন্ত্রীবর। বিদ্রোহ দমনের ভার আমার হাতে; যদি বিদ্রোহের প্রমাণ পাই তো তার ব্যবস্থা আমি ক'রব, যতদিন প্রমাণ না পাই ততদিন এদের সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য তাও আমি ক'রব, আর যদি বিদ্রোহের প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহ'লে—তাহ'লে অন্তর্যামী জানেন এ

অত্যাচারের জবাবদিহী তোমাকে দিতে হবে। বীর রাঘব রাও! এখন যেতে পার।

মন্ত্রী। বিদ্রোহ নয়? গভীর রাত্রিকালে এ অরণ্যের ভিতর এত লোক সমবেত হয়েছে কেন?

সেনাপতি। সে প্রশ্ন ক'রবার ভার আমার উপর, তুমি অনধিকার চর্চ্চা ক'রছ,—আমার আদেশ তোমাকে মানতে হবে, অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে, এই রাজার বিধান।

মন্ত্রী। রাজার বিধান! তাই তোমার এত জুলুম! শঙ্কর রাও! একদিন তোমাকে দেখে নেব।

[দলবল সহ প্রস্থান।

সেনাপতি। (পূর্ণার প্রতি) যতদিন অনুসন্ধান শেষ না হয় সেদিন তোমরা আমার বন্দী। আমি ভৃত্যমাত্র, মন না চাইলেও রাজার আদেশ পালন ক'রতে হবে, কঠিন কর্ত্তব্যে আপন প্রবৃত্তিকে ডুবিয়ে দিতে বাধ্য, তা নইলে শোভনে! শঙ্কররাও তোমার দাসানুদাস। তাকে দোষী কোরো না

(ভূপতিত পূর্ণাচার্য্যের নিকট পূর্ণার জানু পাতিয়া উপবেশন।)

পূর্ণাচার্য্য। শোনো মা! বিপদে হরিনাম সম্বল, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

পূর্ণা   আপনার আশীর্ব্বাদ আর হরিনামের মহিমা ব্যর্থ হবে না। (প্রণামান্তে উত্থানপূর্ব্বক সেনাপতির প্রতি) কোথা যেতে হবে ?

সেনাপতি   আমার সঙ্গে, আমার জীবন থাকতে কাহারও কোন ক্লেশ পেতে হবে না।

পূর্ণাসহ সেনাপতির প্রস্থান, তৎপশ্চাৎপ্রহরীগণ কর্ত্তৃক
[উত্থিত পূর্ণাচার্য্য সহ সেবকবৃন্দের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজধানী রাজপ্রাসাদ—শ্রীরঙ্গমার মহল।

উপস্থিত—সুসজ্জিত কক্ষে—মছলন্দোপরি উপবিষ্টা শ্রীরঙ্গমা।

শ্রীরঙ্গমা বাসবি! বাসবি!

বাসবির প্রবেশ।

বাসবি কি আদেশ মা!—

শ্রীরঙ্গমা। কি ক'র্‌ছিস্? কখন বলেছি কাজল নিয়ে আয়, আজ আমায় সাজ্‌তে হবে যে; তোর পা কি চ'ল্‌ছে না? কি হয়েছে বল্ দেখি

বাসবি। কিছু হয়নি মা। এই যে কাজল

শ্রীরঙ্গমা। আয়না কোথায়? কাজে মন নেই?

বাসবি (নিরুত্তর)

শ্রীরঙ্গমা চুপ, ক'রে রইলি যে ?

বাসবি। আদেশ আছে কথার উপর কথা বলা হবে না।

শ্রীরঙ্গমা আবার মুখে মুখে কথা ? কোথায় আয়না ?

বাসবি। আয়না আপনার হাতে, আমার মন ঠিকই আছে।

শ্রীরঙ্গমা তাই তো ! তবে কি আমারই মন ঠিক নেই ? তা হবে—তা হবে বাসবি কিছু মনে করিসনে—মন আমার ঠিক নেই বল, দেখি আজ কেমন দেখাচ্ছে ?

বাসবি সুন্দর। অতি সুন্দর. আজ রাজ্যেশ্বর পায়ে লুটিয়ে পড়বেন

শ্রীরঙ্গমা রাজ্যেশ্বর রাজ্যেশ্বর কেন ? আর কি লোক নেই যে আমার চোখের ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে ?

বাসবি। স্বয়ং দক্ষিণাপথাধিপতি যার পদানত তার কিসের অভাব ম —

শ্রীরঙ্গমা ছোঃ ! ছোঃ ! স্ত্রৈণ, কাপুরুষ, আমার হাড় জ্বালায়। না, ন, রাজা নয়, বাসবি পুরুষের মত পুরুষ কে আছে বল, দেখি ?

বাসবি তবে মন্ত্রী বীররাঘবকে বিসর্জ্জন দিলে কি সাধে ? সে যে তোমার পোষা কুকুরের মত ছিল।

শ্রীরঙ্গমা কুকুর নিয়ে কি হবে? মানুষ চাই বাসবি! মানুষ; মানুষ—যেমন সেনাপতি শঙ্কর রাও

বাসবি মানুষ বটে, এদের মত হাজার লোকের আগে কিন্তু—

শ্রীরঙ্গমা কিন্তু কি বাসবি

বাসবি সেই তোমার যোগ্য বটে; একবার চোখ তুলে চাইলে এরূপ অনলে পতঙ্গের মত পুড়ে ম'রতে হোতো, কিন্তু— সে কি চাইবে?

শ্রীরঙ্গমা। চাইবে, চাইবে, তার চাইতে হবে; পুরুষের মন টলাতে পারে না, এই রূপের গর্ব্ব ছিঃ ছিঃ, তবে বৃথা নারীজন্ম দে বাসবি। আজ আমায় ভাল করে সাজিয়ে দে, বেশ মিহী ক'রে কাজল টেনে দে দেখি, এমন ক'রে সাজাবি, যেন শঙ্কর রাও আর চোখ ফেরাতে না পারে।

(বাসবির আদেশ পালন)

কই আয়না দেখি বেশ হয়েছে, এইবার সেই নীল ওড়না খানা নিয়ে আয়

(বাসবির ওড়না আনয়ন)

দেখ্ দেখি বাসবি! সেই আজ পাষাণ গলাতে পারব কি না?

বাসবি। যে না গ'লবে তারি হতভাগ্য মা।

(নেপথ্যে পদ শব্দ)

শ্রীরঙ্গমা ও কে ? শঙ্কর নয়তো। বাসবি। বাসবি। নিয়ে যা, কাজল আলতা আয়না সব নিয়ে যা, শিগ্‌গির যা ব'ল্‌ছি

(সজ্জার উপকরণ সহ বাসবির প্রস্থান, অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শ্রীরঙ্গমার উপবেশন, বাসবির পুনঃ প্রবেশ)

এইবার আমার পায়ের কাছে বীণা নিয়ে ব'সে গান গা বাসবি। মন যেন আর ফিরতে না চায়

(চেঞ্চির প্রবেশ)

কে ? চেঞ্চি। কি সংবাদ ?

চেঞ্চি। সেনাপতি আপাততঃ দরবার গৃহে কাজে আবদ্ধ আছেন, রাণীজির আদেশ পালন ক'রতে অক্ষম

শ্রীরঙ্গমা। অক্ষম। আমার আদেশ পালন ক'রতে অক্ষম। যা চলে যা

[চেঞ্চির প্রস্থান

দে, বীণা রেখে দে বাসবি, গানের আর দরকার নেই, নে খুলেনে সাজ সজ্জা।

(সজ্জা ত্যাগ)

দরবারে কাজ ? অসম্ভব মন চাইলে কোথায় থাকে কাজ, কোথায় থাকে বাধ কিন্তু মিথ্যা ছল্ ক'রে আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রবে ? এত সাহস তার ? শঙ্কর। আমায় উপেক্ষ ক'রলে চ'লবে না—নিশ্চয় না বাসবি। একি সত্য কাজ, না ছলনা ?

বাসবি পুরুষের মন কেমন ক'রে জানব মা। তবে শুনতে পাই ছলনা ক'রবার কারণ আছে।

শ্রীরঙ্গমা। ছলনার কারণ ? কি কারণ থাকতে পারে ?

বাসবি। সেনাপতি মশায়ের এখন বাড়ীর দিকে টান হয়েছে

শ্রীরঙ্গমা বাড়ীতে তার কে আছে ? কিসের টান ?

বাসবি। তাঁর প্রেয়সী

শ্রীরঙ্গমা। মিথ্যা কথা। প্রেয়সী! শঙ্করের প্রেয়সী! কে সে ? অসম্ভব।

বাসবি। অভয় দেন তো বলি সে কে ?

শ্রীরঙ্গমা। বল্, শিগ্‌গির বল্ সে কে ?

বাসবি। এক বোষ্টম স্ত্রীলোককে সেনাপতি তাঁর বাড়ীতে রেখে-

ছেন শুনতে পাই, অপরূপ সুন্দরী, তাঁর রূপে সেনাপতি মুগ্ধ

শ্রীরঙ্গমা। এ সংবাদ তোকে কে দিলে? মন্ত্রী বীররাঘব? হা—হ—হা—হা—এতক্ষণে বুঝেছি, বাসবি। মিথ্যা অপবাদ

বাসবি না, মা, মিথ্যা নয়, জানকী বাই নিজের চোখে দেখেছে, সেনাপতি সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রছেন, আমি তারই কাছে শুনেছি, তার আশা ত্যাগ কর মা। কপট, প্রবঞ্চক, সে কি রাজ্যেশ্বরীর যোগ্য?

শ্রীরঙ্গমা। শুনে হাসি পায়, বাসবি। রাজ্যেশ্বরী শ্রীরঙ্গমা; কিন্তু রাজ্যেশ্বরীর সুখ কোথায়? শূন্য মন হাহাকার করে, কার জন্য বাসবি? সত্য বল্, জানকীর কাছে শুনেছিস্? সে সত্যি দেখেছে? যা তবে যা জানকীকে একবার ডেকে নিয়ে আয়, আমি একবার শুনব, সেনাপতি শঙ্কর রাও মুগ্ধ কার রূপে।

(বাসবির প্রস্থান।)

[উপবেশন] একি নিদারুণ বন্ধন! যে ধরা দেবে না তাকে ধ'রতেই হবে, নইলে মন কিছুতেই শান্ত হবে না। সমগ্র দক্ষিণাপথের অধীশ্বর যার হাতের

পুত্তলিকা, তার সুখ নাই, তারও অভাব—কেন ? দিবা নিশি ভাবি কেন ? দূর হোক্ চিত্ত বৃথা চিন্তা।
[বীণা গ্রহণ ও গান]

গীত।

প্রাণ যারে চায়, জীবনে,
শয়নে স্বপনে, প্রাণপণে বাঁধিবারে,
নিবিড় প্রণয়-বন্ধনে।
যাহার দরশ লাগি,
[আমি] দিবস রজনী জাগি ;
সাধ হয় রাখি তায়
নয়নে নয়নে॥
নিঠুর পুরুষ প্রাণ
[সে-যে] জানে না প্রেমের মান,
হেন অপমান সই।
সইলো কেমনে॥

(জানকীবাই সহ বাসবীর প্রবেশ)

এই যে জানকী, নূতন খবর কি বল্ দেখি।

জানকী সাম্রাজ্যের সংবাদ রাজ্যেশ্বরীর কি অবিদিত ?

শ্রীরঙ্গমা রাজদরবারে যতটা পৌঁছায় ততটা রাজ্যেশ্বরী অবগত ; তার বাইরে রাজ্য তোমাদের।

জানকী বিদ্রোহদমনের সংবাদ ?

শ্রীরঙ্গমা আমি জানি বিদ্রোহদমনের ভার সুযোগ্য সেনাপতি শঙ্কররাওর হাতে দেওয়া হয়েছে, সেনাপতি রাজকার্য্য অবহেলা করবার লোক নয়।

জানকী। আমরা দশজন জানি, যতদূর সেনাপতির স্বার্থ ততদূর কাজ চ'লছে, তাকে রাজকার্য্য বলা কঠিন।

শ্রীরঙ্গমা সে কি রকম স্বার্থ ?

জানকী ভয়ে ব'লব কি নির্ভয়ে ?

শ্রীরঙ্গমা যা জান নির্ভয়ে বল

জানকী। সেনাপতি মহাশয় বিদ্রোহ দমনের ছল ক'রে বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন ক'রছেন, তাদের যথাসাধ্য আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন না ; তাঁর স্বার্থ এক স্ত্রীলোক

শ্রীরঙ্গমা স্ত্রীলোক ! স্ত্রীলোকে সেনাপতির কি প্রয়োজন ? কে না জানে, সেনাপতি শঙ্কররাও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ?

জানকী রাণীজি আমরাও তাই জানতাম, সে ভুল ভেঙ্গে গেছে সেনাপতি শঙ্কররাও অবশেষে একটি বোষ্টম স্ত্রীলোকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সমস্ত রাজধানীর লোক হাসছে

শ্রীরঙ্গম অসম্ভব; অসম্ভব। এ তোমাদের ষড়যন্ত্র

জানকী রাজ্যেশ্বরের দোহাই; মিথ্যা নয়; বন্দী করবার ছলে সেনাপতি নিজের বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকটাকে রাজার হালে রেখেছেন; মন্ত্রী মহাশয়েরও বোধ হয় তার উপর নজর ছিল, এখন দুজনায় খুব রগড় চলছে

শ্রীরঙ্গমা। তুমি এ সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছ কোত্থেকে?

জানকী। রাণীজি! রাজধানীতে কে না জানে, সেনাপতি সেই স্ত্রীলোকটীকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছেন; কোথায় বিদ্রোহ দমন, কোথায় রাজকার্য্য, সব ভেসে গেছে

শ্রীরঙ্গমা যদি সংবাদ সত্য হয়—তোমাকে স্মরণ ক'র্‌ব, কিন্তু মিথ্যা হ'লে—সাবধান! বড় দুঃসাহসের কাজ করেছ জানকী বাই, এখন যাও।

জানকী। রাণীজির জয় হোক। [প্রস্থান।

শ্রীরঙ্গমা এও কি সম্ভব, শঙ্কররাও মুগ্ধ স্ত্রীলোকের রূপে! তবে আশা আছে—আছে শঙ্করকে না পেলে নারী-জন্মই বৃথা হ'বে শঙ্কর! শঙ্কর! আমায় ধরা দিতে হ'বে, আজ রাজসভায় উপস্থিত থেকে সেই স্ত্রীলোককে সরাবার উপায় করি, তারপর দেখি তোমার আমার মাঝে কে দাঁড়ায়

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—শালগ্রাম।

বনপথ, ঘনমেঘাবৃত আকাশ, ক্বচিৎ বিদ্যুৎপাত
উপস্থিত—অগ্নিকুণ্ড সমীপে কতিপয় ব্যাধ।

প্রঃ ব্যাধ বাপরে আজ আকাশ ভেঙ্গে প'ড়বে দেখছি, চল্‌রে চল্‌ ঘরের দিকে যাওয়া যাক্।

দ্বি, ব্যাধ। শীতে হি হি কাঁপুনি ধরেছে দাদা! এ আগুন ছেড়ে যাব কোথায়?

তৃ, ব্যাধ ঝমাঝম বৃষ্টি নাবলে আগুন রাখবি কিসেরে। চল্‌রে চল্‌, আমরা যাই, এটা আগুন পোয়াক।

(কতিপয় শিষ্যসহ রামানুজের প্রবেশ।)

রামানুজ। হরিনারায়ণ!

প্রঃ শিষ্য প্রভু! আর অগ্রসর হওয়া যে অসম্ভব দেখছি।

রামানুজ। কিছু ভয় নাই বৎস! রঙ্গনাথের কৃপায় পথ অবশ্য পাব

দ্বি, শিষ্য   এদিকে লোকালয় আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না, সম্মুখে গভীর রজনী

রামানুজ   লোকালয় না থাকে বৃক্ষতলায় রাত্রি যাপন ক'রব, তাতে ভয় কি ?

তৃ, শিষ্য   ওকি   অদূরে অগ্নিশিখার মত কি দেখলাম ! প্রভু   অপেক্ষা করুন, আমি অগ্রসর হ'য়ে দেখি

প্রঃ ব্যাধ   ওবে কিসের আওয়াজ শুনছি যেন—অপদেবতা নয় তে   এ দুর্য্যোগে মানুষ আসবে কোথেকে ?

দ্বি, ব্যাধ   যা, যা, অপদেবতাই কি এ দুর্য্যোগে বেরোয় ?   কেউ পথ হারিয়ে বনে ঢুকেছে

তৃ, ব্যাধ   একবার এগিয়ে দেখা যাক না   (অগ্রসর) কে আপনারা ?   কোথেকে আসছেন ?   এই দুর্য্যোগে অন্ধকার রাত্রিতে কোথায় যাবার ইচ্ছ ?

প্রঃ শিষ্য   আমরা শ্রীরঙ্গমের অধিবাসী, কোনে বিশেষ কারণে এই দুর্গম বনপথে আসতে বাধ্য হয়েছি।

দ্বি, ব্যাধ   রঙ্গস্থলে গুরু রামানুজাচার্য্য কুশলে আছেন তো ?

রামানুজ।   তোমরা বনে বাস কর, রঙ্গস্থলের অথবা রামানুজের কি জান ?

প্রঃ ব্যাধ।   তাঁকে কে না জানে ?   তিনি মন্দিপুরে এসে হরিনাম শুনিয়ে, লক্ষ পাপীকে উদ্ধার করেছিলেন, আমরা

তাঁর শিষ্যদের কাছে থেকে হরিনাম ক'রতে শিখে জন্ম সার্থক করেছি ; আমাদের গুরু বলেছেন, যতিরাজ রামানুজই সকলের গুরু, তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা ক'রলেই মোক্ষ লাভ হবে

প্রঃ শিষ্য সেই মোক্ষদাতাই এই দেখ আজ তোমাদের অতিথি, দারুণ দুর্যোগে পথ হারিয়েছেন, এখন তোমরা আশ্রয় না দিলে উপায় নাই

ব্যাধগণ। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য ; আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে বিশ্রাম ক'রবেন, সামান্য খুদ কণা আছে তাতেই প্রভুর সেবা হবে, লতা পাতার শয্যা আছে, তাতেই শ্রান্তি দূর হবে

রামানুজ আপাততঃ তোমাদের অগ্নিকুণ্ডের কাছে ব'সে একটু শীত নিবারণ করি

প্রঃ ব্যাধ যেরূপ ইচ্ছা প্রভু ! নিকটে এক ব্রাহ্মণের ঘর আছে ; রাত্রি প্রভাতে তার ঘরে আহারের আয়োজন হবে ; অনুমতি হ'লে আমরা আজকার বিশ্রামের আয়োজন করি

রামানুজ। যাও—রঙ্গনাথ তোমাদের [illegible] করুন

[ব্যাধগণের প্রস্থান

প্রঃ শিষ্য মেঘ ক্রমে কেটে যাচ্ছে, আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

শিষ্য, শিষ্য কে জান্‌তো এ স্থানে এমন আশ্রয় পাওয়া যাবে

রামানুজ সবই রঙ্গনাথের লীলা আজ শ্রীরঙ্গমের সংবাদ পাওয়া গেল না, মন বড় চঞ্চল হয়েছে ; সকলকে ত্যাগ ক'রে আমায় নিয়ে এলে কেন, রঙ্গনাথ ! তুমিই জান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক

গীত।

তুমি হে প্রাণ আর তুমি
জ্ঞান-বিজ্ঞান,
আমি সম অজ্ঞান জনে
দাও পরম জ্ঞান
নাহি শরণ আর তোমার চরণ বিনা
জগৎ-তারণ তুমি, কর আমারে ত্রাণ॥
দিকে দিকে চাহি নাহি তব অন্ত,
তুমি দেবাদিদেব অনাদি অনন্ত।
শুন আবেদন, ওহে অনাথ-নাথ
অধম জানিয়া মোরে কর করুণা দান॥

(ব্যাধগণের প্রবেশ।)

প্রঃ ব্যাধ। বিশ্রামের আয়োজন হয়েছে প্রভু।

রামানুজ চল যাওয়া যাক্

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান রাজধানী—রাজপ্রাসাদ, সভাগৃহ ।

উপস্থিত মন্ত্রী ও বঙ্কলাল

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত । রাজাধিরাজ সভাগৃহে আগতপ্রায়, আপনারা অবগত হউন

মন্ত্রী বঙ্কলাল । আজ আমাদের পক্ষে বিশেষ দিন, আজ রাজাকে হাত ক'র্‌তে পার্‌লেই শঙ্করাওর প্রতাপ-সূর্য্য অস্তমিত হবে

বঙ্কলাল । হবে, হবে দাদা ! ব্যস্ত হোচ্ছো কেন ? এতটা এগিয়েছ যখন, তখন কিছু বাধবে না ; তুমি ক্ষণজন্মা পুরুষ তারপর রাণীকে হাত কর্‌বার কিছু করেছ ?

মন্ত্রী । তাকে কারু হাত ক'র্‌তে হবে ন । তার পরিচারিকাকে দিয়ে প্রথম বীজ বপন করিয়েছি, তার পর জানকী বাই তাতে জল্ সেচন করেছে , সে স্ত্রীলোক অপমান হজম করবার পাত্রী নয় ।

বঙ্কলাল ধন্য তোমার বুদ্ধি যা হোক, ঠিক যায়গায় ওষুধ ধরিয়েছ এখন কাজ আপনি চ'লবে।

(নেপথ্যে বন্দনা)

(সভাসদগণ সহ রাজার প্রবেশ—সকলের অভিবাদন)

রাজা। মন্ত্রীবর। রাজ্যের সংবাদ শুভ ?

মন্ত্রী রাজ্যেশ্বর যে ভাবে গ্রহণ করেন

রাজা রাজ্যেশ্বর ! সে কে ?

মন্ত্রী। কেন ? অতুল প্রতাপ ম্বিত রাজাধিরাজ মহারাজ রাজেন্দ্র চোলকেই আমরা রাজা ব'লে জানি

রাজা। তোমরা তাই জান আমি জানি এ রাজ্যের অধিপতি এক নয়, অনেক ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেছে।

মন্ত্রী। আমরা এক বই দুই জানিনে দক্ষিণাপথের প্রজা এক রাজ্যেশ্বরের উপরই নির্ভর করে।

রাজা তুমি নির্ভর কর কার উপর, মন্ত্রিবর ?

মন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের উপর নির্ভর করি, আজ তাঁরই কাছে বিচার প্রার্থনা করি

রাজা। কিসের বিচার ?

মন্ত্রী। সম্প্রতি সাম্রাজ্য বিপদাপন্ন, তারই প্রতিকার।

রাজা। সাম্রাজ্য বিপদাপন্ন ? কিসের, বিপদ ? কার দোষে বিপদাপন্ন ?

মন্ত্রী এ দাসের দোষে নয়।

রাজা অবশ্য নয় এত সৈন্য সামন্ত কি ক'র্ছে? তারা রাজ্যেশ্বরের আশ্রিত নয়?

মন্ত্রী রাজ্যেশ্বরের আশ্রিত, অনুগৃহীত, এবং রাজ-অনুগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্তেও জানে; কিন্তু তাদের সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম যদি বারম্বার ব্যর্থ হয়, যাদের প্রতিপত্তি অসীম, তার যদি রাজ্যেশ্বরের আদেশের উপর আদেশ চালায়, সামান্য সৈন্য সামন্তেরা কি ক'র্তে পারে? তারা অক্ষম

রাজা এত স্পর্দ্ধা কার যে রাজার আদেশের উপর আদেশ চালাতে সাহস করে?

মন্ত্রী ক্ষমা ক'র্বেন ধর্ম্মাবতার! তার নাম ক'র্তে সাহস পাই না

রাজা এ কি দুঃসাহস! রাজ্যের বিপদ জেনে শুনে তুমি সেই বিদ্রোহীর নাম প্রকাশ ক'র্বে না? আমার আদেশ, শীঘ্র বল কে সে স্পর্দ্ধিত দুরাত্মা?

মন্ত্রী। রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'র্বার সাহস আমার নেই বলেই ব'ল্‌ছি। সে আপনার সুদক্ষ সেনাপতি শঙ্কর-রাও

রাজা শঙ্কররাও? শঙ্কর বিদ্রোহী? অসম্ভব, অসম্ভব কথা।

সাবধান বীররাঘব। সাপের গর্ত্তে হাত দিও না, তাতে তোমার কল্যাণ হবে না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ সভায় উপস্থিত কে না জানে, যে বিদ্রোহ দমনের কোনো চেষ্টা হ'চ্ছে না ? আপনার আদেশ ছিল বৈষ্ণব দলের কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, সকলকে বন্দী ক'রে রাজ সভায় হাজির ক'র্‌তে হবে, আমরা সে আদেশানুসারে প্রথমতঃ এক বালককে ধ'রে তার কাছে থেকে বিদ্রোহীদের আড্ডার সন্ধান ক'র্‌তে চেষ্ট করি, সেনাপতি সেই বালককে আমাদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ছেড়ে দেন।

রাজা। আমার আদেশলিপি—

মন্ত্রী। যথাসময়ে সেনাপতির হাতে দেওয়া হয়েছে।

রাজা। তার পর এ বালককে তোমাদের হাত থেকে মুক্ত করেছে ?

মন্ত্রী। তার পরে শুধু তাই নয়, তাদের অড্ডার সন্ধান পেয়ে আমি সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হ'তেই সেনাপতি সব সৈন্যগণকে নিরস্ত্র হ'তে আদেশ করেন, এই তো বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা, সেনাপতি—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। অতুল প্রতাপান্বিতা রাণী শ্রীরত্নমা রাজ সভায় আগতপ্রায়

মন্ত্রী (স্বগত, বিরক্তিভরে) আঃ শ্রীরঙ্গম এ সময় কেন?

রাজা (স্বগত) শ্রীরঙ্গম? সহসা সভাগৃহে কেন? নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে, কি একটা জোট পাকিয়েছে, মন্ত্রীর ছলনায় ভুলে রমণীর মোহে মগ্ন হ'য়ে বুঝি বা আপনার সর্ব্বনাশ আপনি আনছি

(পরিচারিকাগণ সহ শ্রীরঙ্গমার প্রবেশ)

এস, এস প্রিয়ে! এখানে কেন? আদেশ হ'লেই তে দাস হাজির হোতো

শ্রীরঙ্গমা। অন্তঃপুর শুধু প্রেমের রাজ্য, রাজকার্য্যের স্থান নয়, তাই সভাগৃহে এসেছি

রাজা ভালই ক'রেছ ভাল—ভাল শুনছি বিদ্রোহ দমনের কিছুই হ'চ্ছে না

শ্রীরঙ্গমা কে বলে?

রাজা। মন্ত্রী বীররাঘব।

শ্রীরঙ্গমা মন্ত্রীর এ বিষয়ে বলবার কি অধিকার আছে? বিদ্রোহ দমনের কাজ সেনাপতির

রাজা মন্ত্রী ব'লছেন সেনাপতি নিজেই বিদ্রোহী।

শ্রীরঙ্গমা মিথ্যা কথা সেনাপতি শঙ্কররাও রাজ-অনুগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে, তুমি জান মহারাজ। যে তাকে বিদ্রোহী বলে—সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী

রাজ   জানি, জানি

মন্ত্রী   ধর্ম্মাবতার, ক্ষমা ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়, যে দোষ অর্পণ করা হ'চ্ছে সে দোষে দোষী বীররাঘব নয়।

শ্রীরঙ্গমা   এ সকল কথার পূর্ব্বে প্রমাণ করা আবশ্যক সেনাপতি বিদ্রোহী কোন্ অপরাধে ?

মন্ত্রী   প্রমাণ যথেষ্ট আছে, সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ এক বৈষ্ণব স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিয়েছেন

শ্রীরঙ্গমা।   মহারাজ আমার বিশ্বাস সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মন্ত্রীবরের কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে, তারই খাতিরে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'র্‌তে বাধ্য হয়েছেন।

রাজা।   তা হবে, তা হবে, নানা লোকের নানা স্বার্থ, কে তার সন্ধান করে ?

শ্রীরঙ্গমা   তবে এ কথা ঠিক, সেনাপতির প্রতিপত্তির গর্ব্ব কিছু বেশী হয়েছে, তাই মাঝে মাঝে তার যথার্থ শক্তির সীমা অতিক্রম ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না, সেই প্রতিপত্তি কিছু কমিয়ে দিতে হবে।

রাজা।   কিছু কমিয়ে দিতে হবে ? একেবারে দমন ক'র্‌লে অসুবিধে আছে ? তার শক্তি তোমার নীচে থাক্‌বে ? বুঝেছি, বুঝেছি রাণি! তাই হবে; কিন্তু বিদ্রোহ

দমনের কি হবে ? এত অপমান প্রকাশ্যে যাদের জন্য, তারা অনায়াসে বিচরণ ক'রবে—আমারই রাজ্যে ?

মন্ত্রী। সেনাপতির আশ্রয়ে তারা নিরাপদে আছে, তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই।

শ্রীরঙ্গম্। এ সব কথা শোনে কেন মহারাজ! আমি জানি সেনাপতির অপরাধ সে এক স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়েছে সম্ভবতঃ মন্ত্রী-বর তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

মন্ত্রী রাজন্! একবার অনুসন্ধান ক'র্‌তে আদেশ হোক্ সে স্ত্রীলোক বিদ্রোহী বৈষ্ণব দলের কি না

রাজা বিদ্রোহী দলের হ'লে, তাকে আশ্রয় দিয়ে সেনাপতিও বিদ্রোহী হয়েছে সন্দেহ নেই

মন্ত্রী জয় হোক্ ধর্ম্মানতার। সুবিচারের জয় হোক।

রাজা। কিন্তু—তাও কি সম্ভব ? শঙ্কর বিদ্রোহী ?

শ্রীরঙ্গম্। বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিবার ছলে অন্য ধর্ম্মকে আশ্রয় দিয়ে থাক্‌লে সে বিদ্রোহী সন্দেহ নাই, কিন্তু রূপের মোহে উন্মত্ত হ'য়ে সেই স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার অভিপ্রায়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে কি না, কে ব'লতে পারে ?

রাজা। ঠিক ব'লেছ ঠিক শঙ্করের কি মতলব কে জানে ?

শ্রীরঙ্গমা। তবে সেজন্যও তার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক, কারণ রাজকার্যে তার ত মনোযোগ দেখা যাচ্চে

রাজা। রমণীর প্রেমে উন্মত্ত সেনাপতি, তার জন্য শাস্তি ? সে উন্মত্ত কে নয় ? স্বয়ং রাজ্যেশ্বর কি রমণীর রূপে অন্ধ হ'য়ে তার মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত সে রমণীর চরণে দান করে নি ?

শ্রীরঙ্গমা ধন্য কৃতার্থ সে রমণী

রাজা শুধু ধন্য ? তার প্রতাপ অখণ্ড, সেই আজ সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, তার আদেশে কত বিপ্লব চক্ষের পলকে ঘটে যাচ্ছে

শ্রীরঙ্গমা সেই আজ সুবিচার প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেছে

রাজা। কি চাও প্রিয়ে. তোমাকে অদেয় কি আছে ?

শ্রীরঙ্গমা। যে রমণী সেনাপতির রাজকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, তাকে সরিয়ে দাও মহারাজ। বন্দী ক'রে নিয়ে এসে আপনি বিচার ক'রে দেখ সে সত্যি বিদ্রোহী কি না, বন্দী করবার ভার মন্ত্রীবর বীররাঘবের হাতে দাও, তা হ'লেই সেনাপতি বুঝবে ;তোমার অটল বিশ্বাস টলেছে ; সেনাপতিকে যে অসীম প্রতিপত্তি দান করেছ তার কিছু সংহরণ হ'লে তার মাথা নত হবে, সেই তার যথেষ্ট শাস্তি

রাজা। ত হ'লেই হবে? আচ্ছা! তবে তুমিই সে আদেশ দাও প্রিয়ে! তোমার প্রতাপই অটুট থাক। মন্ত্রীবর নীরব কেন? তুমি রাণী শ্রীরঙ্গমার দক্ষিণ হস্ত হবে—সন্তুষ্ট নও? শঙ্কররাও যত নীচে নাব্‌বে তোমার প্রতাপ তত বাড়্‌বে।

শ্রীরঙ্গমা। রাজকার্য্যের ভার দশ জনা ভাগ ক'রে না নিলে রাজার অবসর কোথায়? এইটুকু সাহায্য ক'র্‌তে না পার্‌লে আমায় সুখ দুঃখের ভাগী ক'রে নিয়েছিলে কেন মহারাজ?

রাজা। ঠিক ঠিক। কিন্তু এরই মধ্যে এতটা সাহায্য ক'র্‌বে আশা করিনি—তুমিও এতটা আশা করনি—কি বল মন্ত্রীবর। যাক্—তবে এই বার সভা ভঙ্গ করা যাক্। শঙ্কররাও! তুমি এই সঙ্গে রসাতলে যাও, আর প্রিয়ে! তোমার জয়ডঙ্কা এই বার বাজুক। বল জয়, রাণী শ্রীরঙ্গমার জয়

সকলে। জয়, রাণী শ্রীরঙ্গমার জয়।

১।১৭

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান শালগ্রাম-জনৈক ব্রাহ্মণের কুটীর প্রাঙ্গণ।

উপস্থিত—প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণপত্নী।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। একি! তুমি উঠোনে ব'সে আছ কেন বল দেখি?

ব্রাহ্মণী আমার খুসী

ব্রাহ্মণ (স্বগত) আজ ব্যাপার গুরুতর দেখ্‌ছি (প্রকাশ্যে) কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণী কি আবার হবে?

ব্রাহ্মণ। ঘর সংসারের কাজ নেই?

ব্রাহ্মণী তোমার ঘর আর ক'রব না.

ব্রাহ্মণ ও বাবা, এ যে ভয়ানক কথা, কেন! আমার অপরাধ?

ব্রাহ্মণী শুনে কি ক'রবে?

ব্রাহ্মণ। বলই না শুনি, আমায় ত্যাগ ক'রতে যে চাও—অপরাধটা কি?

ব্রাহ্মণী না—ব'লব না

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা নাই বল্লে, এখন ঘরে চল।

ব্রাহ্মণী নাঃ—ঘরে আর যাব না—কিছুতেই না

ব্রাহ্মণ যাবে না ?

ব্রাহ্মণী না, যাব না অতিথি এলে অনাহারে রাখ্‌তে হয় যদি তো ঘরই বা কি আর সংসারই বা কি, অমন ঘর সংসারের মুখে ঝাঁটার বাড়ি

ব্রাহ্মণ যাক্—তবু ভাল, ঘর সংসারের উপর দিয়ে গেল ; তা অতিথিরা অনাহারে থাক্‌বে কেন ? সেবার আয়োজন হয়নি, সে কথা ব'ল্‌তে হয় ; বল্লে "আমি আর তোমার ঘর ক'রব না ;" চল, চল, আমি এখুনি আয়োজন ক'রে দিচ্ছি

ব্রাহ্মণী। যাব কিগো তুমি কি আমার কথা শুন্‌বে ?

ব্রাহ্মণ। তোমার কথা শুন্‌ব না ? আমার ঘাড়ে একটা বই দুটো মাথা নেইতো—না শুনে যাব কোথা, তুমি হ'লে বেদ্ তুমি মন্ত্র, তন্ত্র, তুমিই সব

ব্রাহ্মণী যাও, যাও, [illegible] কথায় কাজ নেই, আমি যা ব'লব তা ক'রবে ?

ব্রাহ্মণ। আগে ঘরে চল্, তার পর যা ব'ল্‌বে তাই ক'রব

ব্রাহ্মণী। আগে তিন সত্যি কর তবে ঘরে যাব।

ব্রাহ্মণ আচ্ছা, তিন সত্যি ক'রছি, যা ব'লবে তাই ক'রব, ক'রব, ক'রব, হোলো---এখন চল

ব্রাহ্মণী শোনো—তোমার বৈষ্ণব মন্ত্র নিতে হবে

ব্রাহ্মণ শিব শম্ভু তাও কি হয়।

ব্রাহ্মণী হবে না! এই তোমার সত্যি রাখা, আচ্ছা, তবে আমি চল্লাম!

ব্রাহ্মণ ওগো শোনো, শোনো, কোথায় চল্লে?

ব্রাহ্মণী যে দিকে চোখ্ দুটো যায়

ব্রাহ্মণ দাঁড়াও, অত বড় একটা কথা ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লে, একটু ভ'বতে সময় দাও

ব্রাহ্মণী। এখন আর ভাব্‌বার সময় নেই, বল হাঁ কি না।

ব্রাহ্মণ এত তাড়া কেন বল দেখি?

ব্রাহ্মণী এতদিন একটা কথা তোমায় বলিনি আজ বলি শোনো, আমি অনেকদিন আগে এক মহাপুরুষের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্র নিয়েছি।

ব্রাহ্মণ। বল কি?

ব্রাহ্মণী অমন ক'রে আঁতকে উঠ্‌লে যে, আমায় ত্যাগ ক'রবে নাকি?

ব্রাহ্মণ। তোমায় ত্যাগ ক'রতে কি পারি, কিন্তু—

ব্রাহ্মণী। তবে মন্তর নাও।

ব্রাহ্মণ তোমার কাছে ? অবশেষে তোমায় গুরু ক'র্‌তে হবে।

ব্রাহ্মণী না গো, না, সকালে যে অতিথিরা এসেছেন তাঁরা বৈষ্ণব

ব্রাহ্মণ এই রে সব মাটি ক'রলে—সব মাটী

ব্রাহ্মণী কেন ? তারা কি মানুষ নয়, অমন কর তো তোমার ঘরে আর উঠ্‌ব না—এই চল্লাম

ব্রাহ্মণ। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, কি বিপদেই পড় গেল—কি ক'রতে হবে বল

ব্রাহ্মণী তুমি বৈষ্ণব মন্ত্র না নিলে, তাঁরা তোমার ঘরে জল গ্রহণ ক'রবেন না

ব্রাহ্মণ কেন ? তুমি তো মন্ত্র নিয়েছ তাতে হবে না ?

ব্রাহ্মণী পোড়া কপাল আমার! তোমার ঘর, তোমার সংসার, আমি মন্তর নিলে কি হবে ?

ব্রাহ্মণ ওগো, আমার যা, তোমারও তা, এতদিনেও সেটা বোঝোনি ?

ব্রাহ্মণী বেশ বুঝেছি গো বেশ বুঝেছি, অত সাত পাঁচ কথায় কাজ কি ? বল মন্তর নেবে কি না !

(শিষ্যগণ সহ রামানুজের প্রবেশ)

রামানুজ। তোমাদের আতিথ্য সৎকারে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, এখন তবে বিদায় হই।

ব্রাহ্মণ (স্বগত) কি অপরূপ মূর্ত্তি আঃ, দর্শন ক'রে মন যেন পবিত্র হোলো; (প্রকাশ্যে) আপনি কোন্ দেবতা—আমাদের ছলনা ক'রতে এসেছেন।

রামানুজ আমি সামান্য মানব, শ্রীরঙ্গম থেকে আসছি, মহীশূর অভিমুখে যাচ্ছি; পথে তোমার আশ্রয়ে বিশ্রাম ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছি, এখন প্রসন্ন মনে অনুমতি ক'রলে, নিজ পথে অগ্রসর হ'তে পারি

১ম শিষ্য। ইনি যতিরাজ রামানুজাচার্য্য।

ব্রাহ্মণী। কি বল্লে / ইনি যতিরাজ! আমার গুরুদেব! প্রভু! প্রভু! অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না—চিন্‌তে পারিনি

রামানুজ। তোমার কোনো অপরাধ নেই কারণ বিশেষে কষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড ত্যাগ ক'রে ছদ্মবেশ গ্রহণ ক'রতে হয়েছে, তাই চিনতে পারনি

ব্রাহ্মণ। আপনাকে দেখে আমার প্রাণে এক অদ্ভুত আনন্দের সঞ্চার হয়েছে; কৃপা ক'রে দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করেছেন যদি, আমাকে সেবক ক'রে নিয়ে সেবা গ্রহণ ক'রতে হবে।

রামানুজ ভক্তের অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব। সাধ্বি! তুমি নিজ হস্তে সেবার আয়োজন কর তোমার স্বামী

আজ হ'তে রঙ্গনাথের সেবক হ'লেন, এস রঙ্গদাস!
তোমাকে আজ বিধি মত মন্ত্রদান ক'রব

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

(জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য   যতিরাজ। বোধ হয় শ্রীরঙ্গমের সংবাদ নিয়ে কেউ আসছে, দূরে লোক দেখে আপনাকে সংবাদ দিতে এলাম; রাজ সৈন্য হ'তে পারে একটু সাবধান

রামানুজ   কিছু ভয় নেই, তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর, মঠের লোক হ'লে সত্বর নিয়ে এস   [শিষ্যের প্রস্থান।

— কাল রাত্রি থেকে মন চঞ্চল হ'য়েছে, নিশ্চয় কোনে বিপদ্ ঘটেছে, যাঁর কাজ তিনি উদ্ধার ক'রবেন আমার বৃথা চিন্তা।

(গোবিন্দ সহ শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

গোবিন্দ! তুমি! কি সংবাদ শীঘ্র বল, মঠের মঙ্গল?

গোবিন্দ   মঙ্গল কি অমঙ্গল, কি ব'লব জানিনা, বহু সেবককে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে, আপনাকে পাঠিয়ে দেবার পরই রাজসৈন্য মঠ আক্রমণ করে—সঙ্গে ছিল মন্ত্রী। সৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে অনেকে প্রাণত্যাগ করে, এমন সময় সেনাপতি মঠে উপস্থিত হন।

রামানুজ। তার পর ?

গোবিন্দ। সেনাপতির উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। তাঁর আদেশে সব সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করে, অত্যাচার বন্ধ হোলো, কিন্তু তিনিই অবশিষ্ট মঠবাসীদের বন্দী ক'রে নিয়ে যান

রামানুজ। ভাল, পূর্ণার সংবাদ কি ?

গোবিন্দ। মাও সেনাপতির হাতে বন্দী হয়েছেন সেনাপতির ব্যবহারে আমরা চমৎকৃত হয়েছি, কিন্তু রঙ্গনাথই জানেন সেনাপতির উদ্দেশ্য কি।

রামানুজ উদ্দেশ্য যাই হোক্ ফল ভাল হবে, আমার সন্দেহ নাই

গোবিন্দ। আমরা শুধু মা জননীর জন্য ভীত হচ্ছি, তাঁর পরিণাম কি হবে কে জানে ?

রামানুজ। কিছু ভয় নেই। আমি সেনাপতি শঙ্কররাওকে যতদূর জানি, তার দ্বারা পূর্ণার অনিষ্ট হবে না, যদি রঙ্গনাথের ইচ্ছা থাকে—পূর্ণাকে উপলক্ষ ক'রে—তিনি সেনাপতির মন হরণ ক'র্‌বেন, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গোবিন্দ আপনার বাক্য সফল হোক

রামানুজ। গুরুদেব আর কুরেশের সংবাদ ?

গোবিন্দ তাঁরাও বন্দী, বিচার শেষ হয় নাই। আমার হাতে গুরুপত্নী এবং কুরেশপত্নীর ভার গুরুদেব সমর্পণ ক'রে

গেছেন, তাই ছদ্মবেশে নানা উপায় তাঁদের রক্ষা ক'রছি

রামানুজ ভাল, তুমি যাও; রাজধানীর কাছাকাছি থেকে, সুযোগ বুঝে কাজ ক'রতে ভুলোনা; অনুসন্ধান ক'রে সেনাপতির মনের গতি কি জেনো; আবশ্যক হ'লে সাহায্য পেতে যেন বিলম্ব না হয়, তারপরে রঙ্গনাথের ইচ্ছা।

গোবিন্দ প্রাণপণে আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রব

রামানুজ আমি আর চার দিন এখানে থাকব আবশ্যক হ'লে আমাকে সংবাদ দেবে, তুমি নিজে রাজধানী ত্যাগ কোরো না, এখন যাও।

(গোবিন্দের প্রস্থান।

থেকে থেকে মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। শঙ্করদাও দ্বারাই কার্য্য সাধন হবে। পূর্ণার মন অটল সত্যে আবদ্ধ, প্রেমিকের মন সত্য অন্বেষণ নিশ্চিত ক'রবে, এখন শ্রীহরি যা করেন রঙ্গদাস। বল ভাই জয় শ্রীহরির জয়। জয় ভক্ত বৎসলের জয়।

সকলে। জয় শ্রীহরির জয়। জয় ভক্তবৎসলের জয়॥

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, রাজপ্রাসাদ শ্রীরঙ্গমার মহল।

উপস্থিত সঙ্গীগণ পরিবেষ্টিতা

শ্রীরঙ্গমা।

গীত।

সখীগণ আশে পাশে মধুর বাসে
ফুলে ফুলে কত হাসি।
গানের তানে, প্রাণে প্রাণে
উথলে উঠে সুধারাশি
বহিছে মলয় বায়
ফুলের সৌরভ মিশ্‌ছে গো তায়;
কি জানি প্রাণ আজি কি চায়,
কি সুরে বাজে যে বাঁশী। (ওগো)
সুখ পিয়াসী নারীর জীবন,
জানি না সই! বিষাদ কেমন,
মধুর আশায় ভ্রমর যেমন,
সদা সুখ সাগরে ভাসি (ওগো)

শ্রীরঙ্গমা। থামলি কেন? গেয়ে যা, গেয়ে য চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, সুবাসে ভরপুর, রাজ্যেশ্বরী শ্রীরঙ্গমার আর কি চাই।

(চেঙ্কির প্রবেশ)

চেঙ্কি মন্ত্রী মহাশয় দ্বারে আগত—রাণীজির সাক্ষাৎপ্রার্থী

শ্রীরঙ্গমা। বীররাঘব! সাক্ষাৎপ্রার্থী আমার? এ সময় কেন? বুঝেছি, তার স্বার্থসিদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটিয়েছি—তাই আমার দ্বারাই সে বিঘ্ন খণ্ডন ক'রতে চায় কি বল্‌বার আছে শোনা যা'ক ং' নিয়ে আয়

[চেঙ্কির প্রস্থান।

(সখীগণের প্রতি) তোরা তবে যা এখন, ফুলের সৌরভে মগ্ন হ'য়ে সুখের স্বপন দেখবার আশা—বুঝি এই শেষ। [সখীগণের প্রস্থান

বৃথা চেষ্টা বীরবাঘব একবার বাঁধ ভাঙ্গলে কি আর রাখা যায়? আমা দ্বারা তোমার স্বার্থসিদ্ধির কোন উপায় হবে ন এবার তোমায় আমায় খেলা—দেখি কে হারে কে জেতে

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী মহাশয়ের সহসা এত অনুগ্রহ কেন?

মন্ত্রী। রাজার দ্বারা কোন কার্য্য উদ্ধার হবার সম্ভাবনা নেই তাই রাণীজীকে ধ'রতে হয়

শ্রীরঙ্গমা। তাই তোমার বড় দুঃখ।

মন্ত্রী। দুঃখ তা নয়, তোমার হাত থেকে রাজা ক্রমে সরে যাচ্ছেন দুঃখ তাই

শ্রীরঙ্গমা। তোমার দুঃখ তাই? বিশ্বাস হোলো না

মন্ত্রী। কেন শ্রীরঙ্গমা, তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছে কে?

শ্রীরঙ্গমা। আমার ভাগ্যচক্র, উপলক্ষ্য তুমি, আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তা কি বুঝিনি? প্রথমতঃ আপদ শান্তি, দ্বিতীয়তঃ আমারি সাহায্যে রাজ্য অধিকার।

মন্ত্রী। অনাহারে ক্লিষ্ট, ধুলায় মলিন, রাজধানীর প্রান্তে জীর্ণ কুটীর থেকে তুলে নিয়েছিলাম, সে কি আপদ মনে ক'রে?

শ্রীরঙ্গমা। না, তখন রূপের নেশায় অন্ধ হয়েছিলে, তারপর সাম্রাজ্যের নেশা যখন প্রবল হ'য়ে উঠলো তখন—

মন্ত্রী। তখন কি—শ্রীরঙ্গমা?

শ্রীরঙ্গমা। তখন তার মোচন ক'রবার উপায় প্রসাধিত হ'য়ে এল; যাকে আদরে মাথায় তুলেছিলে তাকেই স্বার্থের খাতিরে বিসর্জ্জন দিতে একবার দ্বিধাও ক'রলে না, মন্ত্রী-বর। আমার কাছে তোমার উদ্দেশ্য কিছু গোপন নেই।

মন্ত্রী সাম্রাজ্যের নেশা কার নেই ? তার জন্য তোমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে কেন ? তুমি মনে ক'রলে সব বজায় থাক্‌বে, তা নইলে তোমার সাম্রাজ্যও যে যায়, সেনাপতি শঙ্কররাওর প্রতিপত্তি যে রকম বাড়ছে, রাজার আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌তেও দ্বিধা করে না, কোন সাহসে তুমি থাকতে তার প্রতিবিধান হবে না ?

শ্রীরঙ্গমা আমাকে যতদূর স্পর্শ করে তার প্রতিবিধান আমি ক'র্‌ব কিন্তু তোমার কোনো উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত নই

মন্ত্রী সেনাপতিকে দমন না ক'র্‌লে তোমার বিপদ্ আছে

শ্রীরঙ্গমা আমি শঙ্কররাওকে চিনি—সে আর যাই হোক্ বিশ্বাসঘাতক নয়

মন্ত্রী এত দিন তার কোনো স্বার্থ ছিল না, তাই প্রাণপণে রাজকার্য্য ক'রেছে, সম্প্রতি তার রাজাদেশ পালনের পথে ঘোর বিঘ্ন উপস্থিত ; হয় তার রাজকার্য্য ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, না হয় তো রাজভক্তি বজায় রেখে তার আসক্তির আধার সেই স্ত্রীলোককে ত্যাগ ক'রতে হবে ; শঙ্কররাও সব পার্‌বে, তাকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না

শ্রীরঙ্গমা না হয় রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ ক'রবে ?

মন্ত্রী ক'রবে ? এত প্রতিপত্তি, এত সৈন্যদল যার—সে

রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ ক'রবে ? একদিন সেই রাজ্যেশ্বর হবে !

শ্রীরঙ্গমা। হানি কি ?

মন্ত্রী। তার হানি না হোক্, তোমার লাভ কিছু নেই

শ্রীরঙ্গমা। মন্ত্রীবর, এতদিনেও বোঝনি কি সাধে শ্রীরঙ্গমা তোমার হাত থেকে অনায়াসে এই মনুষ্যত্ব হীন অপদার্থ রাজাকে গ্রহণ করেছে ?

মন্ত্রী। সে সাধ পূর্ণ হবে কি ?

শ্রীরঙ্গমা। দেখি হয় কি না। যাই হোক্—তোমার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হবে তোমার উপর আদেশ আছে—সেই স্ত্রীলোককে সেনাপতির কাছে থেকে নিয়ে আসতে হবে, যাও—তাকে নিয়ে এস—তুমি নিজের হাতে তাকে অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ ক'রবে, আমি দেখব—তার পর যা হয় হবে।

মন্ত্রী। আজ তোমার এই কথা ?

শ্রীরঙ্গমা। আজ আমার এই কথা দেখি আমার স্বার্থসিদ্ধির পথ কে রোধ ক'রতে পারে।

মন্ত্রী। আমি থাকতে তোমার সাধ পূর্ণ হবে না। শ্রীরঙ্গমা ! ভেবে দেখ তোমার জন্য কি না করেছি

শ্রীরঙ্গমা। (সহাস্যে) অনেক করেছ, যে ধুলোয় লুটিয়েছিল

তাকে সিংহাসনে বসিয়েছ যা করেছ তার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পাপ থেকে তোমাকে রক্ষা ক'রব আমার সংকল্প স্থির

মন্ত্রী আমাকে উচ্ছেদ ক'রবে কর—কিন্তু সেনাপতিকে রক্ষা ক'রবে কি উপায়ে? বৈষ্ণব ধর্ম যে প্রচার ক'রবে, অথবা তাদের আশ্রয় দেবে যে, সে বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে—এই রাজার আদেশ ছিল

শ্রীরঙ্গম সে যুক্তি খণ্ডন হ'য়ে গেছে, আর কেন? বৃথা চেষ্টা।

মন্ত্রী সেনাপতি এই স্ত্রীলোকের জন্য ধর্মত্যাগ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হবে না, শ্রীরঙ্গম! তখন রক্ষ ক'রবে কি উপায়ে?

শ্রীরঙ্গম। আমার ভরসা—রাজ আমার হাতের পুতুল—তোমার ভরসা কি মন্ত্রিবর আজ এই পর্য্যন্ত—এখন যাও।

মন্ত্রী। আজ যাচ্ছি কিন্তু—দেখা যাবে

[প্রস্থান।

শ্রীরঙ্গম। এত আশা, এত ভরসা, এত প্রেম সব ব্যর্থ হবে? না, না, শঙ্করকে জয় ক'রতে হবে। জানকী! তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে বাকী নেই—আর মন্ত্রীবর! তোমাকেও বুঝেছি। আমা দ্বারা কারু পথের কণ্টকোদ্ধার হবে না; আমার পথের কাঁটা আপনি তুল্‌ব আপন অভীষ্ট লাভের জন্য, যা থাকে থাক—আর যা যায় যাক্ ওরে

তো'রা আয়, নাচ গানে আজ পাগল ক'রেদে, এমন দিন ব্যর্থ করা হবে না। আজ আনন্দে মগ্ন হ'য়ে থাকি, তার পর কাল দেখা যাবে—হয় শঙ্কর আমার হবে—না হয় তো তার উচ্ছেদ সাধন ক'রব

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজি কে ? তুমি কে হৃদি গগনে
বিকাশিলে শুভ লগনে
প্রেম মদির আনিলে বহিয়া
বাসনার শিখা উঠিল জ্বলিয়া (সইরে),
আজি এ পরাণ উলসি বিলসি
মূরছি পড়িছে চরণে ॥
ভুবন ভরিল অধীর আলোকে,
কাঁপিল পরাণ অসহ পুলকে,
বিবশ পরাণ আঁখির পলকে
জাগিল বিরহ বেদনে ॥
আজি কোনো কাজে মন নাহি লাগে,
মধুর মূরতি আজি শুধু জাগে (সইরে) ;
আজি প্রেম-কুসুম-মঞ্জরী
ফুটিল মানস কাননে

প্রথম দৃশ্য।

স্থান রাজধানী—সেনাপতির প্রাসাদ।

উপস্থিত—নৃত্যগীতাদির মজলিস—দূরে
উপবিষ্ট সেনাপতি।

গীত।

সাবাস দুনিয়াদারী
পথে ঘাটে সুখ ছড়ানো
মজা ভারি।
খাও পিও লুটাও মজা
এতেই তো সুখ,
পায়ের নীচে স্বর্গের ধরা
প্রেমে ভরা বুক,
কিসের বল্ ভাবন তবে
কিসের যে দুখ (ওলো)

জগৎভরা হাসির ছড়া

বলিহারী

লোক লজ্জা অপবাদ ভয়

বালাই দূরে যাক্,

আতর গোলাপ হেনার নেশা

শুধু জেগে থাক

সুখের রাত ভোর হ'লে সই !

দুনিয়া যে ফাঁক !

নারীর জীবন সুখের স্বপন

মনোহারী

সকলে। বাঃ বাঃ বাই—চলুক, চলুক।

সেনাপতি অসহ্য, অসহ্য, এ পাশব উৎসবে মানুষের মনকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। আর না, এ উৎসবে আর যোগ দেওয়া হবে না।

(বহির্গমন ও দ্বাররোধ)

সুখ শ্রান্ত অশান্ত মন কি চায় আঃ—কি চায়! যা চায়, বুঝি তা পাবার নয়। যা পাবার নয়, মন কেন তাই চায়? কেন বার বার সেই দিকেই ছুটে যায়? আর সেই দিকেই মন ছুটে যায় যদি, তবে এ উৎসবের আয়োজন আর কেন? কেন? শঙ্করাও কোন্

দিক্ রক্ষা ক'রবে তারই মীমাংসার জন্য। একদিকে রাজসিংহাসনতলে অখণ্ড প্রতাপ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যভোগ, আমোদ প্রমোদ—অন্যদিকে শক্তির লোপ, অপমান, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনাও আছে; কিন্তু সেই দিকে প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি, সেই দিকে পূর্ণা—তার পূর্ণ-শক্তি ও নির্ম্মল-আনন্দ নিয়ে সেই দিকে। শঙ্কর! শঙ্কর দেখ ভেবে, তার কাছে সম্পদ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ নয় কি?

(বিনায়কের প্রবেশ।)

বিনায়ক সেনাপতি—বাবা! আমাদের ত্যাগ ক'রলে কেন?

সেনাপতি। (নিরুত্তর)

বিনায়ক আমাকে দূত পাঠিয়েছে, সকলে তোমাকে চায় মজলিস্ ছাড়লে কেন বাবা।

সেনাপতি ছাড়লাম—আমার গরম লাগছিল তাই

বিনায়ক গরমই লাগুক আর যাই হোক্, কর্ত্তা ছাড় কীর্ত্তন কি চলে যাব! মজা কোথায়? গানে সুর লাগেনা, তবলচীর তাল কেটে যায়; বাবা! জানকীর নাচ বেতালা; মজা কোথায়? চল, চল, অতিথিরা ছট্-ফট্ ক'রছে।

সেনাপতি বিনায়ক খুড়ো! নাচ গান আর ভাল লাগে না।

বিনায়ক। ভাল লাগে না ? জানকীর নাচ ভাল লাগে না ? কবে দেখে বাবা। সবাই বলে রূপসী অনেক আছে, গায়নেওয়ালী রত্নবাই, কিন্তু নাচে জানকীর কাছে কেউ নয়।

সেনাপতি। তা হবে, তা হবে, কিন্তু আমার মন নাচ গানে আর আরাম পাচ্ছে না

বিনায়ক এই রে, একেবারে বদ্হজম ধরলে দেখ্‌ছি। শোনে বাবা—এই বুড়োর কথা শোনো, এক্‌দম্‌ সব ছেড়ে শক্ত পয়দা কোরো না, র'য়ে স'য়ে ক'রলে, সব সয়,—সব সয়—বুঝলে ? আপাততঃ সবাই খুঁজছে যে

সেনাপতি যাও, যাও, সবাইকে বলগে—যা হোক্‌ একটা কিছু বল, মিথ্যা হোক্‌ সত্যি হোক্‌। তোমাকে ব'লছি বিনায়ক, সেনাপতিপদের সম্মান রক্ষার্থ নাচ, গান, খাদ্য, পানীয় সব আছে, কিন্তু আমার মন ওতে নেই তোমরা সবাই যথেচ্ছা আমোদ কর, আমাকে নিরিবিলি থাক্‌তে দাও

বিনায়ক বাঃ, ঘুণে ধরেছে দেখছি। তবে শোনো বাব, এইবারে ওষুধ লাগাও, চট্‌পট্‌ সেরে উঠ্‌বে

সেনাপতি। কি রকম ওষুধ ?

বিনায়ক যেমন ব্যাধি তার যোগ্য চিকিৎসা কর শারীরিক

কিছু হ'য়ে থাকে তো বৈদ্য ডাক, আর অন্তরের ব্যাধি হ'য়ে থাকে তো স্ত্রীলোকটাকে আনাও, এখুনি সেরে উঠ্‌বে

সেনাপতি কোন্ স্ত্রীলোক ?

বিনায়ক সে তোমার মনই জানে বাবা ! তবে আমার সন্দেহ হয়, সেই বোষ্টম সুন্দরীই তোমার রোগের গোড়া।

সেনাপতি তাকে আনিয়ে কি হবে ? তুমি কি ভেবেছ সে তোমাদের এই সব নর্ত্তকীদের মত ? বিনায়ক খুড়ো ! তুমি ভুল বুঝেছ আমি আজ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসন থেকে পথের ভিখারী অবধি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু এমন অটল গাম্ভীর্য্য, এমন্ পবিত্র জ্যোতিঃ, এমন আকর্ষণী শক্তি, আর কোথাও দেখিনি তার সৌন্দর্য্যে আমাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু দূরে রেখে দেয়, আমি ভুলতেও পারছি না, অথচ অগ্রসর হবার সাহসও নেই বিনায়ক ! এ জীবনে অনেক যুদ্ধ জয় ক'রেছি, কিন্তু আমার শক্তি, এই স্ত্রীলোকের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছে

বিনায়ক অবস্থা শোচনীয়

সেনাপতি রহস্য ক'রতে গিয়ে তার সেই কোমল চোখের তীব্র দৃষ্টিতে মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। আমার বাসনা

যখন উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে, তার দেহের পবিত্র জ্যোতিঃ পাষাণের মত পথ রোধ ক'রে রাখে, মাথা খুঁড়লেও সে পাষাণ এক তিল টলে না ; তবু মনে হয় তাকে জয় ক'রতে হবে, নইলে পাগল হ'য়ে যাব জান বিনায়ক ! তার দেহের জ্যোতিঃ দেখে ভয় হয়, সেনাপতি শঙ্কর যাও ভয় পায়, সে এমনি শক্তিময়ী, এমনি জ্যোতির্ময়ী !

বিনায়ক ও সব কিছু নয় বাবা ! তোমার মনের ধাঁধা, বুঝলে ? স্ত্রীলোককে জয় ক'রতে চাও তো এই বিনায়ক শর্ম্মার কথা শোনো ; গোঁপে চাড়া দিয়ে বুকের পাটা ফুলিয়ে সাম্‌নে খাড়া হও, আর বাঘের মত গর্জ্জন ক'রে দেখ, ভয় পায় কি না ; ও সব মিহী গলায় মধুর স্বরের কর্ম্ম নয় বাবা ! আর না হয় তো ক'সে কারণ ক'রে সব ডুবিয়ে দাও, বাস্

সেনাপতি ভীত হরিণীকে ভয় দেখিয়ে বশ ক'রবার চেষ্টা বৃথা , তাকে অভয় দিয়ে—আশ্রয় দিয়ে—বশ ক'রতে হবে।

বিনায়ক। তবে তাই কর, যা হয় একটা ক'রে ফেল, তোমার এ শুক্‌নো মুখ যে আর প্রাণে সয় না বাবা . তাকে নিয়ে এস, রাক্ষসের হাতে সমর্পণ ক'রে অভয় দাও, তাতেই কাজ হাসিল হবে

সেনাপতি। ঠিক বলেছ, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে—আর দশ-

জনার সঙ্গে আমার কি প্রভেদ, ■ নইলে তার ভয় ভাঙ্গবে না৷

বিনায়ক আরে বাবা! মাতাল হ'লেও বিনায়কশর্ম্মা দু একটা কথা ঠিক ঠাক্ বলে

সেনাপতি কে আছিস্ ?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

বন্দিনীকে হাজির কর

ভৃত্য যে আজ্ঞে

[প্রস্থান।

বিনায়ক আন্‌তে পাঠালে, এখন উপায় স্থির কর, ব'সে ব'সে ঝিমুলে চ'লবে না তফাৎ যে অনেকটা তা ভেবেছ কি ? বৈরিগিদলে মানুষ করা ওর তেজ অনেক

(নেপথ্যে "হরিনাম অবলেরি বল" ইত্যাদি)

ওকি বাব ! গান ! বন্দীর গান ক'রছে ? বাঃ বাঃ। ওরা মরাতেও ভয় পায় ন

সেনাপতি। সেই তো ওদের শক্তি ; বিনায়ক ! তুমি এখন যাও।

বিনায়ক। সে কি! একবার সুন্দরীকে দেখে যাব না ? এক ঝলক ?

সেনাপতি। না, না, তোমার দৃষ্টি সে সইবে না৷

বিনায়ক   সইবে না ? দৃষ্টি সইবে না ? বড় ভয়ানক কথা, আমি বাঘ না ভালুক ?

সেনাপতি   আপাততঃ তারও অধম

বিনায়ক   অধম   আমি অধম   বাঃ বাঃ সেনাপতি, বাব, বুঝলে না, আমার মর্ম্ম বুঝলে না, আচ্ছা বাব তাই সই

সেনাপতি।   ক্ষমা কর বিনায়ক। তোমার মনে কষ্ট দেবার ইচ্ছা আমার নয়, তবে—

বিনায়ক   বুঝেছি বুঝেছি   শোনো। বিনায়ক শর্ম্মা কারু উপর রাগ ক'রে থাকতে পারে না, বিশেষতঃ তোমার উপর। এমন যত্ন আর কেউ করে না, এমন ক'রে ভাল মুখে কথাও আর কেউ কয় না, তবে তুমি আমায় চিনলে না, এই দুঃখু   আচ্ছা! চিনবে—চিনতে হবে বাবা। তবে চল্লুম, নাচ ব'য়ে যাচ্ছে—খাস নাচ। (গান)
"পায়ের নীচে সুখের ধরা প্রেমে ভরা বুক"

সেনাপতি   যাও, যাও, কিন্তু সাবধান এ কথা—

বিনায়ক।   কিছু ভয় নেই, বিনায়ক শর্ম্মার মুখ বন্ধ—এখনম্
[প্রস্থান

সেনাপতি   পূর্ণ   পূর্ণা, আজ দেখব আমার শক্তি বড় কি তোমার

(শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ণাকে লইয়া সৈন্যগণের প্রবেশ)

(শৃঙ্খল প্রদর্শন পূর্ব্বক) এ কার্য্য কে করেছে ? এত সাহস কার ?

প্রহরী ধর্ম্মাবতার, কারাধ্যক্ষের আদেশ, পাছে বন্দিনী পলায়ণ করে

সেনাপতি খুলে নাও শৃঙ্খল, আর কারাধ্যক্ষকে বোলো তার দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি পাবে (শৃঙ্খল উন্মোচন।) তোমারা বাহিরে অপেক্ষা কর

[প্রহরীগণের প্রস্থান।

(পূর্ণার প্রতি) দেবি অপরাধ গ্রহণ কোরো না তোমার অপমান আমাকেও স্পর্শ করেছে, বিশ্বাস কর, এ আদেশ আমার নয়

পূর্ণা বিশ্বাস ক'রলাম, তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? আমি আপনার অনুগ্রহ চাইনে, আমার সঙ্গীরা যা সহ্য ক'রছে, আমিও তা সহ্য ক'রতে প্রস্তুত

সেনাপতি তাদের সঙ্গে তোমার অনেক প্রভেদ

পূর্ণা প্রভেদ আছে। আমার শৃঙ্খল বহন ক'রবার যে শক্তি আছে, তাদের মধ্যে অনেকের সে শক্তি নেই

সেনাপতি। এই সুকোমল তনু, এই নবনীনিন্দিত বাহু, প্রেমের শৃঙ্খলের জন্য নির্মিত, লোহার শৃঙ্খল নয় প্রিয়ে।

পূর্ণা। (বিরক্তি ভরে) আমাকে কি ক'রতে এখানে ডেকেছেন?

সেনাপতি। তোমার অপরূপ রূপরাশি সাধ মিটিয়ে দেখব ব'লে, তোমার কণ্ঠসুধা পান ক'রে আজ ধন্য হব, নয়ন-যুগলে যে অদ্ভুত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাতে মন পবিত্র ক'রবার জন্য শোভনে ওই গণ্ড দেশে গোলাপ ফুলের লুকোচুরী খেলা দেখবার সাধ হ'য়েছে

পূর্ণা। আপনাকে এত দিন বন্ধু ব'লে জানতাম।

সেনাপতি। সে বিশ্বাস গেল কেন? পরীক্ষা ক'রে দেখ আমি বন্ধু কি না, কি ক'রতে হবে আদেশ কর, প্রাণপণে প্রতিপালন ক'রতে চেষ্টা ক'রব

পূর্ণা। তবে আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিন—আর যারা আবদ্ধ আছে—তাদের মুক্তি দিন

সেনাপতি। তা ছাড়া আর যা বল।

পূর্ণা। আমি শুধু তাই চাই, তা ছাড়া আমার আর কোনো আকাজ্ক্ষা নেই

সেনাপতি। কোনো আকাজ্ক্ষা নেই? ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, মনকে ছলনা কোরো না। পূর্ণা! একবার আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি কোনো আকাজ্ক্ষা আছে কি না।

পূর্ণা। (অধোবদন) আমাকে যেতে দিন।

সেনাপতি যেতে দিতে পার্‌বনা—সে শক্তি আমার নেই

পূর্ণ কেন নেই ? আপনি প্রভূত শক্তিশালী, এ সাম্রাজ্যে আপনার অখণ্ড প্রতাপ

সেনাপতি তোমার সঙ্গীদের মুক্তি দিতে পারিনে, কারণ রাজার আদেশ আমার শক্তির উপর, আমি রাজার ভৃত্য মাত্র তোমাকে কারাগারে পাঠাতে পারিনে, কারণ তোমার উপকার ক'রবার ইচ্ছা অপেক্ষা আমার প্রেম প্রবলতর, পূর্ণ ! তার কাছে আমি অক্ষম

পূর্ণ যে আদেশে এতগুলি নিরপরাধীকে কারাগারে রাখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন, সেনাপতি আমিও কি সে আদেশের অধীন নই ? আমাকেও কারাগারে পাঠিয়ে দিন, যেরূপ অভিরুচি হয় দণ্ড দিন

সেনাপতি। দণ্ড দেব তোমাকে ! কি দণ্ড ? তোমার উপযুক্ত দণ্ড আমার আইনে নেই তোমার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ না হয় এই আমার অভিপ্রায়

পূর্ণ তবে কারাগারে রেখেছেন কেন ?

সেনাপতি প্রথমতঃ ! তোমায় শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ ! তোমাকে চোখের আড়াল ক'রবার ভয়ে, বিশ্বাস ক'রলে।

পূর্ণ। ক'রলাম, কিন্তু চোখে চোখে রেখে কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে ?

সেনাপতি। আর কিছু না হয় বন্ধু ব'লেও যদি গ্রহণ কর।

পূর্ণা। বন্ধু! সেনাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধা ছাড়া বন্ধুত্বও কি সম্ভব?

সেনাপতি। তোমার মনে আমার জন্য শ্রদ্ধাও কি নেই?

পূর্ণা। আপনার মনে আমার জন্য যে পরিমাণ আছে তার বেশী নয়।

সেনাপতি। আমার মনে কি আছে তুমি তার কি জান পূর্ণা?

পূর্ণা। যে রমণীর সম্মান রক্ষা ক'রতে জানে না, সে শ্রদ্ধার কি জানে?

সেনাপতি। অন্তর্যামী জানেন, তোমাকে শ্রদ্ধা করি ব'লেই এতদিন তোমার সম্মান রক্ষা করেছি। কিন্তু এবার সব ব্যবধান ঘুচিয়ে, আমার ভাল মন্দ যা কিছু আছে, তুমি আপন হাতে তুলে না নিলে কিছুই আর রক্ষা হয় না যে?

পূর্ণা। কি নিতে হবে?

সেনাপতি। আমার প্রাণ, মন, আমার সর্বস্ব। পূর্ণা, শপথ ক'রে ব'লতে পারি এ কঠিন মন আজ পর্যন্ত কারু কাছে কিছু ভিক্ষা করেনি; তোমার কাছে সব গর্ব ঘুচে গেছে, আজ করুণা ভিক্ষা ক'রছি; আমার ধর্ম, কর্ম, সব ভেসে গেল; শুধু তোমার চিন্তায়। যদি করুণা কর, দীন

বেঁচে যায়, তা নইলে—ভগবান জানেন কি হবে আমার এবং তোমার

পূর্ণা সেনাপতি ব্যবধান যে অনেকটা

সেনাপতি (আগ্রহে) কিসের ব্যবধান।

পূর্ণা। (নিরুত্তর)।

সেনাপতি বল বল পূর্ণা!

পূর্ণা। মূলে

সেনাপতি মূলে সেকি? হেঁয়ালি ছাড়, বুঝিয়ে বল কিসের ব্যবধান, সম্ভব হ'লে এখুনি সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব।

পূর্ণা। অসম্ভব! অসম্ভব! কেন বৃথা সময় নষ্ট ক'রছেন আমাকে যেতে দিন আমি সামান্য ভিখারিণী, হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে পথে পথে বেড়াই, আপনার চিন্তার যোগ্য নই

সেনাপতি। এতক্ষণে বুঝেছি। কিন্তু পূর্ণা! প্রেমে যে সব পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়

পূর্ণা যে প্রেম এক মূল থেকে উৎসারিত না হয়, সে প্রেমের শক্তি কোথায়? সে প্রেম আশ্রয় পাবে কোথায়?

সেনাপতি সে মূল কে?

পূর্ণা। প্রেম স্বরূপ যিনি।

সেনাপতি আমার অগোচর্য, অজ্ঞেয় যা, সে সব তর্কে কেন বৃথা সময় নষ্ট করি

নেপথ্যে স্ত্রী পুরুষের কোলাহল]

ওই শোনো। সকলেই আনন্দে মত্ত, শুধু আমিই কি চিরদিন তৃষিত থাকব।

পূর্ণা আপনার এ তৃষ্ণা মিটাবার শক্তি আমার নেই দয়া ক'রে আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিন, এখানে থাকতে আর সাহস হচ্ছে না।

সেনাপতি (পূর্ণার হস্তধারণ পূর্ব্বক) আমাকেও ভয় কেন পূর্ণা! আমা দ্বারা তোমার কি অনিষ্ট হ'তে পারে?

পূর্ণা (হস্ত নিষ্কৃতির চেষ্টা) জানিনা, করুণা—করুণা ভিক্ষা করছি, ছেড়ে দিন দূর ক'রে দিন, এর চেয়ে ঘৃণা ভাল!

সেনাপতি আমার প্রেম চেয়ে ঘৃণা ভাল? আচ্ছা তাই হবে, তার আগে তোমার বুঝতে হবে, আমার প্রেম কত গভীর, কত শক্তি ধরে। (বিনায়কের প্রতি) বিনায়ক! বিনায়ক, তোমার কথাই ঠিক, রাক্ষসের হাতে ফেলে দিয়ে দেখি আমার আশ্রয় চায় কি না

(দ্বার উন্মোচন মদোন্মত্ত পুরুষ দলের এবং

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

(সেনাপতির দূরে উপবেশন)

১ম নর্ত্তকী এই যে সেনাপতি মশায়, এখানে একলা ব'সে কেন, নাচ গান দমে গেল যে

সেনাপতি যাও, যাও, যেখানে আমোদ ক'রছিলে সেই খানে সব যাও, আমায় একলা থাকতে দাও

বিনায়ক একলা ? একলা কেন ব'ব ; তোমার সুন্দরী কোথায়

২য় নর্ত্তকী (পূর্ণাকে দেখিয়) তাই তো, এই যে সুন্দরী এরই নাম একা ব'সে থাকা, হা হা হা হা

১ম নর্ত্তকী কইলো কই ওমা তাইতে, এযে সন্ন্যাসিনী দেখছি, মরি, মরি, রূপের বালাই নিয়ে

পূর্ণা অনুমতি হয় তো আমি আমার কারাগারে ফিরে যাই।

৩য় নর্ত্তকী কারাগার ?

৪র্থ নর্ত্তকী তাইতো—কারাগার ?

জানকী এই সেই বোষ্টমী লো—সেই বোষ্টমী, যার নাম ঘরে ঘরে হচ্ছে

১ম নর্ত্তকী ওগো, তোমরা সবাই এস—এস চক্ষু সার্থক ক'রে যাও, এদিকে মজা আছে।

পুরুষগণ। মজা! কোথায় মজা বাবা!

(গান)—পথে ঘাটে রূপ ছড়ানো
মজা ভারি॥

১ম নর্ত্তকী চুপ করনা, সেনাপতি মশায় মজ্‌লিস্ ছেড়েছেন কেন, এই দেখ্‌বে এস।

২য় নর্ত্তকী ওগো, আগে নিয়ে আয় না—দেখ্‌ছিস কি—আজ ভারি মজা

জানকী বিনায়ক খুড়ো! এইবার সেনাপতি মশায়ের প্রেমের বন্দিনীর নামে আর একটা হোক্

বিনায়ক হবে বইকি, রঙ্গু বাবা নিয়ে আয়, তোর পা ঠিক আছে তো।

রঙ্গু। ঠিক আছে—এমন মজ্‌লিসে ঠিক না থাক্‌লে সেনাপতি মশায়ের অপমান হবে যে।

বিনায়ক অপমান! আহা-হা-হ-হা, সেনাপতি বাবা কি আর মানুষ আছে উঃ—আর বল হবে না—একি! সুন্দরী উপস্থিত যে

১ম পুরুষ সুন্দরী অভিবাদন গ্রহণ কর

২য় পুরুষ। আসতে আজ্ঞে হোক্ মজ্‌লিসে

১ম নর্ত্তকী মরণ আর কি দেখ্‌ছ না চেহারা

৩য় পুরুষ চেহারাগ কি এসে যায়—সেখানে যে মজার ছড়াছড়ি!

৪র্থ পুরুষ সুন্দরি এখানে শুক্‌নো মুখে দাঁড়িয়ে কেন গলা ভিজুক।

নর্ত্তকীগণ। (গান)—

দূরে দাঁড়ায়ে কেন বিরস মনে,
বদন তোলো, চাও নয়ন কোণে।
এমন মধুর নিশা সাজে কি মান,
সুধা পিয়াসী হের আকুল প্রাণ—
সুখে বিভোরা মদে মাতোয়ারা;
পিয়াও প্রেম সুধা তৃষিত জনে

রঞ্জু। তুমিও সঙ্গে লেগে যাও সুন্দরি!

১ম পুরুষ আরে ছো! ছো! ও নাচের বোঝে কি?

১ম নর্ত্তকী উনি সন্ন্যাসিনী

২য় নর্ত্তকী সেনাপতির মনোমোহিনী

২য় পুরুষ। আমাদেরও মনোমোহন ক'রবে—একবার মজ্‌লিসে [illegible]

বিনায়ক। আরে না, না, চল্, চল্ মূর্খ

পুরুষগণ। আসতে হবে, আসতে হবে আজ নূতন বাই আসরে নাচবে হা—হা হা—হা

নর্ত্তকীগণ (গান)—

আজ তোমায় নিয়ে ক'রব খেলা
গনের মতন
দেখ্‌বে কেমন মজা দেখ্‌বে তখন
সোহাগে ঢল ঢল আবেশে বিহ্বল !
কাটবে এমন নিশা সুখে কেমন ॥
প্রেম মদিরা পানে—অবশ পরাণে
ধরবে হৃদয়ে আজ হৃদয় রতন্

("নেপথ্যে হরিনাম অবশেরি বল" ইত্যাদি)

(পূর্ণার উর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান)

বন্ধু। ও কিসের গান্ ?

বিনায়ক। বন্দীরা ফুর্ত্তি ক'রছে দাদা ! ওরা কি মানুষ নয় ? থেকে থেকে ওরাও মজা লুট্‌ছে।

জানকী থামিয়ে দাও থামিয়ে দাও, আমাদের গান বন্ধ হ'তে পারে না ; সেনাপতি মশায় ! হুকুম চাই।

সেনাপতি ও গান বন্ধ ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই ; এ লড়াই স্বভাবের, যতদিনে বিচার শেষ না হয়, কার সাধ্য যে থামায়

বন্ধু ভাব্‌ছ কেন সুন্দরি। নাচে গানে চিৎকারে ডুবিয়ে দাও না।

সকলে দাও ডুবিয়ে দাও,—

(গান)—খাও পিও লুটাও মজা
এতেই তো সুখ,
পায়েব নীচে সুখের ধরা
প্রেমে ভরা বুক
কিসের বল্ ভাবনা তবে
কিসের যে দুখ
জগত ভরা হাসির ছড়া
বলিহারি—হা-হা হা হ।

(নেপথ্যে সমস্বরে কীর্ত্তন)

জানকী না হোলো। ন —সব মাটী—সব মাটী—এই পিশাচী সব মাটী ক'রলে

বন্ধু ওকে খুঁচিয়ে তোল থাক্—যেন ঘুমিয়ে আছে

২য় পুরুষ বলি কাণ আছে ?

১ম নর্ত্তকী। ওগে শুন্‌ছ ? একবার চেয়ে দেখই না

২য় নর্ত্তকী আমরাও মানুষ গো—আমরাও মানুষ

৩য় পুরুষ একটু কারণ করান থাক্ আপনি জাগ্‌বে।

৪র্থ পুরুষ সুন্দরি আজকের দিনটা আমোদ ক'রে নাও,
তারপর কাল যা হবে তাতো জান্‌ছো।

৫ম পুরুষ এই নাও—ঢুক্ ঢুক্ ক'রে গিলে ফেল

পূর্ণা। কেরে পিশাচ্ ?

১ম নর্ত্তকী। ওরে বাপ্‌রে কি তেজ গো.

২য় নর্ত্তকী। আর একবার দাও না—খাদ পেলেই তেজ কমে
আস্‌বে

বিনায়ক। কেউ ঘাঁটিও না বাবা। ভালোয় ভালোয় স'রে এস।

২য় নর্ত্তকী কেন খুড়ো তেজে পুড়ে উঠ্‌ব নাকি ?

৩য় নর্ত্তকী। বলা যায়না গো, শুনেছি সতীর অঙ্গ দিয়ে আগুন
বেরোয়।

১ম পুরুষ। একটু চেখে দেখ দেখি সুন্দরী। (মদ্যদান)

পূর্ণা সাবধান! সাবধান!

আসকী। দেখি কত তেজ, ওলো ধর, ধর, হাত ধ'রে মুখে
ঢেলে দে

(হস্তধারণ করিতে উদ্যত)

সেনাপতি সাবধান! কেউ স্পর্শ কোরে না, যাও সব

নর্ত্তকীগণ ও ব'ব'! এত টান ?

আসকী। সেনাপতি! এই বন্দিনী বিদ্রোহী স্ত্রীলোকটার ■
অপমান আমাদের ? বিচার ভাল

সেনাপতি   সত্যি বিচারহীন হয়েছি—তা নহলে তোমাদের এত স্পর্দ্ধা নীরবে সহ্য ক'রছি ? তোমাদের স্পর্শে কলুষিত ক'রতে এসেছ কাকে ? নীচ—হেয়—ঘৃণিত—বাসনার দাসী ধিক্ পাপী পশুর দল ! দূর হও, দূর হও এইদণ্ডে। সেনাপতি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল—এখন জেগেছে—যাও সব।

নর্ত্তকীগণ   দেখ্‌ব দেখ্‌ব কেমন দরদ, এর ফল পেতে হবে

[সকলের প্রস্থান।

সেনাপতি   পূর্ণা এখন তুমি নিরাপদ ; দেখ এই শক্তি এই বাহুবল তোমার যোগ্য কি না।

পূর্ণা ।   এখন তবে অনুগ্রহ ক'রে যেতে দিন

(দ্বার অভিমুখে অগ্রসর)

সেনাপতি।   (দ্বার রোধ পূর্ব্বক) না, ন, যাবে কেন ? আমাকে কিসের ভয় পূর্ণা . তোমার পবিত্র জ্যোতিতে সমস্ত কলুষ নাশ ক'রে যে প্রেমের সঞ্চার করেছে, সেকি ব্যর্থ হবে ? অয়ি প্রেমময়ি ! অয়ি কুহকিনী এ পাষাণ মন যে টলাতে পারে তার মধ্যে যে কি অপরূপ মোহ আছে, তা আমার মনই জানে, তোমাকেও আজ জান্‌তে

হবে। আজ স্বীকার ক'রতে হবে, আমার এ প্রেম ব্যর্থ হবার নয়, তোমার মনে স্থান পাবে

পূর্ণা। আমার কিছু ব'লবার অধিকার নেই

সেনাপতি। আমি ব'লছি আছে তোমার অটল পাষাণ মূর্তিতে প্রতি মুহূর্তে আমাকে পাগল ক'রছে তাকি জাননা? তোমাকে যতদিন না দেখেছিলাম বাসনা কাকে বলে জানতাম না, বাসনার সঞ্চার করেছ যদি আর পালাতে পারবে না, একবার বল এ প্রেমের প্রতিদান আছে? বল—নইলে তোমার স্পর্শে যদি হলাহল থাকে তাও স্বীকার, তোমার অধর সুধা পান ক'রে যদি মৃত্যু ঘটে তাও ভাল—এস, এস প্রিয়ে! প্রাণতমে.।

(হস্তধারণ)

পূর্ণা। ধিক্, ধিক্ তোমাকে! তুমি মানুষ কি পশু?

সেনাপতি উভয়; তোমার পবিত্র জ্যোতিতে মানবের প্রেম জেগেছে, আর তোমার বারবার প্রত্যাখ্যানে মানুষের ভিতর পশুর উদয় হ'য়েছে।

পূর্ণা। ছি, ছি।

(হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ ও পলায়ন)

সেনাপতি কোথা যাবে প্রিয়ে। এবার ধৈর্য্য সীমায় এসেছ— আর আমাকে দোষী কোরো না।

পূর্ণ ওগো খোলো—দ্বার খুলে দাও।

সেনাপতি এবার পশু জেগেছে আর পালাবার চেষ্টা করা বৃথ এখনো বল, আমার এ প্রবল প্রেমের প্রতিদান আছে? আর বেশী কিছু চাইনে শুধু স্বীকার কর; ক'রবেন? পাষাণী জানন এখানে শুধু তুমি আর আমি, (হস্তধারণ) তুমি যে আমার আমি জানি পূর্ণা!

পূর্ণ ও কথা বোলোনা—বোলোনা আমার মন্‌কে অপবিত্র ক'রতে পারবেনা

সেনাপতি আমার ধর্ম্ম জানেন—তোমার মনকে অপবিত্র ক'রবার ইচ্ছা আমার নয়

পূর্ণ তবে ছেড়ে দাও—দাও ব'লছি হরি, দীননাথ! অসহায় অবলার তুমি বল

সেনাপতি তোমার সহায় আমি, এই বাহুবল তোমার একমাত্র আশ্রয় আপন ইচ্ছায় যদি আত্মসমর্পণ না কর— আমার শক্তি তোমাকে জয় ক'রবে না, ন শক্তি নয়, শক্তি কিছু নয়, (হস্তত্যাগ) পূর্ণা! পূর্ণা. এ প্রেম কি তোমার উপেক্ষার জিনিষ? আমার এই শক্তি, এই অখণ্ড প্রতাপ তোমার চরণে দান ক'রব, একবার বল তুমি আমার?

পূর্ণা অসম্ভব, সে যে অসম্ভব

সেনাপতি। কেন অসম্ভব ? আমার সর্ব্বস্ব দান ক'রব—তোমাকে অতুল সম্পদময়ী ঐশ্বর্য্যময়ী ক'রে—আমার হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রব ; যদি বল এ বিশাল সাম্রাজ্য জয় ক'রে তোমার চরণে দেব, একবার শুধু বল তুমি আমার ?

পূর্ণা আমি কিছু চাইনে —শুধু করুণা—ওগো করুণ কর

সেনাপতি করুণা ক'রব—তার আগে তুমি করুণা কর, আমার পাগল মনকে রক্ষা কর। একটী কথা—শুধু আশার কথা—য নিয়ে অপেক্ষ ক'রতে পারি—চির-জীবন, শুধু বল—(হস্তধারণ পূর্ব্বক বাহুপাশে লইতে উদ্যত)

পূর্ণা (পলায়নোদ্যত) পথ—পথ কোথায়—কে ব'লে দেবে

সেনাপতি (পুনরায় হস্তধারণ) পথ নেই প্রিয়ে ! আজ সব দ্বার রুদ্ধ, শুধু আমার হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত আছে

পূর্ণা। পশু ! পশু !

সেনাপতি এই পশুকেই গ্রহণ ক'রতে হবে তোমার পবিত্র প্রেমে পশু মানবত্ব পাবে—শুধু মানবত্ব কেন—দেবত্ব পাবে। তোমার হৃদয় স্বর্গ সদৃশ—এ দীন সে স্বর্গ-রাজ্যের অভিলাষী

(বক্ষে ধারণ করিবার চেষ্টা)

(নেপথ্যে "হরিনাম অবলেরি বল" ইত্যাদি)

পূর্ণা (সবলে সেনাপতিকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) শক্তি . শক্তি প্রভু! শক্তি দাও . তোমার বজ্র বুকে হান, অনাথের নাথ রক্ষা কর।

(সেনাপতি মুগ্ধ নয়নে পূর্ণাকে দর্শন)

নেপথ্যে অতুল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ মহারাজ রাজেন্দ্র চোল্ বাহাদুরের আদেশ লিপি—

(সৈন্যগণ সহ মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী সেনাপতি! রাজ্যেশ্বরের আদেশ লিপি, বন্দিনীকে নিয়ে যাবার আদেশ

পূর্ণা ধন্য, ধন্য প্রভু বিপদ ভঞ্জন . .

মন্ত্রী (পূর্ণার প্রতি) অবিলম্বে আমার অনুসরণ কর প্রহরী! তোমরা বন্দিনীকে নিয়ে এস

(প্রস্থান।

সেনাপতি। (গমনোদ্যত পূর্ণার প্রতি) ক্ষমা দেবি! ক্ষমা কর।

পূর্ণা। ক্ষমা চাও কার কাছে?

সেনাপতি। তোমার কাছে মোহে মত্ত হ'য়ে ভুল করেছিলাম, এখন ভুল ভেঙেছে; আজ শঙ্কররাওর পুনর্জ্জন্ম হোলো তোমার মনে আঘাত দিয়েছি—তবু ক্ষমা কি ক'রবে না?

পূর্ণা   আমি ক্ষমা ক'রবার কেউ নই। যাঁর শক্তির বিরুদ্ধে হাত্ তুলেছিলে তাঁরই কাছে ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমা ক'রবেন জানি, মনে রেখো তিনিই হরি দয়াময়! এখন তবে বিদায়, বিদায়!

[প্রস্থান

সেনাপতি   বিদায়? চিরদিনের মত বিদায়, না, না, আবার দেখা হবে পূর্ণা তোমার আমার মিলন অনিবার্য্য, যেমন ক'রে হোক্—আগে রাক্ষসদের গ্রাস থেকে তোমায় রক্ষা ক'রতে হবে এখন তবে উপায় চাই—শক্তি চাই শক্তি আপন শক্তির গর্ব্ব আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে, সে শক্তির চিন্তা আর নয় তবে শক্তি কোথায় পাই? পূর্ণা! পূর্ণা, তুমি যে শক্তির মহিমা দেখিয়েছ সেই প্রকৃত শক্তি; আর ভুল হবে না—সেই পথই আমাদের মিলনের পথ তবে হরি দয়াময়। শক্তি দাও—দাও শক্তি তোমার নাম ধন্য হোক্

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, রাজপথ   গান গাহিতে
গাহিতে সৈন্যগণের প্রবেশ

(গান)—

নাচত শঙ্কর গঙ্গাধর কেশব,
ভূত প্রেত দানব দৈত্য নিয়া সঙ্গে
ডমরু বাজত ডিমি, ডিমি, ডিমি, ডিমি, ডিমি,
ভোঁ, ভোঁ, স্বরস শিঙ্গা ফুকারে ঘন ঘন
হাড় মালা হড় হড়,
ত্রিশূল ঝণ, ঝং—ন,—ন,
ফণিগণ ছন, ছন—ন—ন
জটাজুট ঝড়, ঝড়
ধুম ধাম দপটী, কাঁপায়ে ধরণী
হর, হর, হর, বম্, বম্
বাণী ধরত সব হো

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক   নাও, নাও—প্রাণভ'রে গেয়ে নাও বাবা। কবে সুর বদ্‌লাতে হয় তার ঠিক্ নেই

১ম সৈন্য। তোমার স্বর কি বদ্‌লাই বদ্‌লাই ক'রছে নাকি খুড়ো ?

২য় সৈন্য এই বেশ বল, তাহ'লে কাজ সংক্ষেপ করেনি

৩য় সৈন্য কোথায় পথে পথে তাড়া ক'রে বেড়াব, তোমার ও বিপদ্ আমাদেরও অশেষ ক্লেশ।

৪র্থ সৈন্য তাইতে, এই বেশ ঠিক কথা বল, এখানেই সাবাড় ক'রে দি।

বিনায়ক ও বাবা, একেবারে সাবাড়! বল কি? আমার উপর এত অনুরাগ কেন বল দেখি? তোমাদের কাজ পাকাপাকে সই দিইনি তো বাবা!

১ম সৈন্য তবে, ওই স্বর বদ্‌লাই বদ্‌লাই কোরো না, বুঝলে?

বিনায়ক বুঝেছি, বুঝেছি। শোনো বাবা। তোমাদের ও স্বর, আমারও বেশ জানা আছে, শুনবে?

(গান)—

বববম্, বববম্, বববম্ ভোলা,
নাচে হর হরিবে।
জুটানিশ মাঝে জোকা সাজে,
আধ বিধু শোভে ভালে,
বিভূতি ভূষণ হাড় মালা।

নাচে সঙ্গে ভূত দলে
তালে তালে করতালে ;
শিঙ্গা ডমরু করে, ডিমিকি ডিমিকি বলে,
গঙ্গ শিরে দোলে কলকলে,
ফণিকুল ফণা তুলে
নাচিয় নাচিয়া করে খেলা

তবে কি জান দাদা এ শর্মার সুর বেসুর জ্ঞান কিছু কম, সব সুরে এক সুর বাজে, কারু সাধ্য নেই যে বোঝে, কোন্‌টা সুর কোন্‌টা বা বা সুর কিন্তু তোমরা যে একপেশে হ'য়ে ঠেকেছ দাদ যদি দৈবাৎ পাশ ফিরতে হয় তো একদম কুপোকাৎ হবে যে, তার খোঁজ রাখ কি ? এখন আপাততঃ কিঞ্চিৎ কারণ সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে মন্‌টা ঝাঁ, ঝাঁ ক'র্‌ছে

[প্রস্থান

২য় সৈন্য এ এক অদ্ভুত লোক, দিব রাত্রি মদে ডুবে দেদার মজা ক'র্‌ছে

৩য় সৈন্য। অদ্ভুত বটে, কিন্তু যতটা সোজা ভাব্‌ছ তা নয়, ওর ভণ্ডামি আছে

৪র্থ সৈন্য আছে বই কি যতগুলো কথা ব'লে গেল খুব সরল মনে হোলো না তো।

১ম সৈন্য   যাক্ গে ওর কথায় কি এসে যায়, ওর সাধ্যই বা কি

৩য় সৈন্য   সাধ্য কি ? ভণ্ডামী ক'রে ঘুরে বেড়ায়, ওর বদবুদ্ধি যোগায় খুব।

২য় সৈন্য   বুদ্ধি যোগাবে ই বা ক'রবে কি ? এক বোতল মদের কাঙ্গাল ওকে বশ ক'রতে কতক্ষণ

৪র্থ সৈন্য   অতটা সহজ মনে কোরোনা, বন্ধু গো ? একদিন ঠক্তে হবে

১ম সৈন্য।   আচ্ছা, আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। এখন চল, চল, মন্ত্রী মশায়ের তলব হয়েছে।

[প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক।   আমি মাতাল! আর তোমরা সব সাধু পুরুষ। আচ্ছা বাবা! দেখা যাবে, বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় ক'রব, বদবুদ্ধি যোগায় ঠিক। বোতল। বাবা বেঁচে থাক, তোমার কৃপায় আজ পর্য্যন্ত স্ববুদ্ধি কুবুদ্ধি অনেক যুগিয়েছে কিন্তু আনন্দেই কেটে যাচ্ছে; এখন সেনাপতি বাবাকে কিছু আনন্দ দান ক'রতে হবে, সেই সন্ধানে ফিরছি। ও বাবা! মাণিকযোড় আসছে যে, একটু স'রে পড়া যাক

(অন্তরালে অবস্থান)

(মন্ত্রী ও প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

বন্ধু পালাতো প্রায় শেষ হ'য়ে এল, এবার কথাটা একটু ঝালিয়ে নাও দাদা।

মন্ত্রী। এখনো অনেক বাকী।

বন্ধু কালতো মহাযজ্ঞে বোষ্টম গুলোকে আহুতি দেয়া যাবে, সেনাপতিটাকেও এই সঙ্গে জুড়ে দিও বুঝলে? বস্ তার পরে আর ভাব্না কি

মন্ত্রী যত সহজ মনে ক'রছিলাম এখন দেখ্ছি তা নয়, শ্রীরঙ্গমা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—সে এক প্রবল বিঘ্ন। তার চেষ্ট পূর্ণাকে উচ্ছেদ ক'রবে, আমার চেষ্টা তাকে রক্ষ ক'রব; আমার স্বার্থ সেনাপতিকে উচ্ছেদ্ করা, তার স্বার্থ তাকে রক্ষা করা, দেখি কোন্ দিক্ রক্ষা হয়।

বন্ধু। এযে বিষম সমস্ত, তার পর? উপায় কিছু স্থির করেছ?

মন্ত্রী। এক উপায় রাজার বিদ্বেষ রাজা বোষ্টমদের বিরুদ্ধে যে রকম ক্ষেপেছে, আর সেনাপতি তাদের টান্ যে রকম টান্ছে, তাতে শ্রীরঙ্গমাও তাকে রক্ষা ক'রতে পারে কি না [illegible]?

বন্ধু। তা হ'লেই তে তোমার পথ পরিষ্কার

মন্ত্রী। এখন কথ হচ্ছে, ওই মেয়েটাকে হাত্ করা

বন্ধু। যেতে দাও, যেতে দাও, স্ত্রীজাতি সব অনর্থের মূল, সর্ব্বথা ত্যজ্য। শেষটা কি ছকূল যাবে দাদা! সিংহাসনটা বজায় রাখ্‌লে অনেক স্ত্রীলোক জুটবে

মন্ত্রী। দেখা যাক্, আপাততঃ বোষ্টমগুলকে রাজসভায় হাজির ক'রে শেষ ক'রে ফেলা যাক্, তার পর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হবে প্রহরীগণ অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

পথিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পথিক কি তামাস রে ভাই, এ দিকে সৈন্যেরা পিটছে ওদিকে দুহাত তুলে নেচে গান ক'রছে।

২য় পথিক। যা বলিস্ ভাই! দেখে গা শিউরে ওঠে, থেকে থেকে আমার এ পাষাণ মনও কেমন করে!

১ম পথিক। আমার তো ভাই ইচ্ছে যায়, ওই সঙ্গে দু হাত তুলে নেচে বলি হরিবোল—হরিবোল।

২য় পথিক। আরে চুপ, চুপ, করিস্ কি ?

১ম পথিক। (নেপথ্যে কীর্ত্তন) আর করিস্ কি, শুনছিস ? কি মধুর, কি মধুর! (পথিকদ্বয়ের যোগদান)।

সুভাড়ুর প্রবেশ।

পথিকদ্বয়। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর,

সুভাড়ু আর শিব শঙ্কর, যে রকম দেখছি, শিব শঙ্করকে বুঝি বা পগার পার হ'তে হয়

পথিকদ্বয়। অ্যাঁ, অ্যাঁ, বল কি ? কি দেখলে ?

সুভাড়ু দেখলাম হরিনামের মহিমা। নাম ক'রতে ক'রতে বিভোর হ'য়ে চলেছে কোনে জ্ঞান নেই ; পথের দুধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, কারু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে—কেউ সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লেগে গেছে

পথিকদ্বয়। তারপর, তারপর ?

সুভাড়ু তার পর আর কি ? দেদার বন্দী বেড়ে যাচ্ছে—এর পর রাজাকে [illegible] বন্দী ক'রতে না হয় হরিবোল—হরিবোল।

(নেপথ্যে কীর্ত্তন, সুভাড়ু ও পথিকদ্বয়ের যোগদান)

গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। তোমরা কে ভাই ? পথের মাঝে দু হাত তুলে নাম কীর্ত্তন ক'রছ ?

সুভানু। তুমি কে ?

গোবিন্দ। ভয় নেই, আমি সেবক।

সুভানু ও পথিকদ্বয় } আমরাও সেবক

গোবিন্দ বল ভাই ধন্য হরি !

সকলে। ধন্য হরি ধন্য হরি !

সুভানু। একপাশে স'রে দাঁড়াও, রাজসৈন্য বন্দীদের নিয়ে আসছে।

(সুভানু ও পথিকদ্বয়ের পশ্চাতে গোবিন্দর
দণ্ডায়মান রাজসৈন্য পরিবেষ্টিত
বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন করিতে
করিতে প্রবেশ ও
ক্রমে প্রস্থান)

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক ! বাসরে ! একেবারে মাতিয়ে দিয়ে গেল, নামের জোর আছে সেনাপতি বাবা ! তোমার মনটা যে কেমন কেমন ক'রছে কেন তা এ মাতালও বুঝেছে আর দুটো চারটে দিন মাতলামি কর যাক্, তার পর বিনায়ক শর্ম্মা, তোমারও পথ দেখতে হবে, হরিবোল হরিবোল।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য ।

(স্থান রাজধানী, রাজপ্রাসাদ——শ্রীরঙ্গমার
মহল । গান গাহিতে গাহিতে
শ্রীরঙ্গমার প্রবেশ ।)

গীত ।

আজু পাগল মন হায় রে
প্রিয় দরশন আশে ব্যাকুল চঞ্চল ধায় রে,
না মানে শাসন বল কেমনে নিবারি তায়রে
আকুল আবেগ ভরা রমণী জীবন,
চরণে যাহার দিয়েছে শরণ,
কেমনে বল, পাশরি তাহায় রে ।

এখনো এলনা কেন ? খেলার পুতুল তো ভেঙে গেছে আর কি নিয়ে ভুলে ব'সে আছে। হায় রে! হায় পুরুষের মন ? কি কঠিন বজ্র দিয়ে বিধাতা গড়েছেন কি জানি! দিনে দিনে, পলে পলে, কত ভাবে মনোভাব

জানিয়েছি, এক দিন এতটুকু আশাও পাইনি, করুণা ক'রেও একদিন ফিরে চায় নি ; সেই অটল মনে টলেছে যার টানে, সে কেমন না জানি। যেমনি হোক্, তাকে উচ্ছেদ ক'রে দেখ্‌ব মন পাই কি না ; তা নইলে শ্রীরঙ্গমার সাধ মিট্‌বে কিসে ? অতৃপ্ত বাসনারাশি বক্ষে পোষণ ক'রে ছলন করা আর চলে না, এবার সংকল্প পূর্ণ ক'র্‌তে হবে

বাসবির প্রবেশ।

বাসবি সেনাপতি শঙ্করাও উপস্থিত

শ্রীরঙ্গমা। নিয়ে আয়, শিগ্‌গির নিয়ে আয়।

[বাসবির প্রস্থান।

সেনাপতির প্রবেশ।

স্বাগত, স্বাগত হে সেনাপতি

সেনাপতি। অসময়ে অন্তঃপুরে তলব কেন রাণীজি ! সেনাপতির সঙ্গে যা কিছু কাজ সভাগৃহেই শোভা পায়

শ্রীরঙ্গমা রাজসভা রাজকার্য্যের জন্য, রাজকার্য্য ছাড়া অন্য কাজেও সেনাপতির আবশ্যক হ'তে পারে।

সেনাপতি। অন্য কাজে সেনাপতির যোগ না থাকাই ভাল, সেনাপতির কাজ শুধু যুদ্ধ জয় করা।

শ্রীরঙ্গমা। যুদ্ধ জয় ক'রবার পরামর্শই চাই অনেক দিনের সাধ একটী হৃদয়রাজ্য অধিকার ক'রব ; সেনাপতি ! সাহায্য চাই ব'লেই স্মরণাপন্ন হয়েছি

সেনাপতি দক্ষিণাপথাধিপতির হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত যে তার কোন সাধ অপূর্ণ আছে ?

শ্রীরঙ্গমা। অনেক—অনেক সাধ অপূর্ণ আছে সেনাপতি ! একটী কাহিনী শোনাবার জন্যই আজ স্মরণ করেছি। প্রবলের অত্যাচারে এক দরিদ্র বিধবা শিশুকন্যা নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়—সে অনেক দিনের কথা। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বহুক্লেশে কন্যাকে পালন করেছিল প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রবার জন্য ক্রমে শৈশব অতিক্রম হ'লে, যৌবনের সঙ্গে যখন কন্যার সর্ব্বাঙ্গে অপরূপশ্রী উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন বিধবা তাকে রাজধানীতে নিয়ে এল—উদ্দেশ্য কন্যাকে রাজ্যেশ্বরের নয়ন গোচর করা সে পথ শীঘ্রই প্রশস্ত হোলো ; যে নরাধম পশু নিজ বাসনা চরিতার্থ ক'রবার জন্য রূপের নেশায় মত্ত হ'য়ে তাকে জীর্ণ কুটীর থেকে প্রাসাদে আনে, সেই তার অভ্যন্তর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খেলার সামগ্রীর মত তাকে রাজার হাতে তুলে দেয় কিন্তু সেই সময় কন্যার নয়ন গোচর হোলো এক অপূর্ব্ব পুরুষ—

বিধাতা'র শ্রেষ্ঠতম সৃজন, তার হৃদয় মন সেই দিনই বিক্রীত হোলো—তারই চরণে। রাজ ঐশ্বর্য্য সেই দিন থেকে তুচ্ছ হোলো, তাই রাজ সিংহাসনে ব'সেও তার হাহাকার মিট্‌ল না অভীষ্ট হৃদয় রাজ্য জয় ক'রবার বাসনা ক্রমে প্রবলতর হ'য়ে তাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে, সমস্ত অপূর্ণ বাসনারাশি একত্রিত হ'য়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেনাপতি। এযুদ্ধে জয় লাভ ক'রবার উপায় কি?

সেনাপতি। জয়ের সম্ভাবনা চিত্ত দমনে

শ্রীরঙ্গমা চিত্ত দমনের চেষ্টা বিফল হয়েছে, আকাঙ্খার ধন-লাভ ক'রতে হবে এই তার সংকল্প

সেনাপতি। কেন এ বাতুলতা। রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে, রাজ্যেশ্বরকে হস্তগত ক'রেও যদি আকাঙ্খার তৃপ্তি না হয়ে থাকে, ■ তার আকাঙ্খার নিবৃত্তি কিসে?

শ্রীরঙ্গমা। মনুষ্যত্বহীন রাজা আর তার ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি কোথা? রাজসিংহাসনে বসেছি সত্য, চিরদিন আশা পোষণ ক'রে আছি, সেই সিংহাসন থেকেই অভীষ্ট যে তা'কে জয় ক'রব। পুতুল খেলার সাধ সে তো শৈশবে মিটে গেছে, এখন জাগ্রত রমণীহৃদয়ের উন্মত্ত বাসনা পূর্ণ ক'রবার

মানুষ চাই; সেনাপতি! এখন বুঝেছ কেন স্মরণ করেছি ?

সেনাপতি রমণীর মন চিরদিন আমার অজ্ঞেয়, আমি কি বুঝব ?

শ্রীরঙ্গমা তবে আবো স্পষ্ট ক'রে বলি শোনো যৌবনের প্রথম আবেগে যখন প্রথম প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তুমি আমার মনে যে আদর্শ পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করেছিলে, শত প্রত্যাখ্যানেও তার লোপ হয় নি, রাজ্যেশ্বরের বাঞ্ছিত যে, সে তোমারি হৃদয়-রাজ্যের অভিলাষী

সেনাপতি রাজ্যেশ্বরের সেবক আমি, এবিষয়ে আমার কিছু ব'ল্বার অধিকার নেই

শ্রীরঙ্গমা রাজার সেবক তুমি ? ছিঃ ছিঃ সে পদ তোমাকে শোভা পায় না শোনো শঙ্কর, তুমি, রাজ্যেশ্বর হ'বে, সমগ্র দক্ষিণাপথবাসী তোমারই জয় ধ্বনি ক'রলে আমি জানি এ সাম্রাজ্য তোমার, তুমি তার যোগ্য অধিপতি

সেনাপতি এ বিদ্রোহের প্রস্তাবে আমি কেউ নই, ক্ষমা ক'রতে আজ্ঞা হয় রাণীজি ? রাজ্যেশ্বরের কানে একথা উঠ্‌লে, রাজকোপানলে ভস্মীভূত হ'তে হবে

শ্রীরঙ্গমা। ভীরু রাজার কোপানলকে ভয় কর তুমি ? আমাকে

ছলন ক'রবার চেষ্টা বৃথা সেনাপতি। তোমার যে শক্তি আছে—শত রাজ শক্তি একত্রিত হ'লেও—তোমাকে পরাস্ত ক'রতে পারে না, তুমি ভীত এই কাপুরুষের ভয়ে ?

সেনাপতি। আমি বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র—

শ্রীরঙ্গমা। তবে কোন্ সাহসে রাজার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে, বিদ্রোহী বৈষ্ণব রমণীকে আশ্রয় দিয়েছিলে ?

সেনাপতি। রাণীজি! এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রবার অধিকার একমাত্র রাজ্যেশ্বরেরই আছে। অন্য কোনো আদেশ না থাকলে এখন বিদায় হই।

(গমনোদ্যোগ)।

শ্রীরঙ্গমা। প্রবল বাসনার বশীভূত হ'য়ে তোমার কাছে আপনাকে নত করেছি ব'লে একেবারে উপেক্ষা কোরোনা, আপনার শক্তির গর্ব্বে অপথে চোলোনা। একদিন দেখ্‌বে এই দীনহীন স্ত্রীলোকই তোমার শক্তির উপর শক্তি ধারণ করেছে, তখন ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে হবে—এই পদতলে। শঙ্কর! এখনো বিবেচনা কর, এ বালিকার মোহ নয়, রমণীর জীবন ভরা গভীর প্রেম —ক্ষুধিত-তৃষিত হ'য়ে আছে—তোমারই পথ চেয়ে— আর এমন সাম্রাজ্য—এর চেয়ে বেশী আর কি চাও ?

সেনাপতি কি চাই? আর যাই চাই—অন্তর্যামী জানেন—রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য, কিছু চাই না। ভোগের চিন্তা দূর হ'য়ে গেছে

শ্রীরঙ্গম। কার জন্য? একটা সামান্য স্ত্রীলোক, পথের ভিখারী—বৈষ্ণব—সে প্রেমের কি জানে—কি বোঝে? ছিঃ ছিঃ লজ্জায় ম'রে যাই, সেনাপতি শঙ্কররাও মুগ্ধ তার প্রেমে?

সেনাপতি সমগ্র দক্ষিণাপথবাসী তার সম্বন্ধে কি বলে তাতে আমার কি এসে যায়? আমি জানি সে রমণী ত্রিভুবনের আকাঙ্খার ধন, তার পবিত্র মনে ঘৃণ নাই, বিদ্বেষ নাই, কোনো নীচ বাসনা তাতে স্থান পায় না; সমগ্র রাজধানীতে—শুধু তা কেন? আমার জগতে এমন পবিত্র, এমন সুন্দর আর নাই

শ্রীরঙ্গমা সে যে বৈষ্ণব? রাজ বিদ্রোহী! সমাজের ত্যাজ্য? তার মধ্যে এমন কি আছে যাতে তুমি অন্ধ হয়েছ।

সেনাপতি। বৈষ্ণবধর্ম্মের কি শক্তি আছে জানিনা, তবে এই পর্য্যন্ত ব'লতে পারি, তাতে যদি রমণীকে এত কোমল, এত মধুর ক'রে, তাহ'লে শুধু এ সাম্রাজ্য কেন, সমস্ত পৃথিবী এধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে

শ্রীরঙ্গমা। তোমার এত সাহস? একথা স্পষ্টাক্ষরে ব'লছে আমারই কাছে?

সেনাপতি। শুধু রাণীজির কাছে কেন? আবশ্যক হ'লে সমস্ত জগৎবাসীর কাছে ব'লতে দ্বিধা ক'রব না।

শ্রীরঙ্গমা। একথা যদি প্রকাশ করি?

সেনাপতি। রাণীজির ইচ্ছা।

শ্রীরঙ্গমা। রাজ সভায়?

সেনাপতি। অনায়াসে

শ্রীরঙ্গম। তার পর?

সেনাপতি। তার পর কি দেবতা জানেন।

শ্রীরঙ্গমা। তবে তোমার ইষ্টদেবতার দোহাই, সে স্ত্রীলোকের মায়া ত্যাগ কর।

সেনাপতি। কিছুতেই নয়।

শ্রীরঙ্গমা। ভেবে দেখ, আমার ঘৃণা, রাজার বিদ্বেষ, এই দুই একত্রিত হ'লে কি না হ'তে পারে? তারপর তোমার অবনতি, মন্ত্রীর আকাঙ্খা সব ভেবে দেখ, এখনো সময় আছে।

সেনাপতি। রাণীজির ঘৃণা, রাজ্যেশ্বরের বিদ্বেষ, আর সমগ্র সাম্রাজ্যের শক্তি একত্রিত হ'লেও শঙ্কররাও যা চায় তা ছাড়াতে পারে না। সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে যা দেখেছি তাতে আমার মন পবিত্র হ'য়ে গেছে। আমার অন্তরাত্মা শুধু তাকেই চায়। তার কাছে

সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, উচ্চ পদের অভিমান, এমন কি সাম্রাজ্যও তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ আমার মনের কথা খুলে বল্লাম, এখন রাণীজির ক্ষমতায় যা থাকে ক'রবেন শঙ্কর রাওর মন আর ফেরাতে পারে—অন্তর্য্যামী জানেন—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই

শ্রীরঙ্গমা এই তোমার শেষ কথা ?

সেনাপতি এই আমার শেষ কথা

শ্রীরঙ্গমা তবে আমার শেষ কথা শোনো শঙ্কররাও ! সেই স্ত্রীলোককে অগ্নি কুণ্ডে সমর্পন ক'বব, যদি আবশ্যক হয় তোমারও সঙ্গে যেতে হবে

সেনাপতি রাণীজির জয় হোক্।

[প্রস্থান

শ্রীরঙ্গমা। ছিঃ ছিঃ এত অপমান ? কার জন্য ? সেই ভিখারী স্ত্রীলোক—তার জন্য উপেক্ষা আমাকে ? হায় মন, এই গর্ব্ব, এই অভিমান তোর ? আঃ—আঃ কোথায় ঘৃণা কোথায় শক্তি ? হে দেবতা ! হে রুদ্র ! আমার মাথা যেমন নত হয়েছে—তেমনি তা'র মাথা নত হোক্—ধুলোয় সমস্ত পৃথিবী ঘৃণা করুক্—ত্যাগ করুক্—ধর্ম্মদ্রোহী—পাপী—পাষণ্ডকে আর নয়—আর অন্য চিন্তা নয় প্রেমের আশা—সুখের স্বপন

দূর হ'য়ে যাক এইবার দৃঢ় সংকল্প—যেমন করে হোক্—উচ্ছেদ ক'রব তাকে, নয় তো শ্রীরঙ্গমার নাম লোপ হবে। কিন্তু হায়! হায়! আমার এ অন্তর্দাহ জুড়ে'বে কিসে? ওঃ—

(শয্যায় পতন)।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, রাজপ্রাসাদ—সভাগৃহ।

উপস্থিত রাজা, শ্রীরঙ্গমা, মন্ত্রী

অন্যান্য সভাসদ্‌গণ এবং

শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ণাচার্য্য

ও কূরেশ।

রাজা মন্ত্রী! সর্ব্বাগ্রে সেই দাম্ভিক দুরাত্মা রামানুজকে উপস্থিত কর, তার বিচার আগে হোক। আজ তার দুঃসাহসের পরিচয় ভাল ক'রে নেব

মন্ত্রী রাজন্, যে দিন আমরা মঠ আক্রমণ করি, সেই দিন সে ছদ্মবেশে পলায়ন করেছে, তার পশ্চাতে বহু সৈন্য পাঠিয়েছি; শুনতে পাই মহীশূর অভিমুখে গেছে।

রাজা। এতদিনেও তাকে ধ'রতে পারলে না? জীবিত কি মৃত? আমার সমগ্র সাম্রাজ্যে এমন কেউ নেই কি, যে তাকে ধ'রে এনে দিতে পারে?

শ্রীরঙ্গমা আছে, আছে মহারাজ! এক জন আছে, তার অসাধ্য কিছু নেই—কিন্তু আপাততঃ সে অক্ষম। তার বাহুবল, তার রাজভক্তি, গ্রাস করেছে এক বিদ্রোহী স্ত্রীলোক। মহারাজ! তাকে মুক্ত কর, সেই স্ত্রীলোকের প্রেমপাশ থেকে, তোমার সব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে

রাজা তাই ক'র্তে হবে। আপাততঃ যারা উপস্থিত আছে তাদের বিচার শেষ হোক

মন্ত্রী। (পূর্ণাচার্য্যকে এবং কুরেশকে রাজার সম্মুখীন করিয়া) এই রামানুজের গুরু এবং এই তার প্রধান শিষ্য। এরা যা ব'লবে সকল বৈষ্ণব তাই ব'লবে, এদের বিচার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক

রাজা এই গুরু? এ আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রলে এর শিষ্য যে তারও স্বীকার করা হবে?

মন্ত্রী। সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

রাজা। (পূর্ণাচার্য্যের প্রতি) ব্রাহ্মণ তুমি জান কি অপরাধে তোমাকে বন্দী করা হয়েছে?

পূর্ণাচার্য্য বিনা অপরাধে

রাজা   তুমি বিদ্রোহী

পূর্ণাচার্য্য   তার প্রমাণ আবশ্যক

রাজা   তুমি আমার সাম্রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেছ ?

পূর্ণাচার্য্য   না, সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই ; আমি আপন মনে আপনার কাজ করি, যাঁর ধর্ম্ম তিনি আপনি প্রচার ক'রছেন

রাজা   আমার প্রজা মাত্রেরই আমার ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, এই আমার আদেশ তা জান ?

পূর্ণাচার্য্য   মহারাজ, আমার সর্ব্বত্র অবাধগতি, কোনো নির্দ্দিষ্ট বাস নাই, সুতরাং আমি কারু প্রজা নই। সকলের রাজা যিনি তাঁর আদেশ ছাড়া আর কারু আদেশ পালন ক'রতে বাধ্য নই

রাজা। তুমি আপাততঃ আমার বন্দী, অন্ততঃ আজকার দিনে তোমার স্বীকার ক'রতে হবে আমি রাজা, তুমি আমার প্রজা।

পূর্ণাচার্য্য   তাতে কোনো হানি নেই

রাজা   তবে আমার আদেশ, স্বীকার কর শিবাৎ পরতরং নাস্তি

পূর্ণাচার্য্য   (নিরুত্তর)

রাজা   আদেশ পালন না ক'রলে, গুরুতর দণ্ড ভোগ ক'র্‌তে হবে, জান ?

পূর্ণাচার্য।   জানি

রাজা।   তবে বিলম্ব কেন? নম্র বল 'শিবাৎ পরতরং নাস্তি"

পূর্ণাচার্য।   তোমার রাজার আদেশ নাই

শ্রীবৎস।   মহারাজ এখনো দ্বিধা ক'রছ? আদেশ করুন, বিদ্রো-হীর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুরকে খাওয়াবে

রাজা।   আমি তোমার রাজা, আদেশ ক'রছি, তোমাকে ব'লতে হবে 'শিবাৎ পরতরং নাস্তি"

পূর্ণাচার্য।   এ আদেশ পালন ক'রতে আমি অক্ষম

শ্রীবৎস।   তবে দণ্ড গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত হও।

পূর্ণাচার্য।   প্রভুর কৃপায় প্রস্তুত আছি

রাজা।   মন্ত্রী একে নিয়ে যাও, যে চক্ষু রাজাসনে রাজাকে দেখেও স্বীকার করে না, সে চক্ষুদ্বয় উৎপাটন ক'রে ফেল, এই আমার আদেশ। (কুরেশের প্রতি) তোমার কি অভিপ্রায়?

কুরেশ।   গুরুদেব যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ ব্যতীত অন্য পথ জানি না

রাজা।   সাধ ক'রে বিনাশের পথে যাবে কেন? স্বীকার কর "শিবাৎ পরতরং নাস্তি'।

কুরেশ।   অসম্ভব—অসম্ভব, "অস্তি দ্রোণমতঃ পরং"

রাজা।   আরে দাম্ভিক দুরাত্মা! এত সাহস তোর?

কুরেশ প্রভুর কৃপায় যে জ্ঞানের আলোক পেয়েছি তাতে অন্য কিছু স্বীকার ক'রতে অক্ষম

রাজা এত জ্ঞানের গর্ব্ব তোমার ? আচ্ছা তোমার আলোক চির অন্ধকারে পরিণত ক'রছি। মন্ত্রি! যে পথে এর গুরুদেব গেছে সেই পথে একেও পাঠাও ; চক্ষুদ্বয় উৎপাটন ক'রে একে রাজপথে ফেলে রাখ, সকলে দেখুক ধর্ম্মদ্রোহীর শাস্তি কি

শ্রীরঙ্গমা অন্য বন্দীদের বিচার শেষ হোক তবে

রাজা আজ মহাযজ্ঞে বৈষ্ণব আহুতি দিতে হবে, মন্ত্রী! আয়োজন কর।

শ্রীরঙ্গমা প্রকাশ্য স্থানে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হোক দিবসের আলো যখন নির্ব্বাপিত হ'য়ে আসবে, বৈষ্ণবরক্তে-প্রজ্জ্বলিত-অগ্নি-শিখায় তখন দিক দিগন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে ; আমরা উপস্থিত থেকে সে মহাযজ্ঞ দেখব। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলকে আজ অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে হবে ; দেখো মন্ত্রীবর কেউ বাদ না যায়

রাজা প্রিয়ে আজ বড় আনন্দের দিন

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত সেনাপতি শঙ্কররাও সভায় আগত

[প্রস্থান

রাজা। শঙ্কর ? শঙ্কর এ সময় কেন ?

শ্রীরঙ্গমা। এত চঞ্চল কেন মহারাজ ? সেনাপতিকে এত ভয় ?

রাজা। ভয় নয়, ভয় নয় প্রিয়ে। লজ্জা, চক্ষুলজ্জা শঙ্করের প্রার্থনা আমি উপেক্ষা ক'রতে অক্ষম

শ্রীরঙ্গমা। কেন মহারাজ রাজধর্ম প্রতিপালন ক'রতে হ'লে চক্ষুলজ্জা শোভা পায় না

রাজা। শঙ্করের তরবারীই যে আমার বল—সে কথা আমি ভুলতে পারি না।

শ্রীরঙ্গমা। তাই তার এত স্পর্দ্ধা

মন্ত্রী। এই সঙ্গে সেনাপতির বিচারও হ'য়ে যাব

শ্রীরঙ্গমা। যদি আবশ্যক হয়

রাজা। এ বিচারের ভার তুমি নাও শ্রীরঙ্গমা। আমাদ্বারা হবে না।

শ্রীরঙ্গমা। সেই ভাল

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারাজ রাজাধিরাজের জয় হোক্

রাজা। স্বাগত, স্বাগত শঙ্কর। কি সংবাদ ?

সেনাপতি। আজ ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে এসেছি—রাজ্যেশ্বরের কাছে

রাজা। ক্ষমা ভিক্ষা? কিসের ক্ষমা? সেনাপতি শঙ্কররাও এমন কি গর্হিত কাজ করেছে, যার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছে, প্রকাশ্যে—রাজ সভায়?

সেনাপতি। ক্ষমা আমার জন্য নয় মহারাজ! এক ভিখারিণী রমণী—তার দ্বারা সাম্রাজ্যের কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই—ভিক্ষা তারই জন্য

রাজা। সে রমণী তোমাকে অপমান করেছে—তুমি ভিক্ষা চাইতে এসেছ তারই জন্য?

সেনাপতি। অপমান যদি ক'রে থাকে তো আমাকে, মান যদি দিয়ে থাকে সেও আমায়, রাজ্যেশ্বরের কাছে সে নির্দ্দোষ।

শ্রীরঙ্গমা। বৃথা চেষ্টা সেনাপতি! রাজ্যেশ্বর জানেন সে স্ত্রীলোক বিদ্রোহী

সেনাপতি। এ অভিযোগ কার?

শ্রীরঙ্গমা। তাতে সেনাপতির কি প্রয়োজন?

সেনাপতি। প্রয়োজন আছে। যাদের পক্ষে কেউ নেই তাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার ধর্ম্ম

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয় শপথ ক'রে ব'লতে পারেন কি, যে, এ স্ত্রীলোক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী নয়?

সেনাপতি। এক রাজ্যেশ্বর ব্যতীত অন্য কারু কাছে কোনো

শপথ ক'রবার প্রয়োজন আমার নাই রাজন্, আমার বক্তব্য যা কিছু আপনাকেই ব'লে যাই—বিচার আপনারই ক'রতে হবে আজ পর্য্যন্ত শঙ্করবাও রাজার আদেশ প্রাণপণে পালন ক'রতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, এ কথা রাজ্যেশ্বরের অবিদিত নয়

রাজা। জানি, জানি শঙ্কর। তোমার মত বন্ধু দুর্লভ

শ্রীরঙ্গমা বিদ্রোহ দমনের আদেশ কতদূর পালন করা হয়েছে সে কথা কি ভুলে গেলে মহারাজ.

সেনাপতি সে কাজ শেষ ক'রবার ভার মন্ত্রী স্বয়ং নিয়েছেন।

শ্রীরঙ্গমা আদেশ পালনে সেনাপতির বিশেষ অমনোযোগ দেখায় রাজ্যেশ্বর স্বয়ং সে ভার মন্ত্রীকে দিয়েছেন।

সেনাপতি মহারাজ। এ অধীনের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের বলেই এতদিন এ সাম্রাজ্য ঠিক রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি, সে বিশ্বাস আরও কিছুদিন অটুট থাক। সম্প্রতি চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, নানা অত্যাচার ও উৎশৃঙ্খলতায় এ সাম্রাজ্যে ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়; তথাপি এই বাহুবল সকল অবস্থায় রাজ্যেশ্বরকে রক্ষা ক'রতে প্রস্তুত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শঙ্করবাও রাজার দাসানুদাস হ'য়ে থাকবে, শুধু একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন, সামান্য রমণীর প্রাণ দান

শঙ্কর কোনো দিন কোনো প্রার্থনা জানায় নি, এ সামান্য প্রার্থনা রাজ্যেশ্বরের অগ্রাহ্য হবে, সম্ভব না।

শ্রীরঙ্গম। সেনাপতি! রাজ্যেশ্বর আজ প্রকাশ্যে এ বিচারের ভার আমার হাতে অর্পণ করেছেন আমার আদেশ সেই বিদ্রোহী স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড হবে।

সেনাপতি। একি রাজ্যেশ্বরেরই আদেশ? ভিখারিণী রমণী, পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, তার সঙ্গে বিদ্রোহের যোগ কোথায়? মিথ্যা অভিযোগ—মিথ্যা।

শ্রীরঙ্গম। এ স্ত্রীলোককে রক্ষা ক'রবার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি?

সেনাপতি। থাক্‌লেও প্রকাশ ক'রবার কোনো প্রয়োজন নাই

শ্রীরঙ্গম। প্রয়োজন হ'তে পারে আত্মরক্ষার্থে বিদ্রোহীর পক্ষ সমর্থন ক'রলে সেও বিদ্রোহী গণ্য হবে, রাজ্যেশ্বরের আদেশ ছিল তাই।

সেনাপতি। কে বিদ্রোহী? বিদ্রোহের প্রমাণ কোথায়?

মন্ত্রী। প্রমাণ তার বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করা

সেনাপতি। মন্ত্রীবর! ধর্ম্মের লেশমাত্র তোমাতে থাকলে বুঝতে, ধর্ম্মে পার্থক্য নাই। অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্যে যোগ না দিলেই যদি বিদ্রোহী গণ্য হ'তে হয়—তো সে পাপে অনেকেই পাপী।

মন্ত্রী সেনাপতি স্বয়ং তার মধ্যে একজন। মহারাজ! এখনো সন্দেহ আছে কি? সেনাপতি নিজে বিদ্রোহী।

সেনাপতি। ধিক্, ধিক্, তোমার জঘন্য হিংসা প্রবৃত্তিকে ধিক্। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছ? মন্ত্রীবর! তুমি কি জান না সে নিষ্পাপ রমণীর দ্বারা সাম্রাজ্যের কোনে অনিষ্ট সম্ভব নয়? বল সত্য কি না?

রাজা। বিদ্রোহী রামানুজের সংশ্রবে যে যেখানে আছে সকলেই বিদ্রোহী।

সেনাপতি। এ বিদ্রোহের সৃজন করেছে কে মহারাজ, আপনার র'াজছত্রতলে রাজপ্রসাদ ভোগ ক'রে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করে যারা, তারাই আপন নীচ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পাশব অত্যাচার ক'রে সাম্রাজ্য উৎশৃঙ্খল ক'রে তুলেছে; তা নইলে কে জানতো, রামানুজ নামে কে, কোথায়, কি চিন্তায় দিন যাপন ক'রছে

মন্ত্রী। রাজ্যেশ্বরের আদেশ পালন করা রাজ-প্রসাদ-ভোগী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সেনাপতি। কর্ত্তব্য? আঃ মন্ত্রীবর! এই কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে প্রতিদিন কি জঘন্য অত্যাচার চ'লছে রাজ্যেশ্বরকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করান রাজপ্রসাদ-ভোগী মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয় কি?

শ্রীরঙ্গমা বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় অতিবাহিত ক'রবার প্রয়োজন নাই, সে স্ত্রীলোক বিদ্রোহী হোক কি না হোক, আমার আদেশ তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করা হবে

সেনাপতি এ আদেশ কার?

রাজা। রাণীর আদেশ।

সেনাপতি রাণীর আদেশ যে সিংহাসনে ব'সে আবহমান কাল থেকে রাজ্যেশ্বর আদেশ প্রচার করেছেন, আর অনুচর-বর্গ সে আদেশ ভক্তিভরে পালন ক'রে ধন্য হয়েছে, স্বয়ং রাজাধিরাজ বর্ত্তমান থাকতে—রাণী শ্রীরঙ্গমার আদেশ—ধৃষ্টতা মাপ্ ক'রতে আজ্ঞা হয় মহারাজ!—শঙ্কররাও শুনতে প্রস্তুত নয়। আমার আবেদন তবে সেই রাজা-সনকেই জানিয়ে যাই, যে আসনে ব'সে হিন্দু রাজ্যের সকল রাজা সুবিচার দান করেছেন

রাজা সেনাপতি! এই আসনে ব'সে কেউ কি স্বরাতে রম-ণীতে আত্মদান করেছিল? বিচার চাও কার কাছে?

সেনাপতি বিচার কে চায়? আমি ভিক্ষা চাই—একটী ভিখা-রিণীর প্রাণ! আমি শপথ ক'রছি সে এ সাম্রাজ্যের ছায়া আর স্পর্শ ক'রবে না, তার প্রাণদান করুন। দক্ষিণাপথাধিপতি এ ভিক্ষা দিতে অক্ষম আমাকে? এ আসনে আপনাকে অটল রাখতে শঙ্কররাও কি না

করেছে ? বারংবার বিপক্ষদলের আক্রমণে যখন চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠেছিল, তখন সেনাপতির তরবারী অলস থাকলে, কোথায় থাকতো এ সাম্রাজ্য, কোথায় থাকতেন রাজ্যেশ্বর ! এতদিন শুধু রাজসম্মান রক্ষা করাই এক মাত্র কর্ত্তব্য মনে করেছি, তাই আপনার অসীম প্রতিপত্তির গর্ব্বে, আপনার স্বতন্ত্র, উন্নত, রাজ্যে বাস ক'রে এসেছি সম্প্রতি বিদ্রোহদমনের ছলে যে ভীষণ অত্যাচার চলেছে—সে দিকে সহসা দৃষ্টি পড়ে গেছে, অসহায় রমণীর কাতর নয়নে অশ্রু কর্ত্তব্যের পথ খুলে দিয়েছে মহারাজ শক্তির গর্ব্বই সার নয়—প্রেম আছে, ভক্তি আছে, নির্ম্মল আনন্দ আছে, তাই আজ রাজ্যেশ্বরের কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যেশ্বরের মঙ্গলের জন্য, আজ প্রকাশ্যে, রাজ সভায়, সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। শঙ্করাওর জানু কখনো নত হয় নি—আজ নতজানু যোড়করে ভিক্ষা চাই—ভিক্ষা মহারাজ !

রাজা। শ্রীরঙ্গম্ !

শ্রীরঙ্গম্। দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা কাপুরুষের কাজ, রাজধর্ম্মে করুণা চলে না। আজ সেই স্ত্রীলোকের প্রাণদান

ক'বলে, কাল সেনাপতি নিশ্চয় বিদ্রোহী হবে; প্রশ্ন ক'রে দেখ মহারাজ। তার সঙ্গে সেনাপতির কি যোগ?

রাজ শঙ্কর সে স্ত্রীলোকের প্রাণ তোমার কাছে এত কি বহুমূল্য? সে তোমার কে?

সেনাপতি সে আমার কে? কে বুঝবে সে আমার কে? সে আমার মনের আরাম, আত্মার বিশ্রাম, জীবনের শান্তি; যিনি এ বিশ্ব সংসার স্বজন করেছেন—তিনি তাকে আমার অংশরূপে পাঠিয়েছেন, আমার জীবনের সকল কলুষ নাশ ক'রে আমাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে আমার আত্মা যেমন প্রকৃত আমার, আমার প্রাণবায়ু যেমন নিশ্চিত আমার, সেও তেমনি আমার

শ্রীরঙ্গমা তবে তার মৃত্যু ভাল সে আপাততঃ রাজার বন্দী, নিশ্চয় জেনে তার অব্যাহতি নেই, মৃত্যু অনিবার্য্য—তাকে অগ্নিতে সমর্পণ করা হবে—কাল প্রাতে

সেনাপতি। তার মৃত্যু সম্ভব রাণীজি। আমার প্রাণ থাকতে নয় মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি, এত প্রেম আছে আমার এমন শৃঙ্খল, এমন প্রহরী, এমন কারাগার, এমন শক্তি কোথাও নেই যে তাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারে? যে দিন তার প্রাণবায়ু বন্ধ হবে সে দিন শঙ্কররাও লোপ পাবে

রাজা। কেন ?

সেনাপতি। কেন ? তার সঙ্গে সকল শোভা, সকল মাধুর্য্য লোপ পাবে, জগতের আলো নিভে যাবে, চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হবে—বিষাদে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমগ্র পৃথিবী নিমগ্ন হবে—প্রভাত আর আসবেনা।

রাজা। আমরা বেঁচে থাকব তো ?

সেনাপতি কেউ বেঁচে থাকবে ? হা-হা-হা-হ—যারা তার মৃত্যুর পথ প্রসারিত করেছে তাদের মধ্যে কেউ নয়। তার মৃত্যু যে দিন হবে, সে দিন মন্ত্রী বীররাঘব, রাণী শ্রীরঙ্গা এমন কি স্বয়ং রাজা রাজেন্দ্র চোলও বাচবে না—এই শঙ্কররাওর পণ

রাজা শঙ্কর তোমার এত প্রবল প্রেম, তুমি এত শক্তি ধারণ কর যদি, তাকে রাজার ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে বল, তার প্রাণ রক্ষা হবে যে দিন সে বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ ক'রবে, সে দিন আমি আপন হাতে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব , কিন্তু যত দিন সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্যাগ না ক'রবে, ততদিন সে বিদ্রোহী, যথাবিধি দণ্ড তার গ্রহণ ক'রতে হবে

সেনাপতি তার ধর্ম্মই তার শক্তি, সে শক্তির মহিমা যে অনুভব করেছে সেই জানে তার ধর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভব কিনা

মন্ত্রী তার পক্ষ সমর্থন ক'রে সেনাপতিও বিদ্রোহী আর সন্দেহ নেই

শ্রীরঙ্গমা। অন্ততঃ রাজাদেশ অবহেলার অপরাধে দণ্ডনীয়। মহারাজ। আজ বিচারের ভার আমার 'উপর প্রকাশ্যে দিয়েছ, আমার আদেশ—যে পদের গৌরবে সেনাপতির এত গর্ব—অযোগ্য বিবেচনায়—সে পদ থেকে তাকে বঞ্চিত কর গেল সেনাপতি শঙ্করাও যতদিন পুনরাদেশ না পাও রাজকার্য্যে তোমার কোনো অধিকার থাকবেন মহারাজ আজবার মত কাজ শেষ

সেনাপতি রাণীজির জয় হোক্, আজ [illegible] শঙ্করাও যে সাম্রাজ্য স্ত্রীলোকের খেলার সামগ্রী, যে সাম্রাজ্য শুধু স্বার্থসিদ্ধি এবং নীচ বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, সে সাম্রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ ক'রে আজ কৃতার্থ হ'লাম মহারাজ। রাজ অধিরাজ. বিদায়!

(তরবারী ত্যাগ)

রাজা। একি স্বপ্ন?

সেনাপতি স্বপ্ন নয় মহারাজ। দুর্দ্দিনের কুহেলিকা ভেদ্ ক'রে, সত্য আপনি প্রকাশ পাচ্ছে সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার! স্বার্থপর মানব পিশাচের দল আপন আপন উদ্দেশ্য-

সন্ধির উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত, আপনার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত কোনো সুকৃতি থাকে তো তারই মহিমা আপনাকে রক্ষা ক'রবে, ততদিন সাবধান!! শঙ্করাজের হস্ত সহোদরের বিরুদ্ধে কখনো উত্থিত হবে না কিন্তু রাণী জি রজগা! আবার সাক্ষাৎ হবে, এই রাজধানীতে, তখন শঙ্করাজ ভিক্ষাপাত্র হাতে আসবে না, শক্তি আর অস্ত্র গর্ব নিয়ে আসবে—সত্য প্রকাশ ক'রতে— ততদিন বিদায় বাণী জি!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী—কারাগারের সম্মুখের পথ।*

উপস্থিত—প্রহরীদ্বয়।

১ম প্রহরী আর তে পারা যায় না ভাই। শুক্‌নো মুখে আর কতক্ষণ চলে।

২য় প্রহরী ঠিক বলেছ দাদা। ঠিক বলেছ, মন্ত্রী মহাশয় আর তার চেলা মশায়ের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল

১ম প্রহরী। তাদেরও সোয়াস্তি নেই, ঘড়ি ঘড়ি আসছে আর খুঁচিয়ে তুলছে

২য় প্রহরী আরে দাদা! তাদেরও প্রাণের ভিতর ধুক্ ধুক্ ক'রতে লেগেছে—কখন বা সেনাপতি গোল্ বাধায় যাক্ বাবা! ধর্ম্মের ঢাক্ আপনি বাজবে, সেনাপতির সঙ্গে চালাকী?

১ম প্রহরী তাইতো সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড কোথাকার এক বাইজী, সে হোলো শাসন কর্ত্তা, তেমনি মন্ত্রী জুটেছে বীররাঘব ধর্ম্মের ঢাক্ বাজবে, বাজবে

২য় প্রহরী শুনছি সব সৈন্য সেজে ব'সে আছে, সেনাপতির সঙ্গে সব বেরিয়ে পড়বে

১ম প্রহরী। দেখ্‌বে তখন রাজ্য রক্ষা করে কে ?

২য় প্রহরী। ওরে চুপ্‌, চুপ্‌, আস্‌ছে আবার, উঠে পড়া যাক্।

(মন্ত্রী ও বন্ধুর প্রবেশ।)

মন্ত্রী ওরে দোর খোল্—(বন্ধুর প্রতি) যাও, ছেলেটা আর স্ত্রীলোকটা ছাড়া সব গুলোকে নিয়ে এস। ও দুটোকে সব শেষে পার করা যাবে।

(দ্বার উদ্ঘাটন—বন্ধুর কারাগার অভ্যন্তরে গমন)

(প্রহরীর প্রতি) তোরা সাবধান আছিস্ তো ?

১ম প্রহরী। খু—ব, পায়ের নখ ছিঁড়ে গেল, তাও বস্‌তে সাহস পাই না।

২য় প্রহরী। এই ঘুম পেলে আপনার গায়ে আপনি চিম্‌টি কেটে জেগে থাকি, এত সাবধান।

মন্ত্রী বেশী বকিস্‌নে, বুঝলি ? জানিস্‌তো রাণীজির আদেশ, কয়েদী যদি পালায় তো সেই খায়গায় তোদের জ্যান্ত পোড়ান হবে।

১ম প্রহরী। জানি বইকি, আপনাদের কৃপায় ওকটা কথা ঠোটস্থ হ'য়ে গেছে।

(বন্দীগণ সহ বন্ধুর বাহিরে আগমন ও দ্বার রোধ)

মন্ত্রী তবে চল ভাই। আগে এদের সাবাড় করা যাক্, তার পর স্ত্রীলোকটাকে একবার ভজান যাবে, কথা শোনে তো ভাল

বন্ধু আমি বলি সাফ ক'রে দেওয়াই ভাল, ও আপদ রাখায় কাজ কি ?

[বন্দীগণ সহ উভয়ের প্রস্থান।

২য় প্রহরী এবার খানিক বস যাক্, কিন্তু দাদা, এমন অবসর শুধু শুধু কাটছে, একটু মজা হচ্ছে না

(বোতল হস্তে বিনায়কের প্রবেশ)।

বিনায়ক ইস্—যেন চড়কি পাক খাচ্ছে; পায়ের নীচে চাকা বেঁধে ঘুর ঘুর ঘোরা আচ্ছা বাবা! সবুর কর, আমিও খাওনি ঘোরাব আগে একটু টেনে নেয় যাক্ (মদ্যপান)

১ম প্রহরী। কেও—খুড়ো যে ?

২য় প্রহরী আরে এস এস খুড়ো। কথা না ক'য়ে গলা কাঠ হ'য়ে গেছে।

বিনায়ক তোমরা কে বাবা পিশাচের দোসর। দ্বার রক্ষা ক'রছ বুঝি ? কি চাই ?

১ম প্রহরী। চাই তোমার সঙ্গে দুটো কথা।

বিনায়ক আর ?

২য় প্রহরী আর খুড়ো! দয়া ক'রে যা দাও

বিনায়ক। তাই বল, তাই বল—আচ্ছা বাবা! তাই সই, এখা-নেই আড্ডা জমান যাক্ (স্বগত) মতলব্ হাঁসিল, সেনাপতি বাবা! মাতালকে চিনলে না, এইবার চিনতে হবে।

(মদের বোতল সহ উপবেশন)

১ম প্রহরী। সঙ্গে সঙ্গে চলে যে খুড়ো! আজ কাল দেদার মজা লুটছো ?

বিনায়ক। মজা লুটছি বইকি, কেনা লুটছে বল ? মন্ত্রী মশায়, রাণী মশায়, অথচ রাজা মশায়—সব মজা লুটতে লেগে গেছে, আমি কেন বাদ যাই বাবা! তোমরাও জেগে পড়—বাস্ সব মজা লোটা যাক্।

২য় প্রহরী তাইতো আমরাই বা বাদ্ যাই কেন ? (মদ্যপান)

পথিকদ্বয়ের প্রবেশ।

বিনায়ক। কি ভাই সকল! তোমরাও মজা লুটতে চলেছ বুঝি ?

১ম পথিক। তোমার মত মজা কে লুটতে পারবে বল, তোমার চব্বিশ ঘণ্টাই মজা

বিনায়ক আহা হ-হা-হ-সেনাপতি বাবা বেঁচে থাক্ আমি চব্বিশ ঘণ্টাই মজায় ডুবে থাকি। উহ্—হলিহ খ্রী যাই বাবা!

২য় পথিক। আজ ব্যাপার খানা কি হচ্ছে খবর রাখনা বুঝি? সহরে ঢোল্ পিটিয়ে দিয়েছে—বোষ্টমগুলকে জ্যান্ত পোড়াবে

বিনায়ক বটে? বা, বা, কি মজা, ছোটো, ছোটো, এমন মজা ছাড়তে নেই দাদা!

৩য় পথিক তুমি বাদ্ যাবে কেন? তুমিও চল—দেদার লোক চলেছে

বিনায়ক বিনায়ক শর্মা নেশায় ডোম্ বাব, ও সব মজায় নেই, আমার এই বোতল আছে আর আমি আছি (মদ্যপান)

৪র্থ পথিক। বেটা বোষ্টম গুলোর উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে বুঝলে? বিদ্রোহ করা ছেলে খেলা? এইবার সব দোরস্ত হবে।

বিনায়ক। বিদ্রোহ ফিদ্রোহ ফাঁক আওয়াজ দাদা! বেজায় ফাঁকা! যার যার মত্‌লব হাঁসিলের পন্থ খুঁজছে, আমিও আমার মতলব হাঁসিলের পন্থ দেখি, হা-হা-হা-হা-উহ্— তোমরা লম্বা দাও দাদা! লম্বা দাও, মজা ফুরিয়ে যায় যে

[পথিকগণের প্রস্থান।

(প্রহরীগণের প্রতি) আরে তুষ্‌ তুষ্‌ এইটুকু শেষ ক'রতে এত ভয়? বাবা সে আমি এক টানে মেরে ফেলি।

১, প্রহরী। রও, রও, ক্রমে মন খুলে আসছে—তবে ভয় হয়, পাছে মন্ত্রীমহাশয় এসে গলা চেপে ধরে।

বিনায়ক। আরে ছোঃ, তার কি আর মানুষ আছে? মানুষের রক্ত নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে। এদিকে আপাততঃ আসছে না।

২, প্রহরী। ঠিক, ঠিক, তবে দাও খুড়ো আর এক পাত্র দাও, ওরে ভাই! এতক্ষণে মনটা বেশ সরস হ'য়ে উঠছে। এইবার যা ক'রতে বল সব পারি বুঝলে। এমন কি এই খানটায় প'ড়ে ঘুমুতেও পারি।

বিনায়ক। বটে বল কি? আহা-হা-হা আর মজা কাকে বলে বাবা! তবে আর দেরী কেন? আমারও যে সময় যায়।

১, প্রহরী। খুড়ো এই চোখ্ দুটো কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, বুঝলে? বাবা! দুনিয়াও যে দাঁড়ায় না, তবে আমি দাঁড়াব? কি বল।

বিনায়ক। কিছুতেই না বেশ সটান পড়—হাঁ।

২, প্রহরী। (শয়ন করিতে করিতে) তার পর?

বিনায়ক। তারপর মজা, ভারি মজা। এই নাও বাবা! আর

একটু টান দেখি? বাস—আর কেন? তুমিও অনুসরণ কর।

১, প্রহরী। তুমি আছতো খুড়ো?

বিনায়ক আছি বই কি।

১, প্রহরী থাকবে তো

বিনায়ক। ঠিক থাকব, নইলে মজা কোথায়?

১, প্রহরী। তবে একটু মজা করেনি আমি?

বিনায়ক। ক'রবে বই কি। এই নাও আর একটু ঢুক, ঢুক গিলে হ্যাঁ—এইবার শয়ন—বাস্। আর শিগ্‌গির উঠতে হচ্ছে না; বাবা! আমি মাতাল, বোতলের কাঙাল্। এইবার তবে ট্যাঁকে থেকে চাবীগুলো আদায় কর যাক। শঙ্কর! বাবা তোমার অনেক ধারি, আজ কিছু শোধ দেব। (চাবী গ্রহণ) এখনো আসছেনা কেন? যত্ত দেরী হচ্ছে বুকের ভেতর টিপ টিপ ক'রছে। বিনায়ক! তোমার এ ব্যাকুলতা কেন? সবাই জানে বিনায়ক অপদার্থ! বিনায়ক মাতাল! পাষণ্ড! কিন্তু শঙ্কর সে দলের নয়, তাই এ অপদার্থের মনও তার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। তার কাজ গুছিয়ে দিয়ে তারই সঙ্গে ভেসে প'ড়ব, অধর্ম্মের রাজ্যে এ মাতালও বাস ক'রবে না।

(সেনাপতির প্রবেশ ।)

এই যে বাবা ! আশা পথ চেয়ে চোখ কাণা হোলো যে—হা-হা-হা-হা কত মজা আর ক'রব বল ।

সেনাপতি । এত স্থান থাক্‌তে আমাকে এখানে এসে সাক্ষাৎ ক'রতে বলেছিলে কেন বিনায়ক ! একি ?

বিনায়ক এরা একটু মজা ক'রছে বাবা, তার সঙ্গে তুমিও একটু মজা ক'রে নাও মনে পড়ে ? বলেছিলাম একদিন শর্ম্মাকে চিন্‌তে হবে ? আজ সেই দিন। দেখ তোমার জন্য কি সংগ্রহ করেছি ।

সেনাপতি । ও দিয়ে কি হবে ?

বিনায়ক । কি হবে ? এই দোর খুলে ঢুকে পড়, আমি পিছনকার দোরে থাক্‌ব, তুমি সাড়া দিলে খুলে দেব, তারপর সে চম্পট বুঝলে ?

সেনাপতি । বিনায়ক ! অবশেষে চোরের কাজ ক'রব ?

বিনায়ক । কিছু দোষ নেই বাবা ; "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" বুঝলে ? এ ছাড়া উপায় নেই । এত বড় পণ্ডিত হ'য়ে এইটে বুঝছ না ; অবলা স্ত্রীলোককে যেমন ক'রে হোক শঠের হাত থেকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম । বাঃ বারে বাবা ! অবশেষে এই অপদার্থকে তোমাকে ধর্ম্ম শেখাতে হোলো।

সেনাপতি কে বলে তুমি অপদার্থ! তুমি মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ; তুমি আমার পরম বন্ধু, সখা! (হস্তধারণ)

বিনায়ক। ছাড়, ছাড়, কাঁদিওনা—বাবা—কাঁদিওনা। শেষট কেলেঙ্কারী ক'রে ফেলব; ওদিকে সময় যায় যে, চটপট কাজ সারতে হবে; এই নাও ঢুকে পড়।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন)

সেনাপতি চল্লাম বিনায়ক। পূর্ণাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলে, সে তোমারই অনুগ্রহে শঙ্কর কখনো বিস্মৃত হবে না।

বিনায়ক (দ্বার রোধ করিতে করিতে) বিনায়কশর্ম্মা কি আনন্দ! একি আনন্দ!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান রাজধানী, কারাগারের অভ্যন্তর। উপস্থিত—
পূর্ণা ও ক্রোড়ে শায়িত সুবল।

সুবল। মা!

পূর্ণা। কেন সুবল! কাঁদছ? কিসের ভয়?

সুবল। বড় ভয় ক'রছে, কেমন ক'রে আগুনে ঝাঁপ দেব? এ যে বড় সুন্দর পৃথিবী—এ আকাশ, এ বাতাস, এ চন্দ্র সূর্য্যের আলো—ছেড়ে কোথা যাব মা!

পূর্ণা। যেখানে ভয় নেই; দীনের সহায় যিনি সেই দীননাথ এমন দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে অত্যাচার নেই, পীড়া নেই; সেখানে শুধু শান্তি, শুধু আনন্দ। ভয় কি সুবল।

সুবল। কিন্তু আগুন—উঃ মাগো—তায় যে বড় যন্ত্রণা।

পূর্ণা। হরিনামের মহিমায় সব যন্ত্রণা দূর হবে; প্রহ্লাদ কি ক'রে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল বল দেখি বাছা।

সুবল   আমি কি আর তেমন ক'রে হরিনাম ক'রতে পারব ?
বিশ্বাসঘাতক হয়েছি যে মা !

পূর্ণা   তুমি ? না সুবল ! দুর্ব্বল শরীর তোমার কাছে বিশ্বাস-
ঘাতকতা করেছে।

সুবল।   ঠিক বলেছ মা !। ঠিক—কিন্তু তোমার মত শক্তি
কোথায় পাব !

পূর্ণা।   এ শক্তি আমার নয় বাছ ; যে প্রাণপণে চায় সেই শক্তি
পায়। তুমিও পাবে, একবার ডাক দেখি প্রাণ মন
খুলে

সুবল।   গীত

মন আমার কেন তবে
ভাব অকারণ
এই হৃদয় মাঝে আছেন সদা
শ্রীহরি মধুসূদন ॥
অনাথের নাথ আছেন যিনি
বিপদে পার ক'রবেন তিনি,
(ডাক দেখি মন ডাক্‌রে তাঁরে) (একবার ডাক দেখিরে বদন ভ'রে)।
(ডাক দেখি মন ডাকার মত) (কোথা আছ হে কাঙালের নাথ)।

(তাঁরে ডাকার মত ডাকলে পরে) (দয়াল হরি রইতে নারে)

(দেখবিরে তার দয় কত) (মন আমার)

(দয়ার সীমা নাইরে) (দয়াল হরির)

তোর আঁধার মনে ফুটবে আলো

দেখবিরে তাঁর অভয় চরণ

পূর্ণা। এবার শক্তি পেয়েছ ? বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি সুবল। বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন আছেন কি না।

সুবল। আছেন—আছেন, আর ভয় পাব না

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। ধররে, আগে ছোড়াটাকে ধর ; ইস্ ভাব দেখ, চোখ উল্টে বুকে হাত দিয়ে ভক্ত হচ্ছে, ওঠ্ ওঠ্ (পদাঘাত) ; (পূর্ণার প্রতি) ওরে ভাল চাস্তো ছেড়ে দে। এর পর তোর পালা, সে মন্ত্রী মশায় বুঝবে। এখন মনের মানুষ রইলো কোথায় ? সেনাপতি শঙ্কররাও ?

সুবল। চুপ, চুপ, পাপী নারকী।

২য় প্রহরী বাবা, কেউটে সাপের বাচ্ছা যে, আবার বল ফোঁ—স।

পূর্ণা। চুপ্ কর সুবল। ওদের কথায় আমার কতটুকু হানি হ'তে পারে।

১ম প্রহরী। কথায় হানি হবে কেন, যখন লক্‌লকে আগুনে গুঁজে দেব তখন?

পূর্ণা তখন শ্রীহরির যা ইচ্ছা তাই হবে, তোমরা উপলক্ষ মাত্র।

২য় প্রহরী। (সুবলকে খোঁচাইয়া) তুই বাকী থাকিস্ কেন? লম্বা চওড়া বুলি ঝেড়েনে ওদিকে সময় হয়ে এল যে, চল্, চল্, হুঁ বাছাধন! এইবার কাঁপুনি ধরেছে।

পূর্ণা। সময় এলে আর কাঁপবে না সুবল! যাবার আগে একবার প্রাণভ'রে নাম ক'রে নাও।

সুবল [গান]—বাঁচান বাঁচি মারেন মরি

বল ভাই ধন্য হরি

বল ধন্য হরি, ধন্য হরি

বল ভাই ধন্য হরি॥

১ম প্রহরী নে, নে, ঢের হয়েছে ধন্য হরি এখন চল্, আগুনের ভেতর পেল্লাদ হয়ে বস্‌বি চল্।

পূর্ণা শ্রীহরির কৃপায় তাই হোক্।

[প্রহরীগণের সুবলকে লইয়া প্রস্থান

পূর্ণা। (নতজানু যোড়করে) গান;—

একবার দেখা দাও—ও কাঙালের নাথ

হরি দীনশরণ

কেহ নাহি যার সহায়, (হরি হে)
যে জন ফিরে অসহায়,
আছ তুমি তার ভরসা জানি
ওহে বিপদবারণ ॥
পড়ে অকুল সাগরে, (হরিহে)
তোমায় ডাকি কাতরে ;
এস অকুলের কাণ্ডারি হরি ;
ওহে অধমতারণ ॥

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। পূর্ণা ! পূর্ণা !

পূর্ণা। কেও ? তুমি ? তুমি এ সময় এখানে কেন ?

সেনাপতি। তোমাকে নিতে এসেছি পূর্ণা।

পূর্ণা। আমাকে নিতে এসেছ ? কোথায় ?

সেনাপতি। তোমাকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে কেড়ে নেব।

পূর্ণা। আর কেন ? সবাই গেল যে পথে আমিও যে সেই পথেরই পথিক।

সেনাপতি। তোমার কাজ আছে যে, অনেক কাজ। প্রভুর সেবা, প্রভুর নামকীর্ত্তন। এস, চলে এস পূর্ণা।

পূর্ণা। কাজ ? আছে, আছে কাজ। কিন্তু কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ?

সেনাপতি আমার সঙ্গে চল আমি তোমাকে আশ্রয় দেব

পূর্ণা। তোমার কাছে কিসের আশ্রয়? না, না, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

সেনাপতি। তোমাকে আর ছেড়ে দিতে পারব না। এস, এস পূর্ণা। আমার গভীর প্রেমভরা সমস্ত জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ ক'রব, তবু ব'লছ আশ্রয় কোথায়?

পূর্ণা সে প্রেমে আশ্রয় কোথায়? ভেবে দেখ যে প্রেমের দোহাই দিয়ে ডাকছ—সে কি প্রেম? শুধু নীচ বাসনার তৃপ্তি যাতে—সে কি প্রেম? না, না, আমার মৃত্যু ভাল, তুমি ফিরে যাও।

সেনাপতি। শোনো পূর্ণা শঙ্কর আর সে শঙ্কর নেই। তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন উন্মত্ত বাসনায় আমাকে অন্ধ করেছিল, ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না, তাই তোমার মনে ব্যথা দিয়ে চির অপরাধী হ'য়ে আছি কিন্তু তোমার পবিত্র সংস্পর্শে পবিত্র প্রেমের সঞ্চার করেছে, যা কিছু মলিন পঙ্কিল ছিল তোমার শক্তিতে সব ধৌত হ'য়ে গেছে; এখন আমার অন্তরাত্মা তোমার পথ চেয়ে আছে, তুমি যদি না এস, তবে শপথ ক'রে ব'লছি শঙ্করও তোমার সঙ্গী হবে, এস পূর্ণা! আমার ধর্ম্মপত্নী হবে।

পূর্ণা। ধর্মপত্নী। তোমার চিরজীবনের সঙ্গিনী ক'রে নেবে?

সেনাপতি। ক'রব, আমার জীবন-মরণের লোক-লোকান্তরের সঙ্গিনী, এস চ'লে এস পূর্ণা। কাল বিলম্বে বিপদ ঘটবে

পূর্ণা। কি ব'লছ ভেবে দেখেছ

সেনাপতি। সব ভেবেছি আর কিছু ভাব্‌বার নেই, শুধু তুমি একবার বল ক্ষমা করেছ, তোমার মনে একটু স্থান আছে, এই অপরাধীর জন্য?

পূর্ণা। আছে, আছে, জানি না কেমন ক'রে হোলো; যে দিন তোমাকে প্রথম দেখ্‌লাম, তোমার অপরিসীম শক্তি আর অনির্ব্বচনীয় মহিমায় আমার মন প্রাণ ভ'রে গেল। সেই দিন থেকে আমার অজ্ঞাতে—অনিচ্ছাসত্ত্বে—তুমি আমাকে টানছ, কেন? কে জানে।

সেনাপতি। (পূর্ণার অভিমুখে অগ্রসর) পূর্ণা। প্রিয়তমে।

পূর্ণা। (পশ্চাদ্‌গমন) একি ব'লছ? না, না, তোমায় আমায় যে অনেক প্রভেদ। একি পরীক্ষা? প্রভু। প্রভু। তোমায় ত্যাগ ক'রব? প্রাণ থাক্‌তে নয়। তুমি তবে যাও, আজ মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে স্বীকার ক'রছি—তোমায় আমি ভালবাসি—সত্যি ভালবাসি জন্মান্তরে তোমাকে পাব জানি, কিন্তু এজন্মে—তোমার আমার মিলন—অসম্ভব।

সেনাপতি। কেন পূর্ণা। অসম্ভব কেন?

পূর্ণা। ধর্ম্ম এক না হ'লে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়া সম্ভব নয়।

সেনাপতি। তোমার গুরুদেব বলেছেন একই প্রভু সকলের— তুমি, আমি, বিভিন্ন নামে ডাকি; এতদিন পথ ভিন্ন ছিল, আজ থেকে এক পথ এক উদ্দেশ্য হবে। এত দিনে বুঝেছি আমার চেয়ে তাঁর শক্তি প্রবলতর, তাই আপন শক্তি ত্যাগ ক'রে, তাঁর শক্তি ধারণ ক'রব ব'লে তোমার কাছে এসেছি। এস প্রিয়ে! আজ থেকে আমরা মিলিত হ'য়ে—প্রেমের ভিতর দিয়ে—চরম প্রেমের উৎস যিনি, চরম ধর্ম্মের মূলে যিনি, তাঁর নাম প্রচার ক'রব।

পূর্ণা। ক'রবে? তুমি আমাকে উদ্ধার ক'রতে এসেছ তাঁরই মহিমা প্রচার ক'রতে? তবে তাই হোক্, তোমার মধ্যে আমার প্রভুকে দেখেছি, মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়।

(প্রহরীদ্বয় সহ মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। একি? সেনাপতি শঙ্কররাও কারাগারে? বন্দীনীর বাহুপাশে আবদ্ধ।

সেনাপতি। শঙ্কররাওকে আর ভয় কেন? সে তোমাদের পথ পরিষ্কার ক'রে সেনাপতির পদ ত্যাগ ক'রে এসেছে— শান্তি ও নির্ম্মল আনন্দের ভিখারী।

মন্ত্রী। শঙ্করাও : কারাগারে কি উপায়ে এবং কি অভিপ্রায়ে প্রবেশ করেছ, তার উত্তর আজ আমার কাছে দিতে হবে

সেনাপতি উপায় আমার শক্তি, অভিপ্রায় এই বন্দীনীকে উদ্ধার করা।

মন্ত্রী। ধন্য স্পর্দ্ধা তোমার! এর বিচার রাজসভায় হবে, এখন বৃথা সময় নষ্ট করা। বন্দীনি! রাজাদেশ জানাতে এসেছি, বৈষ্ণব ধর্মত্যাগ ক'রতে স্বীকৃত হ'লে এখুনি মুক্তি পাবে, তা না হ'লে তোমার মৃত্যুকাল আগত, ইষ্টদেবতা স্মরণ কর

পূর্ণা। তোমাদের রাজাকে জানাও, প্রাণ থাক্‌তে আমার ধর্ম্ম-ত্যাগ ক'রব না, মৃত্যুকে বরণ ক'রতে প্রস্তুত আছি, আমার ইষ্টদেবতা সতত আমার অন্তরে জাগ্রত আছেন।

মন্ত্রী। প্রহরী, রমণীকে বন্ধন কর।

সেনাপতি। আমাকে ত্যাগ ক'রে কোথ যাবে পূর্ণা, তোমার আমার মিলন অনিবার্য্য; শুধু প্রাণরক্ষার জন্য স্বীকার কর।

পূর্ণা। অসম্ভব, এখন তোমাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন, কিন্তু তাও [illegible] হবে, তথাপি ধর্মত্যাগ করা অসম্ভব।

সেনাপতি। ভেবে দেখ পূর্ণা! অন্য উপায় নাই; একবার শুধু স্বীকার কর, তারপর দুজনা চ'লে যাব দেশান্তরে;

যেখানে কোলাহল নাই, বিঘ্ন নাই, পীড়ন নাই, সেখানে তুমি আর আমি—হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে— জীবন সমুদ্রে ভেসে চলে যাব, অবাধে—সুখে।

পূর্ণা কেন বাধা দাও? তুমি যাও—আমায় ভুলে যাও, অপেক্ষা ক'রে থাক, জন্মান্তরে আবার দেখা হবে

সেনাপতি কিছুতেই তোমাকে টলাতে পারলাম না, এত শক্তি ধর তুমি; তোমার এই শক্তিতেই এ কঠিন মনকে বেঁধেছে তবে চল পূর্ণা! আমিও তোমার সঙ্গী হব, তোমাকে ছাড়া জীবন ব্যর্থ হবে। যাও মন্ত্রী! তোমাদের রাজাকে সংবাদ দাও, শঙ্কররাও আজ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

(পূর্ণার হস্তধারণ)

পূর্ণা। একি শুনি! তুমিও যাবে? যাবে? চিরদিনের—জীবনের মরণের সঙ্গী আমার, এস প্রিয়! এস প্রিয়তম!

(সেনাপতির বক্ষে মস্তক স্থাপন)

সেনাপতি। এস-এস প্রিয়ে, আমার [illegible] জন্মান্তরের সাধনার ধন! অমর মহিমায় ভূষিত হ'য়ে আমার হৃদয়তীর্থে এস। প্রেমময়ি! মৃত্যুর স্পর্শে আমাদের প্রেম পবিত্র হোক্—মৃত্যুতে মিলন সম্পূর্ণ হোক্

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান রাজধানী—বধ্যভূমি। উপস্থিত—বন্দী শঙ্কররাও ও পূর্ণা, রাজা, শ্রীরঙ্গমা, মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ।

রাজা। শঙ্কররাও! তোমার মনে এই ছিল, তুমি ধর্মদ্রোহী।

শঙ্কর মহারাজ, ধর্ম এক ব্যতীত দুই নেই। সত্যসনাতন ধর্ম যা, তার আশ্রয় সকলেরই একদিন নিতে হবে, তখন বুঝবেন শঙ্কররাও ধর্মদ্রোহী নয়।

শ্রীরঙ্গমা। এখনো সময় আছে, ওই মায়াবিনীকে ত্যাগ কর, তোমার প্রাণরক্ষা হবে লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার হবে

শঙ্কর বৃথা চেষ্টা রাণীজি। কোন্ দিন কোন্ শুভক্ষণে মানুষের জীবনে সত্য প্রকাশ পায়—বোঝা বড় কঠিন। যদি সৌভাগ্যক্রমে সে মাহেন্দ্রক্ষণ জীবনে এসে থাকে—তাকে নষ্ট করা হবেনা, আজ সত্যের জয় হবে জানি। মহারাজ! আদেশ দিতে আর বিলম্ব কেন?

শ্রীরঙ্গম মন্ত্রী। তবে জ্বাল অগ্নিকুণ্ড আর বিলম্ব নয়; আজ শঙ্কররাওর মৃত্যুর সাধ পূর্ণ হবে

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাজ ও কিসের কোলাহল।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত সর্ব্বনাশ উপস্থিত মহারাজ। বহুশত লোক এই দিকে আসছে, সঙ্গে সেই রামা বোষ্টম।

রাজ কি বল্লি? দলবল-সহ রামানুজ? আমার সৈন্যদল কোথায়, মন্ত্রী, শীঘ্র প্রস্তুত হ'তে বল

মন্ত্রী মহারাজ। কোথা সৈন্যদল বহুদিন পূর্ব্বে যখন বলে-ছিলাম সেনাপতি স্বয়ং বিদ্রোহী, তখন স্ত্রীলোকের কথায় আমাকে অপমান করেছিলেন, আজ সে সৈন্যদলের অভাব—তার জন্য দায়ী আমি নই

দূত সব সৈন্য বোষ্টম দলে মিশেছে, সেনাপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছে শুনে সব উন্মত্ত হ'য়ে আসছে; মহারাজ। সমূহ বিপদ

শ্রীরঙ্গমা তবে জ্বাল—আগুন জ্বাল; প্রজ্জলিত হুতাশনে আহুতি-দাও, প্রেমিক যুগলকে

(নেপথ্যে কীর্ত্তন)

রাজা। আঃ—অসহ্য, অসহ্য, মন্ত্রি! বন্ধ কর চীৎকার কেউ নেই আমার রাজ্যে যে ওদের কণ্ঠ রোধ ক'র্‌তে পারে? সব কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের দল!

(কতিপয় সৈন্যসহ বিনায়ক ও মাণিকের প্রবেশ)

বিনায়ক। সেনাপতি বাবা! আছ—বেঁচে আছ তো! আচ্ছা, এবার তবে মন্ত্রীবেটাকে আগে দেখা যাক্।

বন্ধু সব মাটী ক'র্‌লে দাদা! বেশ গুছিয়ে এনেছিলে, শেষটা সব মাটী তোমার রাজত্ব আর আমার মন্ত্রীত্ব সব বুঝি যায়।

মন্ত্রী। চুপ, চুপ বর্ব্বর

মাণিক। (শঙ্করের প্রতি) প্রভু! দাস উপস্থিত, কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন, সৈন্য প্রস্তুত।

শঙ্কর। অপেক্ষা কর, বিধাতার হস্ত আপনি উত্থিত হবে, ব্যস্ত হোয়োনা মাণিক!

শ্রীরঙ্গা মহারাজ এখনো ব'সে আছ?

রাজা রাণি আমার বাহুবল কেড়ে নিয়েছ—তোম্‌রা—কেন—তুমিই জান। এখন তার ফল ভোগ কর, আমার আদেশ পালন ক'র্‌বার আর কেউ নেই।

শ্রীরঙ্গমা। তবে আমিই তোমার আদেশ পালন ক'র্‌ব। নিয়ে আয়, নিয়ে আয় বন্দীদের, চিতায় তুলে দে, আমি নিজের হাতে আগুন দেব।

বিনায়ক। সুন্দরি, আর কেন? এইবার মান থাক্‌তে অঞ্চলের নিধি নিয়ে স'রে পড়।

শ্রীরঙ্গমা। তফাৎ যাও, যাও তফাৎ—রাণীর আদেশ মান্‌বে না?

(কীর্ত্তন করিতে করিতে দলবল সহ রামানুজ এবং সৈন্যদলের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। জয়, সেনাপতি শঙ্কররাওর জয়। জয়, জয় সেনাপতি শঙ্কররাওর জয়।

শ্রীরঙ্গমা। কে সেনাপতি? তোমাদের সেনাপতি নাই—নাই সেনাপতি—বল জয় রাজ্যেশ্বরের জয়।

সৈন্যগণ। জয়, জয় সেনাপতি শঙ্কররাওর জয়।

বিনায়ক। ওরে মাণিক দাদা! আর বিলম্ব কেন? রাজ্যেশ্বরীর মুখ্‌ আগে বন্ধ করা যাক্‌; তারপর মন্ত্রী বেটাকে ধরি।

সৈন্যগণ। মার, মার বেটা মন্ত্রীকে মার।

অপর সৈন্যগণ। আগে এই মাগীকে আগুনে গোঁজা যাক্‌।

রামানুজ। ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর; কারু অঙ্গস্পর্শ কোরো না।

সৈন্যগণ! রাজা আর অনুচরবর্গকে বেষ্টন কর।
প্রহরী, বন্দীদের বন্ধন মোচন কর—আমার
আদেশ।

(বন্ধন মোচন)

পূর্ণা। যতিরাজ! যতিরাজ! আনন্দময়ের একি লীলা!
রামানুজ। ধন্য আনন্দময়—তোমার মত সেবিকা যাঁর।
(শঙ্করের প্রতি) আজ এ দুর্লভ রত্ন লাভ ক'রে তুমিও
ধন্য শঙ্কররাও। (উভয়ের নতজানু)
আশীর্ব্বাদ করি ভগবৎপ্রেমের ছায়ায় তোমাদের প্রেম
ধন্য হোক্।
(হস্তধারণ পূর্ব্বক উভয়কে উত্তোলন)
মহারাজ! রাজ অধিরাজ! আজ সত্যের জয় প্রত্যক্ষ
প্রমাণ হোলো। আপন শক্তির গর্ব্বে যে দিন সত্যের
বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন ক'রেছিলে, সে দিন ব'লে-
ছিলাম একদিন তোমার সাম্রাজ্যে প্রতি ঘরে ঘরে হরি-
নাম ধ্বনিত হ'বে, আজ সেদিন উপস্থিত; কিন্তু তোমার
সময় এখনো পূর্ণ হয়নি; রাজাসনে ব'সে যে ব্যভিচার
এবং উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ রোপন করেছ, তার ফল
ভোগ ক'র্‌তে হবে তোমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'র্‌ব

না—স্বয়ং বিধাতা তোমার বিচার ক'রবেন, কিন্তু বিদায় নেবার পূর্ব্বে আজ প্রাণভ'রে ব'লে যাই—জয়, শ্রীহরির জয়—জয় ভক্তবৎসলের জয়

সকলে জয় শ্রীহরির জয়। ভক্তবৎসলের জয়॥

(রাজার কর্ণে হস্তস্থাপন, শ্রীরঙ্গমার মূর্চ্ছা)

যবনিকা।